লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

পাক্ষিক আহ্‌মদী

প্রকাশনার ৯৫ বছর

ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয়কো কারো 'পরে
Love for All
Hatred for None

The Ahmadi Fortnightly
Since 1922

নব পর্যায় ৮০ বর্ষ | ১৭তম সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ১ চৈত্র, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ | ১৬ জমা. সানি, ১৪৩৯ হিজরি | ১৫ আমান, ১৩৯৭ হি. শা. | ১৫ মার্চ, ২০১৮ ঈসাব্দ

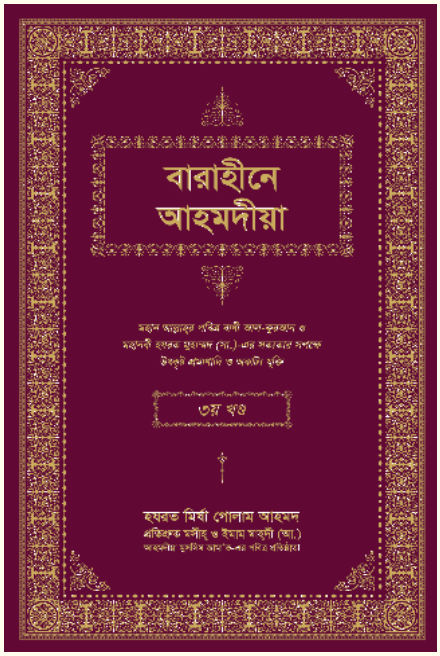

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের বিশেষ কৃপায় যুগান্তকারী ও অবিস্মরণীয় পুস্তক **'বারাহীনে আহমদীয়া'**র তৃতীয় খণ্ডের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। আমরা আল্লাহ্ তা'লার দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, তিনি তাঁর নিজ কৃপায় এ অসাধারণ পুস্তকটির অনুবাদ প্রকাশ করার আমাদেরকে তৌফিক দান করেছেন। এর পুরো নাম **'আলবারাহীনুল আহমদীয়াহ্ আলা হাক্কীয়্যতে কিতাবিল্লাহীল কুরআনে ওয়ান্ নবুয়্যাতীল মুহাম্মদীয়াহ্'** অর্থাৎ আল্লাহর পবিত্র বাণী আল-কুরআন ও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সত্যতার সপক্ষে উৎকৃষ্ট প্রমাণাদি ও অকাট্য যুক্তি।

'বারাহীনে আহমদীয়া'র মোট পাঁচটি খণ্ড রয়েছে। ২৩ খণ্ডে প্রকাশিত রূহানী খাযায়েন-এর প্রথম খণ্ডে রয়েছে বারাহীনে আহমদীয়ার প্রথম চার খণ্ড আর পঞ্চম খণ্ডটি রয়েছে একুশতম খণ্ডে। ১৮৮২ সালে প্রকাশিত, 'বারাহীনে আহমদীয়া' তৃতীয় খণ্ডের মূল পুস্তকটি যেন হঠাৎ করেই শেষ হয়েছে বলে প্রতিভাত হয়। কেননা, তৃতীয় খণ্ডের মূল পুস্তক এবং পাদটীকা-২-এর বিষয়বস্তু চলমান রাখা হয়েছে আর যা ১৮৮৪ সালে প্রকাশিত পুস্তকটির চতুর্থ খণ্ডে গিয়ে সমাপ্ত করা হয়েছে।

'বারাহীনে আহমদীয়া' পুস্তকটির মূল উর্দু সংস্করণে প্রতিপাদ্য মূলবিষয়, টীকা এবং পাদটীকা একই পৃষ্ঠায় উপস্থাপন করা হয়েছিল। কিন্তু পাঠকের সুবিধার্থে অনুদিত এই গ্রন্থে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর সদয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মূল পাঠ একটানা ভাবে শেষ করার পর যথাক্রমে টীকা-১১ এবং পাদটীকা ১ ও ২ অংশ সন্নিবেশিত রয়েছে।

বহুল প্রতিক্ষিত এ পুস্তক, যা প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) তাঁর দাবির পূর্বেই রচনা করেছিলেন এবং যেই পুস্তক সম্পর্কে সেই যুগে ভারতবর্ষে বহু মানুষ স্বতঃস্ফুর্ত এ সাক্ষ্য দিতে বাধ্য হয়েছেন যে, বিগত তেরশ' বছর যাবত ইসলামের সপক্ষে এমন অসাধারণ সেবা প্রদান কারো পক্ষে সম্ভব হয় নি, যা এ পুস্তকের মহান লেখক করে দেখিয়েছেন।

বইটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় মওলানা ফিরোজ আলম সাহেব, মুরব্বী সিলসিলাহ্। উক্ত বইটি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী থেকে সংগ্রহ করে জামা'তের সকল ভ্রাতা-ভগ্নিকে অধ্যয়ন করার আকুল আবেদন রইল।

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) প্রণীত
'শরায়াতে বয়আত অওর আহমদী কি যিম্মাদারীয়া'
পুস্তকের বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে

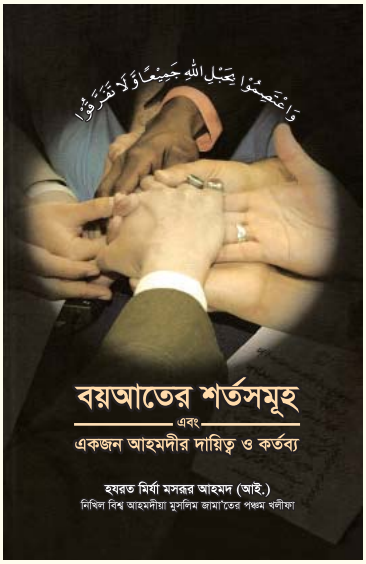

পুস্তকটি সম্পর্কে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের দিক নির্দেশনা (ভূমিকা থেকে উদ্ধৃত)

আমরা যারা ইমাম মাহদী (আ.) বা তাঁর খলীফার নিকট বয়আত গ্রহণ করি তারা এই শর্তগুলো পড়ে থাকি- সাধারণভাবে এর অর্থ বুঝতে পারি কিন্তু এর যে তত্ব ও মাহাত্ম্য তা অনুভব করতে পারি না। যদি আমরা এর মাহাত্ম্য অনুভব করতে পারি তাহলে এই শর্তগুলো প্রতিপালনে আমাদের ঐকান্তিকতা ও আগ্রহ এবং ইচ্ছা শক্তি আরো বেগবান হয়ে যাবে।

পুস্তকটি প্রত্যেক আহমদীর জন্য একটি 'গাইড বুক' বিশেষ। হুযূর (আই.)-এর মমতা মাখা এ পুস্তকটি থেকে উপকৃত হতে আমাদের সকলের প্রচেষ্টারত থাকা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় সন্তুষ্টির চাদরে আমাদের আচ্ছাদিত হওয়ার সৌভাগ্য দানে কৃপাধন্য করুন। আমীন।

নিবেদক

মোবাশশের উর রহমান
ন্যাশনাল আমীর
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

আপনার কপি সংগ্রহ করেছেন কি? প্রাপ্তিস্থান: কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী

সম্পাদকীয়

চারিদিকে আহ্‌বান জানানোই আমাদের কাজ– প্রকৃতিতে যার পবিত্রতা, পরিণামে সে আসবেই

পবিত্র কুরআন ও হাদীস পাঠ এবং ইতিহাস অধ্যয়ন থেকে জানা যায় মুহাম্মদী উম্মতের মধ্য থেকে মুসলমানদের নের্তৃত্ব প্রদানকারী খোলাফায়ে রাশেদীনের পর প্রতি শতাব্দীর শিরোভাগে যথারীতি মোজাদ্দেদের আবির্ভাব ঘটেছে। (হুজাজুল কেরামা ফি আসারিস্ সিয়ামাহ্, ১২৯১ হিজরী)

মহানবী (সা.) আখেরী যামানায় ইমাম মাহ্‌দী ও প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণীও করেছেন। আখেরী যামানার লক্ষণসমূহ্ সবই এখন প্রকাশিত এক সত্য। বিশ্বব্যাপী সর্বগ্রাসী চারিত্রিক অধঃপতন, পিতা-মাতার অবাধ্যতা, নাচ-গানের প্রসার, মারামারি, হানাহানি, নিত্য-নতুন যানবাহনের আবিস্কার, যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয় চরমে পৌঁছে গেছে। উম্মতে মুহাম্মদীয়া বহু দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে পরস্পর কলহ-কোন্দল এবং যুদ্ধ-বিগ্রহের ভয়াবহ আগুনে নিয়তই জ্বলছে।

এ সকল সমস্যার সমাধান হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আগমনকারী হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-কে মান্য করার মাঝেই নিহিত।

উপমহাদেশের কাদিয়ান নিবাসী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) ১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দে আল্লাহ্ তা'লার কাছ থেকে সেই প্রত্যাদিষ্ট সংস্কারক হবার সুসংবাদ লাভ করেন এবং ১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দে মোতাবেক ১৩০৬ হিজরী সনে (অর্থাৎ হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে) আল্লাহ্ তা'লার সুস্পষ্ট নির্দেশে প্রতিশ্রুত মসীহ্ এবং প্রতীক্ষিত ইমাম মাহ্‌দী হওয়ার দাবি করেন এবং মান্যকারীদের বয়'আত গ্রহণ আরম্ভ করে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর দাবির সত্যতার প্রমাণ স্বরূপ পবিত্র কুরআন ও হাদীসের ভিত্তিতে বহু নিদর্শনাবলীর মধ্যে একই রমযান মাসে (১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দে পূর্ব গোলার্ধে ও ১৮৯৫ খ্রিষ্টাব্দে পশ্চিম গোলার্ধে) চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া ভয়াবহ প্লেগের প্রাদুর্ভাব, রাশিয়ায় জারের পতন, প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মহা প্রলয়ংকারী ঘটনাবলী, ঘন ঘন বন্যা প্লাবন ও ভূমিকম্প ইত্যাকার ঘটনা সুস্পষ্টরূপেই দৃশ্যমান।

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর আগমন সংবাদ কোন মামুলি বার্তা নয়। কেননা হযরত মুহাম্মদ (সা.) নির্দেশ দিয়েছেন–

ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর খবর পেলে বরফের উপর হামাগুড়ি দিয়েও যদি যেতে হয় যাবে, তাঁর বয়'আত গ্রহণ করবে এবং তাঁকে আমার সালাম পৌঁছাবে। (সুনান ইবনে মাজা, মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল)

যথাসময়ে আবির্ভূত ইমাম মাহ্‌দী (আ.) লুদ (লুধিয়ানা) নামক স্থানে খ্রিষ্টানদিগকে ধর্মতত্ত্বমুলক তর্কযুদ্ধে পরাজিত করেন এবং ইসলামের বিজয়ের সূচনা করেন। তাঁর অনুসারীগণ তাঁর খেলাফতের নেতৃত্বে বর্তমানে ৫ম খেলাফতের আশিস বিতরণী ছায়াধীনে, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর পূর্ণ আনুগত্যে বিশ্ববাসীকে ইসলামে দীক্ষিত করার জন্য সফলতার সঙ্গে বিভিন্ন খ্রিষ্টান প্রধান দেশসহ বিশ্বের দুই শতাধিক দেশে তৌহিদের ঝান্ডা, অর্থাৎ **"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্"**-এর ঝান্ডা সমুন্নত করে শান্তিপূর্ণ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়ে ইসলাম প্রচারাভিযানে নিরন্তর প্রচেষ্টারত আছে।

সুপ্রিয় পাঠক! আপনি কি একজন দায়িত্বশীল মুসলমান হিসেবে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর হুকুম পালন করছেন, হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-কে গ্রহণ করেছেন? আপনি কি তাঁকে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সালাম পৌঁছিয়েছেন? আপনি কি দল-উপদলগত ঝগড়া-ফ্যাসাদ বিসর্জন দিয়ে ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর নেতৃত্বে ইসলাম প্রচার অভিযানে অংশ নিয়েছেন? কিয়ামতের দিন প্রশ্ন করা হলে– কি উত্তর দেবেন আপনি? তখনতো কোন আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পীর, মোর্শেদ মৌলানা ও সমাজপতি কোন কাজেই আসবে না। আপনার নিজের ঈমান ও আমলের ফল নিজেকেই ভোগ করতে হবে।

আল্লাহ্ তা'লা আপনার সহায় হোন। সংবাদ পৌঁছানো আমাদের কর্তব্য, হেদায়াতের মালিক আল্লাহ্ তা'লা। খাতামান নাবীঈন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর উপর শত কোটি দরূদ ও সালাম।

সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম

সূচিপত্রে

১৫ মার্চ, ২০১৮

কুরআন শরীফ ৩

হাদীস শরীফ ৪

অমৃত বাণী ৫

'বারাহীনে আহমদীয়া' (৪র্থ খণ্ড) ৬
হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ১০
হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর
২০ অক্টোবর ২০১৭ তারিখের **জুমুআর খুতবা**

বিশ্বশান্তি: সমকালীন সমস্যাবলীর ইসলামী সমাধান ১৯
হযরত মির্যা তাহের আহমদ

ইসলামের সেবায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর অসাধারণ অবদান ২১
উপমহাদেশের বিশিষ্ট মুসলিম বিজ্ঞজন তথা বিরোধীদের অকপট স্বীকারোক্তি
মওলানা মুহাম্মদ আক্রামুল ইসলাম

আমাদের খোদা ২৩
ডিসেম্বর ১৯৯৮ সালে জলসা সালানায় প্রদত্ত বক্তৃতা
মূল হাফেয ড. সালেহ মুহাম্মদ আলদীন

ইযালায়ে আওহাম (২য় অংশ) ২৫
(সন্দেহ-সংশয় নিরসন) প্রণয়ন ও প্রকাশনা ১৮৯১
হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)

মুনাজাতে রসূল (সা.) ২৮
মুহাম্মদ ইনাম ঘোরী

এক ঝলকে ২৯
হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জীবনী
মওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান

কলমের জিহাদ ৩৪
মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

আমি কিভাবে আহমদী হলাম ৩৭
মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দীকী

জামেয়াতে ছাত্র ভর্তি বিজ্ঞপ্তি ৪০

দিনাজপুর অঞ্চলের ৯ম আঞ্চলিক সালানা জলসা ৪১
আহমদনগরের বিশাল খোলা মাঠে
সফলতার সাথে অনুষ্ঠিত

পঞ্চগড়ে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে ৪৩
আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের
মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

সংবাদ ৪৫

হুযূর (আই.)-এর ৫২
তাজা নির্দেশনা

পাক্ষিক **'আহমদী'** নিয়মিত পড়ুন এবং গ্রাহক হোন।
পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুন না কেন পাক্ষিক **'আহমদী'**র সাথেই থাকুন।
ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে **'আহমদী'** পত্রিকা পড়তে **Log in** করুন
www.ahmadiyyabangla.org

কুরআন শরীফ

সূরা বনী ইসরাঈল-১৭

وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ ۪ وَاَوْفُوْا بِالْعَهْدِ ۚ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلًا ﴿۳۵﴾

৩৫। আর তোমরা (এতীমদের অধিকার সংরক্ষণের) সর্বোত্তম পন্থা অবলম্বন না করে এতীমের ধনসম্পদের কাছেও যেও না, এমনকি সে পরিপক্ক না হওয়া পর্যন্তও (তার ধনসম্পদের কাছে যেও না) এবং তোমরা তোমাদের অঙ্গীকার[১৬১৭] পূর্ণ কর। (কেননা) অঙ্গীকার সম্বন্ধে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

وَاَوْفُوا الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ؕ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿۳۶﴾

৩৬। আর মেপে দেয়ার সময় তোমরা পূর্ণ মাপ দিও এবং সঠিক দাঁড়িপাল্লায় ওজন করো। এটাই উত্তম এবং পরিণামের দিক থেকে সবচেয়ে ভালো[১৬১৮]।

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ؕ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلًا ﴿۳۷﴾

৩৭। আর যে বিষয় তোমার জানা নাই সে বিষয়ে কোন অবস্থান নিও না*। নিশ্চয় কান, চোখ ও হৃদয়– এগুলোর প্রত্যেকটি সম্বন্ধে (তোমাকে) জিজ্ঞাসাবাদ করা[১৬১৯] হবে।

وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا ۚ اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلًا ﴿۳۸﴾

৩৮। আর পৃথিবীতে দম্ভভরে চলো না, কেননা তুমি কখনো পৃথিবীকে বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং উচ্চতায়[১৬২০] পর্বতসমও হ'তে পারবে না।

১৬১৭। হত্যার শাস্তি সম্পর্কে বিধান প্রয়োগের ফলে দু'টি পরিবারে অর্থাৎ নিহত এবং হত্যাকারী উভয়ের পরিবারে এতীম থেকে যেতে পারে। কুরআন মজীদ এরপর এতীমের অধিকার সম্পর্কে নির্দেশ প্রদান করেছে। এসব অধিকারের মধ্যে অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, তাদের সম্পত্তি সম্পর্কিত অধিকার। 'অঙ্গীকার' (এখানে অর্থনৈতিক বাধ্যবাধকতা) শব্দটি এ স্থলে ব্যবহৃত হয়েছে এই বিষয়ে জোর দেয়ার জন্য যে, এতীমের সম্পত্তির সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা তাদের প্রতি অনুগ্রহ নয়, বরং অঙ্গীকারের ন্যায় দায়িত্ব ও কর্তব্য যা পূর্ণভাবে ও সততার সঙ্গে পালনীয়।

১৬১৮। কোন লোকের পক্ষে ব্যবসাবাণিজ্যের অগ্রগতি ও উন্নতি নির্ভর করে ব্যবসার লেন-দেনের ব্যাপারে স্পষ্ট ও নির্দোষ ব্যবহারের মাধ্যমে। ** [এ অর্থের জন্য দেখুন মুফরাদাত ইমাম রাগেব।]

১৬১৯। এ আয়াত সন্দেহের সব মূল কর্তন করে, যার অবলম্বন স্বভাবত কান, চোখ এবং হৃদয়। কান হলো প্রথম প্রবেশ পথ। এর মাধ্যমে অধিকাংশ সন্দেহ একজনের মনে প্রবেশ করে থাকে। বেশিরভাগ সন্দেহই অন্যের সম্বন্ধে শুনে তা অবিবেচনাপ্রসূত মন্দ বর্ণনার মাধ্যমে সৃষ্টি হয়ে থাকে। তৎপরবর্তী উপায় বা মাধ্যম হলো দৃষ্টি। এক ব্যক্তি অন্যকে কোন এক বিশেষ কাজ করতে দেখে এর কদর্থ করে বসে এবং কর্তার উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায়ের প্রতি সন্দিহান হয়ে উঠে। সর্বশেষ এবং অতি নিকৃষ্ট প্রকারের সন্দেহ, যা কোন ব্যক্তি অন্য কারো সম্বন্ধে পোষণ করে, তা অপরের কাছ থেকে মন্দ কথা শোনার কারণেও নয়, সেই ব্যক্তিকে কোন মন্দ কর্ম করতে দেখার কারণেও নয়, বরং তা আসলে সম্পূর্ণ সন্দেহ পোষণকারীর ব্যাধিগ্রস্ত মনের কুধারণাপ্রসূত উদ্ভাবন। এভাবে আয়াতটি শুধু মানুষের জীবন ও সহায় সম্পত্তিকেই নয় (যে বিষয়ে পূর্ববর্তী আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যা পবিত্র ও অলঙ্ঘনীয়) বরং তা মানবিক মর্যাদা এবং সম্মানকেও পবিত্র ও অলঙ্ঘনীয় করেছে এবং ঘোষণা করেছে, কারো সম্মানের উপর আঘাতের জন্য অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে।

১৬২০। অভীষ্ট সাধনে এবং কর্মের সফলতার জন্য অহঙ্কার করা এবং উল্লসিত হওয়া কেবল মূর্খতা এবং প্রগলভতার পরিচয়ই বহন করে না, বরং তা অহঙ্কারী ব্যক্তির নৈতিক ক্ষতি সাধনও করে থাকে। কারণ এরূপ মনোভাবের দরুন সে অর্জিত কৃতকার্যতায় আত্মতৃপ্তি লাভ করে থাকে এবং এভাবে উন্নতি বাধাগ্রস্ত এবং ব্যাহত হয়।

হাদীস শরীফ

নামায
অশ্লীল ও মন্দ কাজ হতে বিরত রাখে

কুরআনঃ

'ইন্নাস সালাতা তান্‌হা আনিল ফাহ্‌সায়ে ওয়াল মুনকার... ।'

অর্থ: নিশ্চয়ই নামায অশ্লীল ও মন্দ কাজ হতে বিরত রাখে। (সূরা আন্‌কাবূত: ৪৬)

হাদীসঃ

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন যে, আমি হযরত রসূলুল্লাহ্ (সা.)কে বলতে শুনেছি, তোমরা বলো তো দেখি কারো ঘরের সামনে দিয়ে যদি কোন নদী প্রবাহিত হয় এবং সে তাতে প্রতিদিন পাঁচবার গোসল করে তাহলে কি তার (দেহে) কোন ময়লা থাকতে পারে? সাহাবীগণ (রা.) বললেন, 'না, ময়লা থাকতে পারে না'। তিনি (সা.) বললেন, "পাঁচওয়াক্ত নামাযও তদ্রুপ। আল্লাহ্ তা'লা এ দ্বারা সমস্ত দোষ-ত্রুটি মিটিয়ে ফেলেন"। (বুখারী কিতাব মওয়াক্কিতুস সালাত)।

ব্যাখ্যাঃ

উপরোক্ত হাদীসে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) আমাদেরকে পাঁচওয়াক্ত নামাযের তাৎপর্য বর্ণনা করে নামাযের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। খোদা তা'লা বলেন, প্রকৃত-নামায মানুষকে অশ্লীল কাজ হতে বিরত রাখে। আর খোদার রসূল (সা.) বলেছেন–প্রকৃত-নামায আদায় করলে আল্লাহ্ তা'লা আমাদের দোষ-ত্রুটি ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দেন।

আল্লাহ্ তা'লা ও তাঁর রসূল (সা.)এর এত স্পষ্ট বর্ণনা থাকা সত্ত্বেও আমরা অনেকেই নামায হতে গাফেল, আবার অনেকে এমনও আছে, যারা নামাযও পড়ে ও অশ্লীল অথবা মন্দ কাজেও লিপ্ত থাকে। প্রকৃত নামায আদায়কারী কখনও মন্দকর্মে লিপ্ত হতে পারে না, এটাই খোদার ফয়সালা। এ দিয়ে আমরা আমাদের নামায যাচাই করতে পারি, আমরা সত্যিকার অর্থে নামায পড়ি কি'না? যেভাবে প্রতি দিন পাঁচবার গোসল করলে শরীরে কোন ময়লা থাকতে পারে না, অনুরূপ নিষ্ঠার সাথে পাঁচওয়াক্ত নামায আদায়কারীর হৃদয়েও কোন ধরণের গুনাহর ছাপ থাকতে পারে না।

প্রকৃত-নামায সম্বন্ধে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) বলেছেন, নামায এভাবে আদায় করো যেন তোমরা খোদাকে দেখছো, আর এরূপ না হলে অন্ততঃ এতটুকু ভাবো যে, খোদা তাআলা তোমাকে দেখছেন। আমরা যদি এ ধরণের ধ্যানে মগ্ন হয়ে নামায আদায় করি, তাহলে আমরা প্রকৃত-নামাযী হতে পারবো। নতুবা খোদার ফরমান রয়েছে **'অভিসম্পাত ঐ সব নামাযীদের জন্যে যারা নামায হতে গাফেল'** (১০৭:৫)।

আমাদের প্রিয় ইমাম হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) জামা'তকে বার বার খোদার ইবাদতের দিকে ডেকেছেন এবং আহ্বান জানিয়েছেন, হযরত খলীফতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)ও প্রতিনিয়তই আমাদেরকে নামাযে একনিষ্ঠ হতে তাগিদ করছেন, অতএব আমরা যেন খোদার যিকিরে রত হয়ে যাই আর খোদার যিকিরের উত্তম পন্থা হলো নামায যা বিগলিত-চিত্তে খোদার নির্দেশ হৃদয়ঙ্গম করে আদায় করা।

আল্লাহ্ করুন আমরা যেন সকলে খোদা ও তাঁর রসূল (সা.)-এর ফরমানের ওপর আমল করে গুনাহ্ হতে মুক্ত হতে পারি। আমীন।

আলহাজ্জ মওলানা সালেহ্ আহমদ
মুরব্বী সিলসিলাহ্

অমৃতবাণী

অহংকারের লেশ মাত্রও অবশিষ্ট থাকলে হৃদয়ের সমস্ত জ্যোতি নষ্ট হয়ে যায়

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

তোমরা আল্লাহ্‌র অভিসম্পাতকে ভয় কর, যা আকাশ হতে অবতীর্ণ হয় এবং যার উপর তা নিপতিত হয়, তার ইহকাল ও পরকালকে সমূলে বিনষ্ট করে। তুমি কপটতা দ্বারা নিজেকে রক্ষা করতে পারবে না, কারণ যিনি তোমাদের খোদা, তিনি মানব হৃদয়ের অন্ত:স্থল পর্যন্ত দেখে থাকনে। তোমরা কি তাঁকে প্রতারণা করতে পার? সুতরাং তোমরা পরিষ্কার, সরল, পবিত্র এবং নির্মল হয়ে যাও। যদি তোমাদের মধ্যে অহংকারের লেশ মাত্রও অবশিষ্ট থাকে, তবে তা তোমাদের হৃদয়ের সমস্ত জ্যোতিকে নষ্ট করে দিবে। যদি তোমাদের হৃদয়ের কোন অংশে অহঙ্কার, কপটতা, আত্মশ্লাঘা বা আলস্য বর্তমান থাকে, তবে তোমরা আদৌ তাঁর গ্রহণযোগ্য হবে না।

দেখ, তোমরা মাত্র কয়েকটি কথা শিখে যেন আত্মপ্রতারণা না কর যে, তোমরা তোমাদের কর্তব্য সাধন করেছ। আল্লাহ্ তা'লা চাহেন যেন তোমাদের জীবনে আমূল পরিবর্তন আসে। তিনি তোমাদের নিকট হতে এক মৃত্যু চাহেন। এরপর তিনি তোমাদেরকে এক নতুন জীবন দান করবেন। যত শীঘ্র সম্ভব তোমাদের পরস্পরের বিবাদ মীমাংসা করে ফেল এবং নিজ ভ্রাতাকে ক্ষমা কর। কারণ, যে ব্যক্তি আপন ভ্রাতার সাথে বিবাদ মীমাংসা করতে প্রস্তুত নয়, সে নিশ্চয় অসাধু। সে সমাজে বিভেদ সৃষ্টি করে, সুতরাং সে সম্বন্ধচ্যুত হয়ে যাবে। তোমরা নিজ নিজ রিপুর বশবর্তীতা সর্বতোভাবে পরিহার কর এবং পারস্পরিক মনোমালিন্য পরিত্যাগ কর এবং সত্যবাদী হয়েও মিথ্যাবাদীর ন্যায় বিনয়াবনত হও, যেন তোমরা ক্ষমার অধিকারী হতে পার। তোমরা রিপূর স্থূলতা বর্জন কর। কারণ, যে দ্বার দিয়ে তোমাদেরকে আহ্বান করা হয়েছে, সে দ্বার দিয়ে কোন স্থূলরিপু ব্যক্তি প্রবেশ করতে পারবে না।

কত হতভাগ্য সে ব্যক্তি, যে আল্লাহ্‌র মুখনি:সৃত বাণী যা আমার দ্বারা প্রচারিত হয়েছে, মানতে প্রস্তুত নয়! তোমরা যদি ইচ্ছা কর যে, আকাশে আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন, তবে তোমরা পরস্পর সহোদর ভাইয়ের মত হয়ে যাও। তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি, যে হঠকারিতা করে এবং নিজের ভ্রাতার অপরাধ ক্ষমা করতে প্রস্তুত নয়, তেমন ব্যক্তির সাথে আমার কোন সংস্রব নেই। খোদা তা'লার অভিশাপ হতে সর্বদা অত্যন্ত ভীত ও সন্ত্রস্ত থেকো। কারণ তিনি অতি পবিত্র এবং আত্মমর্যাদাভিমানী। পাপাচারী কখনও খোদার নৈকট্য লাভ করতে পারে না। অহংকারী কখনও খোদার নৈকট্য লাভ করতে পারে না। যারা কুকুর, পিপীলিকা বা শকুনের মত সংসারাসক্ত এবং সংসার-সম্ভোগে নিমগ্ন তারা কখনও তাঁর নৈকট্য লাভ করতে পারে না। প্রত্যেক অপবিত্র চক্ষু তা থেকে দূরে।

প্রত্যেক পাপাসক্ত মন তাঁর সম্বন্ধে অজ্ঞ। যে ব্যক্তি তাঁর জন্য অগ্নিতে নিপতিত, তাকে অগ্নি হতে মুক্তি দেয়া হবে। যে ব্যক্তি তাঁর জন্য কাঁদে, সে অবশ্যই হাসিবে। যে ব্যক্তি তাঁর উদ্দেশ্যে সংসারের মায়া মোহকে বর্জন করে, সে নিশ্চয় তাঁকে লাভ করবে। তোমরা আন্তরিকতাপূর্ণ সরলতা এবং উৎসাহের সাথে তাঁর বন্ধুত্ব লাভ করতে অগ্রসর হও, তাহলে তিনিও তোমাদের বন্ধু হবেন। তোমরা নিজ অধীন ব্যক্তিদের প্রতি, তোমাদের স্ত্রী-পরিজন এবং গরীব ভাইদের প্রতি দয়া কর যেন আকাশে তিনিও তোমাদের উপর দয়া করেন। তোমরা যথার্থই তাঁর হয়ে যাও যেন তিনিও তোমাদের হয়ে যান। জগৎ বহু বিপদের স্থান। অতএব, তোমরা একনিষ্ঠতার সাথে আল্লাহ্‌র দিকে ধাবমান হও যেন তিনি এই বিপদরাশি হতে তোমাদেরকে দূরে রাখেন। জগতে কোন বিপদ দেখা দেয় না, যে পর্যন্ত আকাশে তদ্বিষয়ে সিদ্ধান্ত না হয় এবং কোন বিপদ জগৎ হতে দূর হয় না, যে পর্যন্ত আকাশ হতে তাঁর দয়া বর্ষণ না হয়। সুতরাং তোমাদের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় এটাই যে, তোমরা শাখাকে অবলম্বন না করে মূলকে ধর। তোমাদের জন্য ঔষধ এবং উপকরণের ব্যবহার নিষিদ্ধ নয়। কিন্তু এদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ। কারণ পরিশেষে অবশ্য তা-ই ঘটবে, যা তিনি ইচ্ছা করেন। যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রতি নির্ভরের শক্তি রাখে তবে তদ্রুপ নির্ভরতার স্থান সর্বোচ্চ, সন্দেহ নেই।

(কিশ্‌তিয়ে নূহ্ পুস্তকের ২৩-২৫ পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধৃত)

'বারাহীনে আহমদীয়া'

৪র্থ খণ্ড

হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত-এর পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী

(৩য় কিস্তি)

অতএব ন্যায়তঃ এটি কী করে সম্ভব ছিল যে কেবল একটা ভাষাকে ভালবেসে 'কোন জিনিস অস্থানে অপাত্রে না রাখা'-র নীতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবেন না আর বিভিন্ন প্রকৃতির জন্য সাধারণ উপযোগীতার দাবিকে অবজ্ঞা করবেন? ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির লোকদের একই ভাষার সংকীর্ণ খাঁচায় বন্দি করে দেবেন, এটি কী যুক্তিযুক্ত? এছাড়া বিভিন্ন ধরণের ভাষা সৃষ্টিতে খোদা তা'লার শক্তির সমধিক শক্তিপ্রকাশ প্রমাণিত হয় আর বিভিন্ন ভাষায় বিনয়ী বান্দাদের 'তাঁর প্রশংসাগীতি করা' দাসত্বের (অবুদীয়ত) বাজারের একটি সৌন্দর্য বৈ-কী !

চতুর্থ মুখবন্ধঃ খোদা তা'লার সকল সৃষ্টির উপর দৃষ্টিপাতে এ নীতি প্রমাণিত হয় যে, যেসকল বিস্ময়কর ও বিরল দিকগুলো তিনি তাঁর সৃষ্টিতে অন্তর্নিহিত রেখেছেন তা দু'প্রকারের; একটি প্রকার হলো সাধারণ বোধগম্য, যেমন সবাই জানে যে মানুষের দুই চোখ, দুই কান ও এক নাক এবং দুই পা ইত্যাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ রয়েছে। এ হলো সে সকল প্রকাশ্য বিষয় যা বাহ্যিক দৃষ্টিতেও বোঝা যায়।

দ্বিতীয় প্রকার হলো সে সকল বিষয় যাতে দৃষ্টির সূক্ষ্মতা প্রয়োজন। যেমন চোখের সেই গঠন যার মাধ্যমে উভয় চোখ এক বস্তুর ন্যায় ঐকমত্যের ভিত্তিতে কাজ করে এবং ছোট-বড় সকল বস্তু দেখতে সক্ষম বা কানের সেই গঠন যার মাধ্যমে তা বিভিন্ন শব্দ পৃথক পৃথকভাবে শুনতে পায়। এসব, সে সকল বিষয় যা ভাসাভাসা দৃষ্টিতে আবিস্কৃত হতে পারে না বরং যারা মানবদেহ ও চিকিৎসা শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞ দীর্ঘদিন চিন্তা ভাবনা ও প্রণিধান করে তারা সেই সকল সত্য উদঘাটন করেছে আর এখনও শত শত সূক্ষ্মতত্ত্ব ও সত্য তথ্য মানুষের জৈব গঠনে এমনও প্রচ্ছন্ন আছে যা আজ/ কোন বিদগ্ধ ব্যক্তির চিন্তাধারা আয়ত্ত করতে পারে নি।

আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এই সকল সূক্ষ্মতত্ত্ব ও সত্য-তথ্যের মহান উদ্দেশ্য হলো মানুষের সেই প্রজ্ঞাবান সত্ত্বার পূর্ণ শক্তির কথা স্বীকার করা যিনি তার (মানুষের) জন্যে এমন সব বিস্ময়কর কাজ করেছেন। কিন্তু কোন নির্বোধ, এখানে এই আপত্তি করতে পারে যে, খোদা তা'লা সে কাজকে কেন এত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বানিয়েছেন যার উদ্দেশ্য হলো খোদাকে চেনা আর যা বোঝার জন্য দীর্ঘকাল পর্যন্ত চিন্তা ও প্রণিধান শক্তি কাজে রত, কিন্তু তা সত্ত্বেও সকল প্রজ্ঞাপূর্ণ তত্ত্ব পূর্ণভাবে হস্তগত হয়ে যাবে তার আশা নেই।

আর এই সমস্যার কারণেই যেন আজ পর্যন্ত সমুদ্রের একটি বিন্দুও অর্জন হওয়া

সম্ভব হয়নি অথচ তার সকল বিস্ময়কর ও বিরল বিষয়াদী স্পষ্ট হওয়া উচিত ছিল যেন সে উদ্দেশ্যে সিদ্ধি লাভ হয়, যে উদ্দেশ্যে নিরঙ্কুশ প্রজ্ঞা মানবদেহে তা সৃষ্টি করেছিলেন।

সুতরাং এ সন্দেহ এবং এ ধরণের অন্যান্য সন্দেহ, যা খোদার সৃষ্টির বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্যাবলী আর সূক্ষ্ম ও সুপ্ত বিশেষত্ব সম্পর্কে হৃদয়ে সংশয় ও সন্দেহের জন্ম দিতে পারে, এর উত্তর হলো নিঃসন্দেহে খোদার স্বীয় সকল শিল্পে বা প্রত্যেক সৃজনে যা তাঁর পক্ষ থেকে উৎসারিত, সূক্ষ্ম বিস্ময়কর প্রকৃতির নিয়ম এটিই যে, তিনি বাহ্যিক বা দৃশ্যমান বিষয়াবলী পর্যন্তই কথা সীমিত রাখেন নি বরং তিনি (যা তাঁর কুদরত বা শক্তির গুণে প্রকাশিত, তাতে) সূক্ষ্ম বিস্ময়াবলীও (যা অত্যন্ত গভীর) প্রচ্ছন্ন রেখেছেন, কিন্তু খোদার এই কাজকে বৃথা ও অর্থহীন মনে করা পুরো অজ্ঞতা।

স্মরণ রাখা উচিত যে, খোদা মানুষকে অন্যান্য পশুর ন্যায় তথা পশুর প্রকৃতিতে সৃষ্টি করেন নি যে, তার জ্ঞান কয়েকটি জানা ও দেখা কথার মাঝে সীমাবদ্ধ বা সীমিত থাকবে বরং তিনি তাকে চিন্তা চেতনায় অনন্ত উন্নতির সামর্থ দান করেছেন। একারণেই বিবেকের ন্যায় অমানিশা বিমোচনকারী মহামূল্যবান প্রদীপ তাকে দিয়েছেন যা অন্যান্য প্রাণীকে দেয়া হয় নি।

এটি জানা কথা যে, যদি এ সকল ঐশী বিরল-বিস্ময়কর বিষয়াদী একেবারে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট ও উজ্জল হতো আর যা নিয়ে কোন প্রকার চিন্তাভাবনার প্রয়োজন না পড়তো তাহলে মানুষ, যার শ্রেষ্ঠত্ব নির্ভর করে তার দৃষ্টি ও প্রণিধান শক্তিকে পরিপূর্ণতা দেয়ার ওপর-সে (তবে) কী নিয়ে ভাবতো আর চিন্তা করতো? আর চিন্তা ও প্রণিধান যদি না করতো তাহলে তার জন্য শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করা কীকরে সম্ভব হতো? অতএব পুরো মানবতা যেহেতু নির্ভর করে মানুষের বিবেক বুদ্ধি বা চিন্তা-প্রণিধান শক্তিকে কাজে লাগানোর ওপর, তাই সেই নিরঙ্কুশ প্রজ্ঞা অধিকাংশ সূক্ষ্ম রহস্যাবলী ও সত্য-তথ্যকে এমন ভাবে গোপন রেখেছেন যে, যতদিন মানুষ তার খোদা-প্রদত্ত শক্তি-সামর্থকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ব্যবহার না করবে, সে সকল সূক্ষবিষয়াদী প্রকাশ **পাবে** না। উন্নতির পথ অবারিত থাকবে– এর পেছনে নিরঙ্কুশ-প্রজ্ঞা, খোদা তা'লার এটিই উদ্দেশ্য। আর যেই মোক্ষ লাভের জন্য মানুষ সৃষ্টি করা হয়েছে সে যেন সেই মোক্ষ লাভে সক্ষম হয়।

এ কথায় কেবল জানা ও পরিচিত সৃষ্টির সীমাতেই সব কাজ সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না, বরং এতে যত খোদাই করা হবে বা অনুসন্ধান চালাবে তত সূক্ষাতিসূক্ষ্ম দিক সামনে আসবে। সুতরাং খোদার পক্ষ থেকে উৎসারিত সকল বস্তু সম্পর্কে যেখানে এই সাধারণ নিয়ম প্রমাণিত অর্থাৎ সেগুলো সূক্ষ্ম রহস্যাবলী ও সুগভীর তত্ত্বকথায় পরিপূর্ণ, সেখানে প্রকৃতির সেই নিয়ম অনুসরণে সকল বিবেকবানের একথাও মানতে হলো যে খোদার বাণীও সূক্ষ্ম নিগূঢ় তত্ত্ব থেকে খালি হওয়া উচিত নয় বরং তাতে সবচেয়ে বেশী সূক্ষ্মতা অন্তর্নিহিত থাকা আবশ্যক। কেননা, তা খোদার উক্তি আর প্রজ্ঞার মূর্ত প্রতীক, খোদার আদিজ্ঞানের ভাণ্ডার, যাকে খোদা তা'লা এ কথার মাধ্যম বানিয়েছেন যে প্রকৃতির সকল নিয়মাবলী যা নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে বিরাজমান, এ সবের সংশোধনের জন্য এতে উপকরণ থাকা আবশ্যক।

সুতরাং যদি তিনি দুর্বল হন তাহলে এত বড় কাজ কিভাবে তার মাধ্যমে সমাধা হতে পারে? তিনি মানুষকে যদি সকল ভুলভ্রান্তি হতে পবিত্র করতে না পারতেন তাহলে কেবল গুটিকতক ভ্রান্তি হতে মুক্ত করা সত্যিকার অর্থে গন্তব্যে পৌঁছানোর পূর্বে মাঝ পথেই অসহায়ভাবে পরিত্যাগ করার নামান্তর। এক কথায় (সকল বস্তু যা তাঁর পক্ষ হতে উৎসারিত হয়েছে সেক্ষেত্রে) খোদার প্রকৃতির নিয়ম যেখানে এটিই প্রমাণিত হলো যে এ সবকিছুতে খোদা তা'লা অবশ্যই সুগভীর সূক্ষ্মতা অন্তর্নিহিত রেখেছেন, কেবল মোটা মোটা কথা বলে বিষয়ের ইতি টানেন নি।

সুতরাং এই গবেষণার মাধ্যমে সেসব লোকের মিথ্যাচার প্রকাশ পেয়ে গেছে, যাদের দাবি হলো খোদার বাণীতে কেবল এমন কিছু শিক্ষা বা আদেশ নিষেধ থাকা প্রয়োজন যা দ্রুত-বোধগম্য হয়। সূক্ষ্ম কথা-বার্তা ***G‡Z*** অনাহুত-অনাকঙ্খিত, আর তা নেইও। তারা নিজেদের এই সন্দেহকে এখানে দৃঢ় করার জন্য একটি যুক্তি গড়ে রেখেছে, আর তাহলো-ঐশী গ্রন্থাবলী স্বল্পজ্ঞান, স্বল্পবুদ্ধি সম্পন্ন বা নিরক্ষর ও মরুবাসীদের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং,এসব গ্রন্থের শিক্ষা সে সকল লোকদের বোধ-বুদ্ধি অনুসারেই নাযেল হওয়া উচিত। কেননা, নিরক্ষর ও অশিক্ষিত মানুষ সূক্ষ্ম কথা থেকে উপকৃত হতে পারে না আর এ সম্পর্কে তাদের অবহিত হওয়াও সম্ভব নয়। কিন্তু স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, এই সন্দেহ তাদের হৃদয়ে কেবল অদূরদর্শীতার কারণে দানা বেঁধেছে।

এই সেকেলে ও নিরর্থক ধারণা হতে চরম নির্বুদ্ধিতা ও অজ্ঞতার দুর্গন্ধ বের হয়। হায়! তারা যদি জানার উদ্দেশ্যে ঐশী বাণীকে মনোযোগ সহকারে দেখতো যে, খোদার এমন পবিত্র ও উৎকর্ষ বাণী সম্পর্কে এমন ধারণা করা আসলে চাঁদে থুতু ছুঁড়ার নামান্তর। এখনও যদি এমন মানুষ এ গ্রন্থ সচেতনতার সাথে যদি পাঠ করে আর খোদার বাণীর অগণিত সেই সব গভীর সূক্ষ্ম তত্ত্ব, আরও সূক্ষ্ম তথ্য যা আমরা এ গ্রন্থে যথাস্থানে পুরো স্পষ্টতার সাথে লিপিবদ্ধ করেছি, ভেবে-চিন্তে জাগ্রত মন-মানসিকতার সাথে লক্ষ্য করে, তাহলে রুগ্ন ধ্যান-ধারণা এমনভাবে দূরীভূত হয়ে যাবে যেভাবে সূর্য উদিত হলে অন্ধকার দূর হয়ে যায়। এটি জানা কথা যে, অনুভূত ও দেখা বিষয়ের

মোকাবিলায়, অনুমানের কোন ঠাঁই নেই।

নিরবচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতার ফলে একটি জিনিসের কোন বৈশিষ্ট্য যেখানে উদ্‌ঘাটিত হয়ে গেছে সেখানে কেবল অনুমানকে প্রমাণ বানিয়ে, সেই বাস্তব বিষয়কে অস্বীকার করা যা প্রমাণিত, একটি পাগলামী ও উম্মাদনা বৈ-কী ! যদি এরা খোদা প্রদত্ত বুদ্ধিকে একটু কাজে লাগায় তাহলে জানতে পারবে যে, স্বয়ং সেই ধারনাই ত্রুটিপূর্ণ।

আর এটি অবিকল সে ধরনের একটি ধারণা যেভাবে কেউ উদ্ভিদের সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্যাবলীকে অস্বীকার করে বলে যে, খোদা যদি পরিকল্পিতভাবে সৃষ্টির কল্যাণের জন্য এই কাজ করে থাকেন অর্থাৎ উদ্ভিদ ও জড় সৃষ্টির মাঝে বিভিন্ন প্রকার বৈশিষ্ট্য রেখে থাকেন তাহলে প্রশ্ন হল, এসকল গুণাবলীকে এত গভীরে লুকিয়ে রেখেছেন কেন (?), যা অজানা থাকার কারণে দীর্ঘকাল পর্যন্ত মানুষ চিকিৎসা ছাড়াই মৃত্যুর শিকার হয়ে আসছে আর আজ পর্যন্ত সমূহ অজানা গুণাবলী আয়ত্ত করা সম্ভব হয় নি?

কিন্তু জানা কথা যে, খোদার সাধারণ নিয়ম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর (আকাশ ও পৃথিবীতে **যা** একই ভাবে বিদ্যমান) এমন সন্দেহে লিপ্ত হওয়া সেসব লোকের কাজ যারা প্রকৃতির নিয়ম সম্পর্কে আদৌ চিন্তা করে না, আর খোদার গুণাবলী ও রীতিনীতি **আর** নিয়মকানুন (যেভাবে তা প্রকৃতিতে বিরাজমান) ভালভাবে আবিষ্কারের পূর্বেই তাঁর সত্তা ও তাঁর গুণাবলীর চেহারা ও প্রকৃতি সম্পর্কে লিখতে বসে যায়। অথচ মানুষ উম্মিলিত নয়নে চতুর্দিকে সামান্য দৃষ্টিপাতও করে তাহলে দেখবে যে, খোদার রীতিনীত বা নিয়মকানুন কোন একটি বা দুটি বিষয়ে সীমাবদ্ধ নয় আর সেভাবে গোপনও নয় যা বোঝা কঠিন হতে পারে, বরং এ বিষয়টি দিবা লোকের মত স্পষ্ট। অর্থাৎ সূক্ষ-বৈশিষ্ট্যাবলী ও সুমহান শিল্প বা সৃষ্টির কথা না হয় বাদই দিলাম, সামান্য একটি মাছিও (যা কিনা তুচ্ছ, ঘৃণ্য ও অপছন্দনীয় প্রাণী), প্রকৃতির এই নিয়মের বাইরে নয়। তাহলে নাউযুবিল্লাহ এই ধারণা করা যেতে পারে কি যে, খোদার বাণী যা তাঁর সত্তার ন্যায় পবিত্র ও উৎকৃষ্ট বৈশিষ্ট্যে সুষমামণ্ডিত হওয়া উচিত তা এতটা তুচ্ছ ও হীন যে সুপ্ত সূক্ষতার ক্ষেত্রে এক মাছির সমপর্যায়েও তা পৌঁছবে না। এখানে একথাও স্পষ্ট হওয়া উচিত যে ধর্মীয় প্রয়োজনের কোন কিছুই খোদা গোপন রাখেন নি। আর সুগভীর সূক্ষ্ম রহস্যাবলী এমন,যা মোদ্দা বিশ্বাসের উর্ধ্বের বিষয় বা উর্ধ্বলোকের সাথে সম্পর্কযুক্ত বিষয় যা সেসকল আত্মার জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে যাদের মাঝে সুমহান শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের যোগ্যতা ও সামর্থ রয়েছে। যারা প্রত্যেক মোটা মাথা ও অর্বাচীনের ন্যায় এসকল বিষয়ের ওপর নির্ভর করতে চায় না, তারা এসব সূক্ষ্ম বিষয়াদীর মাধ্যমে প্রজ্ঞা ও তত্ত্বজ্ঞানে উন্নতি করে আর অভিজ্ঞতা ভিত্তিক জ্ঞান লাভ করে সেই মহান উচ্চতায় পৌঁছে যায়, যা মানবীয় শক্তি ও সামর্থের নিরিখে সবচেয়ে উচুঁ মর্যাদা। আর এটি জানা কথা যে জ্ঞানগত রহস্যাবলী পুরোটাই যদি প্রকাশিত বিষয় হতো তাহলে বুদ্ধিমান ও নির্বোধের মাঝে পার্থক্য কী?

এভাবে পুরো জ্ঞানই ধ্বংস হয়ে যেতো আর যোগ্যতা ও সামর্থকে চেনা ও বোঝার জন্য যে উন্নত মান ও মাপকাঠি রয়েছে যার মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টি ও প্রণিধানশক্তি বৃদ্ধি পায় আর মানুষের ব্যক্তিত্ব পরিপূর্ণতা লাভ করে, তা হারিয়ে যেতো।

আর সেই রীতিই যদি হারিয়ে যেতো, **তাহলে** মানুষ আর কোন্ বিষয়ে ভাবতো আর চিন্তা করতো? আর চিন্তা ও প্রণিধান যদি সে না করতো তাহলে জানা ও দেখা একটি গণ্ডিতে সেও অন্যান্য প্রাণীতুল্য গণ্য হতো আর অনন্ত উন্নতির যোগ্যতা রাখত না। সুতরাং এমন পরিস্থিতিতে যেই সৌভাগ্যের জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছিল সেই সৌভাগ্য হতে সে বঞ্চিত থেকে যেতো।

সুতরাং খোদা, যিনি মানুষকে চিন্তা ও প্রণিধানের শক্তি দান করেছেন এবং তাকে একটি শ্রেষ্ঠত্ব লাভের সামর্থ দিয়েছেন তাঁর সম্পর্কে কি করে এই কুধারণা করা যেতে পারে যে, তিনি স্বীয় গ্রন্থ অবতীর্ণ করে মানুষকে কোন শ্রেষ্ঠ মার্গে পৌঁছাতে চান না বরং শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের পথে বাঁধা সৃষ্টি করেন! এটি কি সত্য নয় যে খোদা স্বীয় বাণী নাযেল করেছেন মানুষকে অন্ধকার হতে আলোর দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য?

অতএব যদি খোদার গ্রন্থ অন্ধকার বিদূরীত করতে না পারে বরং এরিস্টোটল ও প্লেটোর রচনাবলী পারে,'তাহলে সকল অন্ধকার হতে আমার গ্রন্থ মুক্তি দিয়ে থাকে' মর্মে খোদার কথা কি কেবল বুলিসর্বস্বই প্রমাণিত হলো? একটি কথার সত্যতা অভিজ্ঞতা ও অনুমানের মাধ্যমে পুরো স্পষ্ট হয়ে গেলে এর সামনে কে দাঁড়াতে পারে?

যে সকল নাজুক ও উন্নতমানের সত্য কুরআন শরীফ হতে বের করে আমরা এ পুস্তকে লিপিবদ্ধ করেছি, তা যাচাই করে দেখা আমাদের এই বিবৃতির সপক্ষে সরব সাক্ষী ও চূড়ান্ত প্রমাণ। আর পুরো অন্ধ যদি না হয় তাহলে এসকল কুরআনী সূক্ষ্ম সত্য-তত্ত্ব সম্পর্কে অবহিত হয়ে সবাইকে একথা মানতে হবে যে শত শত সত্য তত্ত্ব যা সম্পর্কে এরিস্টোটল ও প্লেটো স্বপ্নেও ভাবতে পারতো না সেসবকে কুরআন পরিবেষ্টন করে আছে।

সুতরাং এর ফলাফল কি এটি বের হয় না যে খোদা তা'লার বাণী সকল ধর্মীয় সূক্ষ্ম বিষয়াদীর সমাহার? আমি একথা আবার/ লিখছি যে, খোদা এই রীতি অবলম্বনের ক্ষেত্রে মানুষকে কোন সমস্যায় ফেলেন নি বরং প্রধানত: তাকে দৃষ্টিশক্তি দান করেছেন আর এরপর প্রণিধানের উপকরণ সৃষ্টি করেছেন। এসবই হলো ঐশী দান, যার ফলে মানুষের ভাগ্য প্রসন্ন হয় আর

মানুষ ও পশুর মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি হয়। **পশুকে** খোদা তা'লা চিন্তা শক্তি দান করেন নি, আর তারা কোন কিছু চিন্তাও করে নি।

এছাড়া লক্ষ্য করে দেখো, তারা কি সেভাবেই রয়ে যায়নি? আর এই সন্দেহ ঠিক নয় যে খোদা স্বীয় গ্রন্থ নিরক্ষর ও জংলীদের জন্য পাঠিয়েছেন! (আর তা তাদের বোধ-বুদ্ধি অনুসারে হওয়া উচিত)। প্রধানতঃ এতে এ মিথ্যা অন্তর্নিহিত রয়েছে যে সে বাণী নিছক নিরক্ষরদের শিক্ষার জন্য অবতীর্ণ হয়েছে!

খোদা নিজেই বলেছেন সারা বিশ্ব ও বিভিন্ন প্রকৃতির সংশোধনের জন্য এই গ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছে। যেভাবে নিরক্ষররা এ গ্রন্থে সম্বোধিত, অনুরূপভাবে খ্রিষ্টান, ইহুদী, তারকাপূজারী, সাবী ধর্মহীন ও নাস্তিক ইত্যাদি সকল ফের্কা সম্বোধিত, সবার কলুষিত চিন্তাধারার খন্ডন এতে রয়েছে আর তা সকলকে শোনানো হয়েছে।

সুতরাং, যেখানে প্রমাণিত বিষয় যে কুরআন শরীফকে সারা বিশ্বের সকল প্রকৃতির মানুষের সাথে বোঝাপড়া করতে হয়েছে, সেখানে নিজেই চিন্তা কর যে এমন ক্ষেত্রে সকল প্রকৃতির (মানুষের) সামনে স্বীয় মাহাত্ম ও সত্যতা প্রকাশ করা ও সন্দেহ দূরীভূত করা আবশ্যক ছিল কি ছিল না? এছাড়া যদিও এ গ্রন্থ ও বাণীতে নিরক্ষররাও সম্বোধিত কিন্তু এর অর্থ এটি নয় যে খোদা নিরক্ষরদের নিরক্ষরই রাখা পছন্দ করতেন বরং তিনি চাইতেন যে মানবতা ও বিবেকের যে সকল শক্তি তাদের প্রকৃতিতে রয়েছে, তা যেন অন্তর্নিহিত শক্তি থেকে প্রকাশিত বৈশিষ্ট্য হিসেবে সামনে এসে যায়। নির্বোধকে যদি চিরনির্বোধই রাখতে হয় তাহলে শিক্ষার লাভ কী হলো?

জ্ঞান ও প্রজ্ঞার প্রতি খোদা নিজেই অনুপ্রাণিত করেছেন। দেখ! আয়াত... (সূরাতুল বাকারা: ২৭০)–এ জ্ঞান ও প্রজ্ঞার উপর কেমন জোর দেয়া হয়েছে। এর অর্থ হলো খোদা যাকে চান প্রজ্ঞা দান করেন।

আর যাকে প্রজ্ঞা দেয়া হয়েছে তাকে প্রভূত ধনভাণ্ডার দেয়া হয়েছে। পুনরায় বলেন আয়াত... (সূরাতুল বাকারা: ১৫২) অর্থাৎ– মহানবী (সা.)-কে কিতাব ও প্রজ্ঞা এবং সেসব সত্য ও তত্ত্বজ্ঞান শেখানো হয়েছে যা নিজ শক্তিবলে অবগত হওয়া তোমাদের জন্য সম্ভব ছিল না। আবার বলেন আয়াত... (সূরা ফাতেরঃ২৯) অর্থাৎ খোদাকে তারাই ভয় করে যারা জ্ঞানী। পুনরায় বলেন আয়াত... (সূরা ত্বাহা: ১১৫) দোয়া কর যে,'হে খোদা আমাকে জ্ঞানের সোপানে ক্রমোন্নতি প্রদান কর'। পুনরায় বলেন আয়াত... (বনী ইসরাইল: ৭৩) অর্থাৎ– যে ব্যক্তি এ পৃথিবীতে অন্ধ আর খোদা সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করে নি , সেই জগতেও সে অন্ধই থাকবে বরং অন্ধদের চেয়েও নিকৃষ্ট হবে।

এরপর এই দোয়া শিখান আয়াত... (সূরা ফাতেহা: ৬–৭) অর্থাৎ– হে স্রষ্টা আমার সামনে সেই 'সিরাতে মুস্তাকীম' বা সরল পথ প্রকাশ কর যা তুমি সেসকল উৎকর্ষ সাধনকারী লোকদের সামনে প্রকাশ করেছ যাদের প্রতি তোমার কৃপা ও দয়া ছিল। উৎকর্ষসাধনকারী লোকদের সোজা পথ হলো তারা অন্ধদের মত নয় বরং অন্তর্দৃষ্টির ভিত্তিতে সত্য উদঘাটন করেন। সুতরাং এই দোয়ার সারকথা এটিই প্রমাণিত হলো যে,'হে খোদা! সেই সকল সত্য জ্ঞান ও সঠিক তত্ত্ব, সুগভীর রহস্যাবলী ও সূক্ষ্ম সত্য যা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ লোকদের বিভিন্নভাবে বিভিন্ন সময় তুমি দিয়ে এসেছো এখন তার সবকটির সমাবেশ আমাদের মাঝে ঘটাও। সুতরাং দেখুন এই দোয়ায়ও খোদার কাছে জ্ঞান ও প্রজ্ঞাই চেয়েছেন আর যাচনা করেছেন সে জ্ঞান, যা সারা বিশ্বে বিভিন্ন পর্যায়ের ছিল।

সার কথা হলো, খোদা তা'লা মুক্তির নীতিগুলো যদিও অতি স্পষ্ট ও সহজভাবে স্বীয় গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যা অবগত হওয়া ও জানার পথে কোন প্রকার সমস্যা নেই ও কোন অস্পষ্টতা/ নেই আর সকল শিক্ষিত ও অশিক্ষিত তাতে সমান; কিন্তু প্রজ্ঞার সেই মূর্ত প্রতীক ঐশী জ্ঞানের সূক্ষ্মতা ও মহান রহস্যের ক্ষেত্রে চেয়েছেন যে, মানুষ যেন পরিশ্রম করে তা উদঘাটন করে, যেন সেই পরিশ্রম তার আপন সত্তার উৎকর্ষতা লাভের কারণ হতে পারে।

কেননা, সকল মানবীয় শক্তি-বৃত্তির স্থায়ীত্ব ও স্থিতি পরিশ্রম ও অনুশীলনের ওপর নির্ভর করে। যদি মানুষ সদা চোখ বন্ধ রাখে, কখনও তদ্বারা দেখার কাজ না নেয় তাহলে (যেমনটি চিকিৎসা শাস্ত্রের অভিজ্ঞতা হতে প্রমাণিত) কিছু দিনপর অন্ধই হয়ে যাবে , কান বন্ধ রাখলে বধির হয়ে যাবে আর যদি হাত পা নড়াচড়া না করে তাহলে চুড়ান্ত ফলাফলস্বরূপ সেগুলোতে আর কোন অনুভূতি এবং নড়াচড়ার শক্তি, কিছুই আর অবশিষ্ট থাকবে না।

অনুরূপভাবে, স্মৃতিশক্তি কাজে না লাগালে স্মরণশক্তিতে ত্রুটি দেখা দেবে। আর চিন্তাশক্তিকে অকেজো ছেড়ে দিয়ে রাখলে তা-ও কমতে কমতে বিলুপ্তপ্রায় হয়ে যাবে। সুতরাং এটি তার কৃপা ও বদান্যতা যে তিনি বান্দাদের সেপথে পরিচালিত করতে চেয়েছেন যার ওপর তাদের দৃষ্টিশক্তির পূর্ণতা নির্ভর করে। খোদা তা'লা যদি পরিশ্রম করা হতে সম্পূর্ণভাবে বাইরে রাখতে চাইতেন, স্বীয় শেষগ্রন্থ সমগ্র মানবকুলের জন্য (যারা বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে) একই ভাষায় অবতীর্ণ করা যুক্তিযুক্ত ছিল না, যে ভাষা সম্পর্কে তারা অনবহিত। কেননা ভিন্ন ভাষা সম্পর্কে অবগত হওয়া, অনুসন্ধান ও পরিশ্রম ছাড়া সম্ভব নয় হোক না কেন তা সামান্যই পরিশ্রম ।

(চলবে)

ভাষান্তর: **মওলানা ফিরোজ আলম**
মুরব্বী সিলসিলাহ্

জুমুআর খুতবা

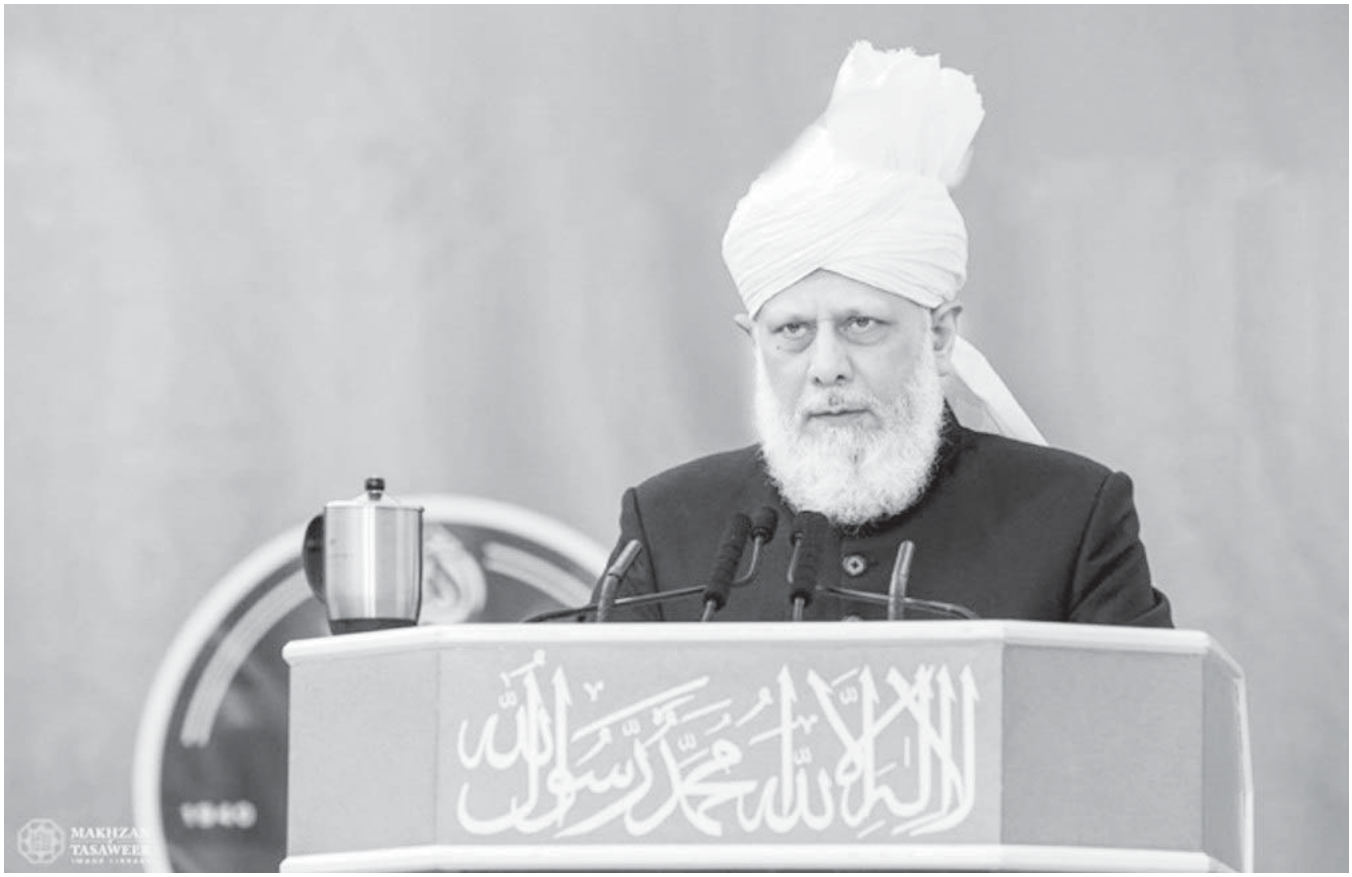

মহানবী (সা.)-এর আনুগত্যের সত্যিকার প্রকাশ

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২০ অক্টোবর ২০১৭'র জুমুআর খুতবা

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ. أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ.
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۞ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۞ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۞
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۞ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۞

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: গত জুমুআর খুতবায় আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একটি উদ্ধৃতি পড়ে শুনিয়েছিলাম, যাতে মুসলমানদের সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন যে, তাদের অবস্থা যদি এমনটি না হয়ে গিয়ে থাকত, অর্থাৎ তারা যদি ইসলামের সত্যিকার চেতনা ও শিক্ষা থেকে পুরোপুরি দূরে চলে না যেত তাহলে আমার আসার প্রয়োজন ছিল কী? এদের ঈমানী অবস্থা খুবই দুর্বল হয়ে গেছে আর এরা ইসলামের প্রকৃত অর্থ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ। এরপর তিনি একথাও বলেছেন (যার উল্লেখ পূর্বে করা হয় নি) যে, "এরা বুঝে না যে, আমাদের (অর্থাৎ সাধারণ মুসলমানদের) মাঝে এমন কোন বিষয় আছে যা ইসলাম বিরোধী? আমরা (অর্থাৎ সাধারণ মুসলমানরা) **লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্** বলি" অর্থাৎ মুসলমানরা সাধারণত মনে করে,

আজকে আমরা দেখি, সর্বাধিক নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি বিরাজ করছে মুসলমান দেশগুলোতে এবং মুসলমান দলগুলোর মাঝে। তারা পরস্পরের শিরোশ্ছেদে সক্রিয়। প্রত্যেকেই 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' পড়ে ঠিকই কিন্তু 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্' পাঠকারী (একই পাঠকারী) অন্যদেরকে হত্যা করে, তাদের অধিকার হরণ করে এবং কোন না কোনভাবে তাদের ক্ষতি করার চেষ্টা করে। এটিই কি পবিত্র কুরআনের শিক্ষা, যার ওপর এরা আমল করছে ? আর এটিই কি মহানবী (সা.)-এর সেই উত্তম আদর্শ, যার অনুসরণ এরা করছে ? আজকে আমরা দেখি,সর্বত্র বস্তুবাদিতার রাজত্ব আর ধর্মের নাম নিলেও তারা তা রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধি এবং নিজেদের অলীক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার জন্য বা তা টিকিয়ে রাখার উদ্দেশ্যেই নিয়ে থাকে।

আমরা **লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্** বলি, "আর নামাযও পড়ি, রোযার মাসে রোযাও রাখি এবং যাকাতও দেই।" তিনি (আ.) বলেন, **"কিন্তু আমি বলছি যে, তাদের সকল কর্ম সৎকর্মের আদলে নয় নতুবা এগুলো সৎকর্ম হলে এর পবিত্র ফলাফল কেন প্রকাশ পায় না? কোন কর্ম কেবল তখনই সৎকর্ম গণ্য হতে পারে যদি তা সকল প্রকার বিশৃঙ্খলা ও মিশ্রণ থেকে মুক্ত হয়। কিন্তু তাদের মাঝে এ বিষয়গুলো কোথায়?"** (মলফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৪৩, ১৯৮৫ সনে যুক্তরাজ্যে মুদ্রিত)

আজকে আমরা দেখি, সর্বাধিক নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি বিরাজ করছে মুসলমান দেশগুলোতে এবং মুসলমান দলগুলোর মাঝে। তারা পরস্পরের শিরোশ্ছেদে সক্রিয়। প্রত্যেকেই 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' পড়ে ঠিকই কিন্তু 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্' পাঠকারী (একই পাঠকারী) অন্যদেরকে হত্যা করে, তাদের অধিকার হরণ করে এবং কোন না কোনভাবে তাদের ক্ষতি করার চেষ্টা করে। এটিই কি পবিত্র কুরআনের শিক্ষা, যার ওপর এরা আমল করছে? আর এটিই কি মহানবী (সা.)-এর সেই উত্তম আদর্শ, যার অনুসরণ এরা করছে? আজকে আমরা দেখি,সর্বত্র বস্তুবাদিতার রাজত্ব আর ধর্মের নাম নিলেও তারা তা রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধি এবং নিজেদের অলীক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার জন্য বা তা টিকিয়ে রাখার উদ্দেশ্যেই নিয়ে থাকে।

মহানবী (সা.)-এর উত্তম আদর্শ সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রা.)-এর বিবৃতি স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে যে, **"কানা খুলুকুহুল কুরআন"** (মুসনদ আহমদ বিন হাম্বল) অর্থাৎ তাঁর জীবনাদর্শ এবং তাঁর আচরণবিধি সম্পর্কে যদি জানতে হয় তাহলে পবিত্র কুরআন পাঠ কর যা তাঁর পবিত্র জীবনাচারের বিশদ ব্যাখ্যা। আর এই আদর্শ তিনি (আ.) কেবল নারাবাজির জন্য নয় (অর্থাৎ শুধুই জয়ধ্বনি করতে নয়) বরং তাঁর মান্যকারী মু'মিনরা যেন এর অনুসরণ করে এজন্য প্রতিষ্ঠা করেছেন। আল্লাহ্ তা'লাও বলেছেন, আমার সাথে সত্যিকার সম্পর্ক কেবল **লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্**-র বুলি আওড়ালে প্রতিষ্ঠিত হবে না বরং আমার ভালোবাসা যদি পেতে হয় তাহলে আমার প্রেমাস্পদ রসূলের অনুসরণ কর, তাঁর আদর্শ অনুকরণ কর, তাহলে আমার প্রিয়ভাজন হবে। তোমরা সেই মর্যাদা লাভ করবে যা খোদার নৈকট্যে ধন্য করে। নতুবা তোমাদের নারাবাজি (জয়ধ্বনি) হবে অন্তঃসারশূন্য। অতএব আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٢﴾

(সূরা আলে ইমরান: ৩২) অর্থাৎ তুমি বলে দাও, তোমরা যদি আল্লাহ্‌কে ভালোবেসে থাক তাহলে আমার অনুসরণ কর তবেই আল্লাহ্ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, বার বার কৃপাকারী।

প্রশ্ন হলো! খোদা যাকে ভালোবাসেন তার অবস্থা কিএমন হতে পারে যা বর্তমান সময়ের মুসলমানদের অবস্থা? সাধারণ মুসলমানরা আলেম সমাজকে খোদার প্রিয়ভাজন মনে করে, তাঁর নৈকট্যপ্রাপ্ত জ্ঞান করে, অথচ তারাই পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি নৈরাজ্য সৃষ্টি করছে। খোদ পাকিস্তানেই কতিপয় বিশ্লেষক ও কলাম লেখক পত্রপত্রিকায় লিখতে আরম্ভ করেছে এবং অন্যান্য প্রচারমাধ্যমও বলা শুরু করেছে যে, মুসলমানদেরকে এই করুণ পরিণতির মুখে ঠেলে দিয়েছে আজকের নামসর্বস্ব এই আলেমরা। অতএব মুসলমান আলেমদের সার্বিক অবস্থা এখন এই দাবি করে যে, কুরআন ও সুন্নতের প্রকৃত অর্থ তুলে ধরার মত কেউ থাকা উচিত আর স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুসারে আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে পাঠিয়েছেন। কিন্তু আলেমরা নিজেরাও তাঁর কথা শুনতে চায় না আর জনসাধারণকেও শুনতে দেয় না।

বরং খোদার পক্ষ থেকে আগমনকারীর বিরুদ্ধে কুফরি ফতোয়া দিয়ে সামগ্রিকভাবে এক ভয়-ভীতি, ত্রাস, নৈরাজ্য ও ফ্যাসাদের পরিবেশ সৃষ্টি করে রেখেছে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে প্রতিনিয়তই এই অপবাদ আরোপ করা হয় যে, তিনি জাগতিক বাসনা চরিতার্থ করা ও আমিত্বের পিপাসা নিবারণের লক্ষ্যে জামা'ত গঠন করেছেন, নাউযুবিল্লাহ্।

যাহোক আমরা জানি যে, তিনি (আ.) মহানবী (সা.)-এর প্রতি নিবেদিতপ্রাণ সত্যিকার প্রেমিক ছিলেন। তাঁর শরীয়তের সংস্কার এবং প্রচারের পূর্ণতার লক্ষ্যেই আল্লাহ্ তা'লা তাকে পাঠিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে বিধৃত জ্ঞানগর্ভ বিষয়াদি এবং নিগূঢ় তত্ত্বের ব্যুৎপত্তি তাঁর মাধ্যমেই আমরা লাভ করেছি। সকল ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআনের শিক্ষার আলোকে তিনি আমাদের পথের দিশা দিয়েছেন। অতএব,

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ

–এই আয়াতটি তিনি বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ ও বিবিধ অর্থে উপস্থাপন করেছেন। এ বিষয়গুলোই খোদার নৈকট্যে ধন্য করে, তাঁর প্রিয়ভাজন করে এবং ফিতনা বা নৈরাজ্যের অবস্থা থেকে নিষ্কৃতি দানের মাধ্যম হতে পারে। স্বীয় অস্তিত্বের নিশ্চয়তা এবং নিজেদের দেশে শান্তি বজায় রাখার জন্য আর ইসলামের মহিমা ও মাহাত্ম্য প্রকাশের জন্য মুসলমানদের কাছে এছাড়া অন্য আর কোন উপায় নেই। শুভ ফলাফল সামনে আসবে যদি প্রকৃত অর্থে মহানবী (সা.)-কে অনুসরণ করা হয়। নতুবা 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্'র নারা উত্তোলন হবে অন্তঃসারশূন্য আর মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নারা উচ্চকিত করাও বৃথা।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যা কিছু লিখেছেন তা থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি আমি চয়ন করেছি।

একস্থানে তিনি (আ.) বলেন, "মুসলমানদের মাঝে অভ্যন্তরীণ বিভেদের কারণও হলো জগৎ প্রেম। কেননা খোদার সন্তুষ্টি যদি অগ্রগণ্য হতো তাহলে এটি সহজেই বুঝা যেত যে, অমুক ফিরকার নীতি বেশি স্বচ্ছ ও স্পষ্ট এবং তারা তা গ্রহণ করে ঐক্যবদ্ধ হতো। এখন জগৎ প্রেমের কারণেই যখন এই বিপত্তি দেখা দিচ্ছে, তখন এমন লোকদের কীভাবে মুসলমান বলা যেতে পারে, যারা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পদাঙ্কই অনুসরণ করছে না? আল্লাহ্ তা'লা তো বলেছিলেন,

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ

অর্থাৎ তুমি বল! তোমরা যদি খোদাকে ভালোবাসার দাবি কর তাহলে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ্ তা'লা তোমাদেরকে বন্ধুর মর্যাদা দিবেন। খোদাপ্রেম এবং মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সা.)-এর অনুসরণের পরিবর্তে জগৎ-প্রেমকেই এখন অগ্রগণ্য করে রাখা হয়েছে। এটিই কি মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-র অনুসরণ ও অনুকরণ? মহানবী (সা.) কি বস্তুবাদী ছিলেন? তিনি কি নাউযুবিল্লাহ্ সুদ খেতেন? আবশ্যিক দায়িত্বাবলী এবং খোদার নির্দেশাবলী পালনে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করতেন? তাঁর মাঝে কি নাউযুবিল্লাহ্ কপটতা ও তোষামোদের স্বভাব ছিল? তিনি কি জগতকে ধর্মের ওপর প্রাধান্য দিতেন? গভীরভাবে চিন্তা করে দেখ! অনুসরণের অর্থ হলো, মহানবী (সা.)-এর পদাঙ্ক অনুসরণ কর আর এরপর দেখ! খোদা কীভাবে কৃপাধন্য করেন।" (মলফুযাত, ৮ম খন্ড, পৃ: ৩৪৮-৩৪৯, ১৯৮৫ সনে যুক্তরাজ্য থেকে মুদ্রিত)

কিন্তু বর্তমানে মুসলমানদের ব্যবহারিক অবস্থার বিপরীতে খোদার যে ব্যবহারিক আচরণ রয়েছে তা এ কথার সাক্ষী যে, তাদের অবস্থা ক্রমশঃ শোচনীয় হচ্ছে। প্রতিটি দেশ যুদ্ধে লিপ্ত। বিজাতীয়দের কাছে গিয়ে আমাদের এক মুসলমান দেশ অন্য মুসলমান দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য ভিক্ষার হাত পাতে।

সম্প্রতি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ইরানের ওপর পুনরায় নিষেধাজ্ঞা আরোপের ঘোষণা দিয়েছে আর তা বাস্তবায়নের জন্য কার্যক্রম চলছে। অথচ সমগ্র ইউরোপ, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এবং অন্যান্য দেশ এর বিরোধী। আর এখানে যুক্তরাজ্যে একজন ইংরেজ কলাম লেখক লিখেছেন যে, সারা পৃথিবী আমেরিকার প্রেসিডেন্টের এই পদক্ষেপের বিরোধী কিন্তু শুধুমাত্র তিনটি দেশ এমন রয়েছে যারা বলে, আমেরিকা খুব ভালো কাজ করেছে। সেই দেশগুলোর একটি হলো আমেরিকা নিজে, দ্বিতীয়টি ইসরাইল আর তৃতীয়টি হলো সৌদি আরব। সৌদি আরব একটি অমুসলমান দেশকে মুসলমান দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অনুমতি দিচ্ছে বরং যুদ্ধে তাদের সঙ্গ দিচ্ছে। অতএব, এই হলো মুসলমানদের অবস্থা। আর এরই চিত্র অংকন করে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, তোমরা তো বহুধা বিভক্ত, কাজেই কীভাবে তোমরা খোদার কৃপাভাজন হতে পার?

এই বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে যে, মানুষ কীভাবে সত্যিকার পুণ্য বা নেকী করতে পারে আর কীভাবে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে এবং খোদার কৃপারাজিতে ভূষিত হতে পারে আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নিজে কীভাবে এসব নিয়ামতে ধন্য হয়েছেন? যার বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি করা হয় যে, নাউযুবিল্লাহ্ তিনি নাকি মহানবী (সা.)-এর শিক্ষাবিমুখ ছিলেন, তিনি নাকি ইসলামী শিক্ষা থেকেই বিচ্যুত ছিলেন, তিনি (আ.) বলেন, "আমি সত্য সত্যই বলছি (আর স্বীয় অভিজ্ঞতার আলোকে বলছি) যে, কোন ব্যক্তি প্রকৃত পুণ্যবান এবং খোদার সন্তুষ্টিভাজন বলে বিবেচিত হতে পারে না আর সেসব নিয়ামত, কল্যাণরাজি, তত্ত্বজ্ঞান, সত্য তত্ত্ব ও দিব্যদর্শনের অভিজ্ঞতায় ধন্য হতে পারে

না যা উচ্চমার্গের আত্মশুদ্ধির ফলে লাভ হয়” [অর্থাৎ উচ্চমার্গের আত্মশুদ্ধি লাভ হলে মানুষ এ পর্যায়ে পৌঁছে আর তখনই সে খোদার পক্ষ থেকে এসব পুরস্কার ও কল্যাণরাজি লাভ করে, দিব্যদর্শনের অভিজ্ঞতা লাভ করে আর খোদার সাথে তার বাক্যালাপ হয়। তিনি (আ.) বলেন,] “যতক্ষণ মহানবী (সা.)-এর আনুগত্যে সে আত্মবিলীন না হবে, এ মর্যাদা লাভ হয় না। আর এর প্রমাণ স্বয়ং আল্লাহ্ তা’লার বাণীতে পাওয়া যায়,

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ

তিনি (আ.) বলেন, “আর খোদার এই দাবির ব্যবহারিক এবং জ্বলজ্যান্ত প্রমাণ হলাম আমি।” (মলফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ২০৪, ১৯৮৫ সনে যুক্তরাজ্য থেকে মুদ্রিত)

এ যুগে খোদা তা’লা আমার সাথে বাক্যালাপ করেন আর এর কারণ হলো, আমি হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সা.)-এর সত্তায় বিলীন হয়ে গিয়েছি, তাঁর অনুসরণ করেছি আর এর ফলে খোদা তা’লা আমাকে স্বীয় ভালোবাসায় সিক্ত করেছেন।

অতএব, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে আপত্তিকারীদের আপত্তি হলো, তিনি মহানবী (সা.)-এর মর্যাদাহানি করেছেন। তিনি (আ.) বলেন, আমি যে পদমর্যাদা লাভ করেছি তা আমি পেয়েছি রসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি প্রেম, ভালোবাসা এবং তাঁর পূর্ণ অনুসরণের কল্যাণে। পৃথিবীর মানুষ যাকে রসূলুল্লাহ (সা.)-এর মর্যাদার অবমাননাকারী মনে করে, তিনিই (তাঁর) সত্যিকার প্রেমিক, যিনি সত্যিকার অর্থে রসূলুল্লাহ (সা.)-এর অনুসরণ ও অনুগমন করেছেন আর খোদাও তাঁকে এমন দানে ধন্য করেছেন যে, তাঁর প্রেমিককে ভালোবাসার কারণে খোদা তাকে স্বীয় প্রেমাস্পদের মর্যাদায় ভূষিত করেছেন।

এই পূর্ণ অনুসরণ ও আনুগত্যের কল্যাণে খোদা তা’লা তার প্রতি যে দায়িত্ব ন্যস্ত করেছেন সে সম্পর্কে তিনি (আ.) বলেন, “আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে মহানবী (সা.)-এর হারিয়ে যাওয়া মাহাত্ম্য পুনর্বহাল করা এবং কুরআনের সত্যতা পৃথিবীর সামনে তুলে ধরার জন্য। আর এই সকল কাজই চলছে, কিন্তু যাদের চোখে পর্দা রয়েছে তারা এটি দেখতে পায় না।” (মলফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১৪, ১৯৮৫ সনে যুক্তরাজ্য থেকে মুদ্রিত)

পুনরায়’এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আরেক জায়গায় তিনি (আ.) বলেন, “তুমি তাদেরকে বলে দাও! তোমরা যদি খোদার প্রেমাস্পদের মর্যাদা পেতে চাও এবং নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা লাভ করতে চাও তাহলে এর একটি মাত্র পথই রয়েছে, আর তা হলো আমার অনুসরণ কর।” (এটি এ আয়াতের অনুবাদ) তিনি (আ.) বলেন, “আমার অনুসরণ এমন একটি বিষয় যা ঐশী রহমতের ক্ষেত্রে নিরাশ হতে দেয় না, আর পাপ থেকে পরিত্রাণ লাভের কারণ হয় এবং খোদার প্রেমাস্পদের মর্যাদা দান করে।” [মহানবী (সা.)-এর অনুসরণ করা হলে তা পাপ থেকে ক্ষমা লাভের কারণ হয় আর শুধু এতটাই নয় বরং এটি খোদার প্রেমাস্পদের মর্যাদা দান করে।] তিনি (আ.) বলেন, “আর তোমাদের এই দাবি যে, আমরা আল্লাহ্ তা’লাকে ভালোবাসি, এটি তখনই সত্য এবং যথার্থ প্রমাণিত হবে যখন তোমরা আমার অনুসরণ করবে।” [অর্থাৎ মহানবী (সা.)-এর অনুসরণ করলে।] তিনি (আ.) বলেন, “এ আয়াত থেকে স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় যে, মানুষ নিজের মনগড়া কোন সংগ্রাম, সাধনা এবং জপ-তপ করে খোদার প্রিয়ভাজন ও নৈকট্যের ভাগীদার হতে পারে না। মহানবী (সা.)-এর আনুগত্যে বিলীন নাহওয়া পর্যন্ত কারো ওপর ঐশী জ্যোতি ও কল্যাণরাজি বর্ষিত হতে পারে না। যে ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর ভালোবাসায় বিলীন হয় এবং তাঁর আনুগত্য ও অনুসরণের ক্ষেত্রে সকল প্রকার মৃত্যুকে স্বাগত জানাবে তাকে ঈমানের সেই জ্যোতি, ভালোবাসা এবং প্রেম দান করা হয়, যা **গায়রুল্লাহ্‌র** (অর্থাৎ খোদা ভিন্ন অন্যদের) থাবা থেকে মুক্তি দেয় আর পাপ থেকে পরিত্রাণ ও মুক্তি লাভের কারণ হয়। এ পৃথিবীতেই

প্রশ্ন হলো! খোদা যাকে ভালোবাসেন তার অবস্থা কিএমন হতে পারে যা বর্তমান সময়ের মুসলমানদের অবস্থা? সাধারণ মুসলমানরা আলেম সমাজকে খোদার প্রিয়ভাজন মনে করে, তাঁর নৈকট্যপ্রাপ্ত জ্ঞান করে, অথচ তারাই পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি নৈরাজ্য সৃষ্টি করছে। খোদ পাকিস্তানেই কতিপয় বিশ্লেষক ও কলাম লেখক পত্রপত্রিকায় লিখতে আরম্ভ করেছে এবং অন্যান্য প্রচারমাধ্যমও বলা শুরু করেছে যে, মুসলমানদেরকে এই করুণ পরিণতির মুখে ঠেলে দিয়েছে আজকের নামসর্বস্ব এই আলেমরা।

সে এক পবিত্র জীবন লাভ করে এবং প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার সংকীর্ণ ও অন্ধকার কবর থেকে তাকে উদ্ধার করা হয়। এই হাদীস এদিকেই ইঙ্গিত করে যে, মহানবী (সা.) বলেছেন–

أنا الحاشرُ الّذي يُحشَرُ النّاسُ علَى قدمي

অর্থাৎ আমি মৃতদের সেই পুনরুত্থানকারী যার চরণে মানুষকে পুনরুত্থিত করা হয়।" (মলফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৮৩, ১৯৮৫ সনে যুক্তরাজ্য থেকে মুদ্রিত)

অতএব তিনি আধ্যাত্মিক মৃতদের জীবনদাতা। আর তাঁর অনুসারীরা খোদার প্রেমাস্পদে পরিণত হয়।

অন্যত্র এর ব্যাখ্যায় তিনি (আ.) আরো বলেন, "মহাসৌভাগ্যের ভাগী হওয়ার জন্য আল্লাহ্ তা'লা একটি মাত্র পথ খোলা রেখেছেন আর তা হলো, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আনুগত্য করা, যেমনটি এই আয়াতে স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন,

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ

অর্থাৎ এসো! আমার অনুসরণ কর যেন খোদাও তোমাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেন। এর অর্থ এটি নয় যে, প্রথাগতভাবে ইবাদত করবে। ধর্মের প্রকৃত তত্ত্ব যদি এটিই হয় তাহলে নামাযই কী আর রোযাই বা কী? নিজে একটি বিষয় থেকে বারণ করবে আবার নিজেই তাতে লিপ্ত হবে।" (প্রথাগত নামায নয় বরং যথাযথভাবে নামায পড়। আর যথাসময়ে নামায পড়া আবশ্যক। আর এমনভাবে ইবাদত কর যেন তুমি খোদার সামনে দণ্ডায়মান রয়েছ, নতুবা এসবই প্রথাগত ইবাদত।) তিনি (আ.) বলেন, "কেবল এরই নাম ইসলাম নয়, ইসলাম হলো কুরবানীর পশুর মত মাথা পেতে দেয়া। যেমনটি মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন যে, আমার জীবন, আমার মৃত্যু, আমার নামায এবং আমার সকল ত্যাগ স্বীকার কেবল আল্লাহ্‌রই জন্য। আর সর্বপ্রথম আমি নিজে আত্মসমর্পণ করছি।" (মলফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৮৬, ১৯৮৫ সনে যুক্তরাজ্য থেকে মুদ্রিত)

অতএব সত্যিকার অনুসারীরা নিজেদের ইবাদতের মানকে উন্নত করে। তাই আমাদের সবার আত্মজিজ্ঞাসা করা উচিত। এ দৃষ্টিকোণ থেকে আত্মপর্যালোচনা করা প্রয়োজন নতুবা আমাদের অনুসরণের দাবিও অন্তঃসারশূন্য গণ্য হবে।

এরপর মহানবী (সা.)-এর পূর্ণ একত্ববাদী হওয়া সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "আল্লাহ্ তা'লার উক্তি হলো, হে রসূল! তুমি তাদের বলে দাও যে, তোমরা যদি খোদাকে ভালোবাস তাহলে আমার অনুসরণ কর," (এটি আয়াতের অনুবাদ) তিনি (আ.) বলেন, "তাহলে খোদা তোমাদেরকে তাঁর প্রেমাস্পদের মর্যাদা দিবেন। মহানবী (সা.)-এর পূর্ণ অনুসরণ ও আনুগত্য মানুষকে খোদার প্রেমাস্পদের মর্যাদায় উন্নীত করে যা থেকে বুঝা যায় যে, তিনি পূর্ণ একত্ববাদীর দৃষ্টান্ত ছিলেন।" (মলফুযাত, ৮ম খণ্ড, পৃ: ১১৫, ১৯৮৫ সনে যুক্তরাজ্য থেকে মুদ্রিত) অর্থাৎ এর দ্বারা তিনি প্রমাণ করছেন এবং এই দলিল উপস্থাপন করেছেন যে, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) পূর্ণ একত্ববাদী ছিলেন। তিনি সেই মর্যাদায় আসীন ছিলেন যেখানে অন্য কারো জন্য পৌঁছা সম্ভব নয়। এজন্য ইবাদতের ক্ষেত্রেও আল্লাহ্ তা'লা তাঁকেই আদর্শস্থানীয় বানিয়েছেন যেভাবে তিনি অন্যান্য নৈতিক গুণের ক্ষেত্রেও সর্বোত্তম আদর্শ।

পুনরায় আরেক জায়গায় তিনি (আ.) বলেন, "মানুষ ততক্ষণ নিজের মাঝে খোদার ভালোবাসা পূর্ণরূপে সৃষ্টি করতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে মহানবী (সা.)-এর পবিত্র জীবনাদর্শ এবং রীতিনীতিকে নিজের পথপ্রদর্শক ও দিশারী হিসেবে অবলম্বন না করবে। কেননা আল্লাহ্ তা'লা নিজে এ সম্পর্কে বলেন,

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ

অর্থাৎ খোদার প্রেমাস্পদ হওয়ার জন্য আবশ্যক হলো, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর অনুসরণ করা। আর সত্যিকার অনুসরণ হলো, নিজের মাঝে তাঁর উন্নত চারিত্রিক গুণাবলীর প্রতিফলন ঘটানো।" (মলফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৮৭, ১৯৮৫ সনে যুক্তরাজ্য থেকে মুদ্রিত)

অতএব একটি হলো ইবাদতের ধরন আর অন্যটি হলো উন্নত চারিত্রিক গুণে গুণান্বিত হওয়া। সত্যিকার অনুসরণের অর্থই হলো, সেই মহান চারিত্রিক গুণাবলী নিজের মাঝে সৃষ্টি করা যার কথা কুরআনে উল্লেখ রয়েছে। যেমনটি পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) বলেছেন,

كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ

অর্থাৎ তাঁর মহান চারিত্রিক গুণাবলী সম্পর্কে যদি জানতে চাও তাহলে কুরআন পড় আর তিনি (সা.)-ই হলেন কুরআনের তফসীর বা ব্যাখ্যা। কাজেই এ দৃষ্টিকোণ থেকেও আমাদের কুরআন পড়া উচিত। অন্যদের কিছু বলার পূর্বে আমাদের নিজেদের অবস্থা খতিয়ে দেখা আবশ্যক যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মেনে আমরা কুরআনকে নিজেদের জীবনবিধান হিসেবে কতটা অবলম্বন করেছি, এটি বয়আতেরও অংশ,আমরা সত্যকে কতটা প্রতিষ্ঠিত করেছি, ন্যায়পরায়ণতাকে কতটা প্রতিষ্ঠিত করছি এবং মানুষের প্রাপ্য প্রদানের ক্ষেত্রে আমরা কতটা সচেষ্ট।

আরেক জায়গায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন: "স্বীয় যোগ্যতা বলে কেউ খোদার সাথে সাক্ষাতের সামর্থ্য রাখে না, এজন্য একটি মাধ্যম থাকা প্রয়োজন। আর সে মাধ্যম হলো,পবিত্র কুরআন এবং মহানবী (সা.)। যে ব্যক্তি তাঁকে এই মাধ্যম হিসেবে অবলম্বন করবে না, সে কখনো সফলকাম হবে না। মানুষ আসলে বান্দা বা দাস। আর দাস বা ভৃত্যের কাজ হলো, প্রভু যে নির্দেশ দেন তা শিরোধার্য করা। অনুরূপভাবে তোমরা যদি মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কল্যাণে

অতএব মুসলমান আলেমদের সার্বিক অবস্থা এখন এই দাবি করে যে, কুরআন ও সুন্নতের প্রকৃত অর্থ তুলে ধরার মত কেউ থাকা উচিত আর স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুসারে আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে পাঠিয়েছেন। কিন্তু আলেমরা নিজেরাও তাঁর কথা শুনতে চায় না আর জনসাধারণকেও শুনতে দেয় না। বরং খোদার পক্ষ থেকে আগমনকারীর বিরুদ্ধে কুফরি ফতোয়া দিয়ে সামগ্রিকভাবে এক ভয়-ভীতি, ত্রাস, নৈরাজ্য ও ফ্যাসাদের পরিবেশ সৃষ্টি করে রেখেছে।

কল্যাণমণ্ডিত হতে চাও তাহলে যা আবশ্যক তাহলো তাঁর দাসত্ব বরণ কর। কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা বলছেন,

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ

(সূরা আয্ যুমার: ৫৪) (অর্থাৎ তুমি বলে দাও, হে আমার বান্দারা যারা নিজেদের প্রাণের ওপর অবিচার করেছ।) তিনি (আ.) বলেন, "এখানে বান্দা বলতে দাস বা ভৃত্য বুঝানো হয়েছে, মখলুক বা সৃষ্টি নয়। মহানবী (সা.)-এর দাস হতে হলে যা আবশ্যক তাহলো তাঁর প্রতি দরূদ প্রেরণ কর, তাঁর কোন নির্দেশের অবাধ্য হবে না, তাঁর সব নির্দেশ মেনে চল। যেমনটি আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ রয়েছে যে

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ

অর্থাৎ তোমরা যদি খোদাকে ভালোবাসতে চাও তাহলে মহানবী (সা.)-এর পূর্ণ অনুসরণকারী হয়ে যাও এবং রসূলে করীম (সা.)-এর পথে বিলীন হয়ে যাও, তবেই খোদা তা'লা তোমাদের ভালোবাসবেন।" (মলফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৩২১-৩২২, ১৯৮৫ সনে যুক্তরাজ্য থেকে মুদ্রিত)

অতএব চরম পাপীষ্ঠও যদি ইস্তেগফারকারী বা ক্ষমা প্রার্থনাকারী এবং মহানবী (সা.)-এর অনুসরণকারী হয় অর্থাৎ সত্যিকার অর্থেই নিজের জীবনে পরিবর্তন আনতে চায়, তাহলে সে খোদার প্রিয়ভাজন হতে পারে।

পুনরায় তিনি (আ.) বলেন, "খোদাকে সন্তুষ্ট করার এই একটি পথই রয়েছে আর তা হলো, মহানবী (সা.)-এর সত্যিকার অনুসরণ করা। দেখা যায় যে, মানুষ বিভিন্ন প্রকার কুপ্রথায় লিপ্ত। কেউ মারা গেলে বিভিন্ন প্রকার বিদা'ত এবং আচার অনুষ্ঠান পালন করা হয় অথচ মৃতের জন্য শুধু দোয়া করা উচিত। বিভিন্ন কুপ্রথা অনুসরণ করলে কেবল রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বিরোধিতাই নয় বরং তাঁর অবমাননাও করা হয়।"(অর্থাৎ নতুন নতুন যেসব আচার-অনুষ্ঠান উদ্ভাবন করা হয়েছে তা কেবল তাঁর নির্দেশের অবাধ্যতাই নয় বরং এক অর্থে তাঁর অবমাননাও। যারা রসূল অবমাননার আইন পাশ করে রেখেছে তারাই এসব বিদা'ত এবং কুপ্রথায় সবচেয়ে বেশি লিপ্ত। আর কীভাবে এই অবমাননা করা হয়?) তিনি (আ.) বলেন, "...যেন রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে যথেষ্ট মনে করা হয় না। যদি যথেষ্টই মনে করা হতো তাহলে নিজেদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন কুপ্রথা উদ্ভাবনের কী প্রয়োজন ছিল?" (মলফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৪৪০, ১৯৮৫ সনে যুক্তরাজ্য থেকে মুদ্রিত)

অতএব, আমাদের বিরুদ্ধে যারা কুফরী ফতোয়া জারি করে,তাদের উচিত নিজেদের হৃদয়কে প্রশ্ন করে দেখা।

তিনি(আ.) আরো বলেন: "তোমরা যদি আল্লাহ্ তা'লাকে ভালোবাস তাহলে আমার অনুসরণ কর। এই আনুগত্যের ফলে খোদা তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। অতএব এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পূর্ণ অনুসারী না হবে, সে খোদার কাছ থেকে আশিস ও কল্যাণরাজি লাভ করতে পারে না আর সেই তত্ত্বজ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টিপ্রাপ্ত হয় না, যা তার পাপে কলুষিত জীবন ও কামনা-বাসনার অগ্নিকে শীতল করতে পারে। এমন মানুষই **'উলামাও উম্মাতি'**-র অর্থের অন্তর্গত।" (মলফুযাত, ৮ম খন্ড, পৃ: ৯৬-৯৭, ১৯৮৫ সনে যুক্তরাজ্য থেকে মুদ্রিত)

প্রবৃত্তির কামনা বাসনাকে যদি শীতল করতে হয় তাহলে মহানবী (সা.)-এর পূর্ণ অনুসরণ ও তাঁর জীবনাদর্শের অনুকরণ করা আবশ্যক। আল্লাহ্ তা'লার প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি অর্জন করতে হলে এবং তাঁর প্রেমাস্পদ হতে হলে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর অনুসরণ করা আবশ্যক। পাপে কলুষিত জীবন থেকে মুক্তি পেতে হলে তাঁকে অনুসরণের আবশ্যকতা রয়েছে। যারা এরূপ করে তারা সেই মর্যাদায় উপনীত হয়, যাদের সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, "আমার উম্মতের আলেমরা বনী ইসরাঈলী নবীদের মত।" (মোল্লা আলী ক্বারীর আল্ মওযুয়াতুল কুবরা পৃ: ১৫৯, হাদীস: ৬১৪, করাচির আরামবাগের কাদিমী কুতুবখানা থেকে মুদ্রিত)

কিন্তু অধুনা যুগের আলেমরা এর অন্তর্গত নয় বিধায় তারা সেই মর্যাদা পেতে পারে না। কেননা, এরা মহানবী (সা.)-এর প্রবহমান কল্যাণের প্রতি বিশ্বাসই করে

না, এরা বুঝেই না যে, এর মাধ্যমে কল্যাণ লাভ হতে পারে।

পুনরায় মহানবী (সা.)-এর পবিত্র মর্যাদা সম্পর্কে তিনি (আ.) বলেন: "তাঁর সবচেয়ে বড় মর্যাদা হলো, তিনি খোদার প্রেমাস্পদ ছিলেন। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা অন্যদেরকেও এই মর্যাদায় উপনীত হওয়ার পথ বাতলে দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেন,

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ

অর্থাৎ তাদেরকে বলে দাও! তোমরা যদি খোদার প্রিয়ভাজন হতে চাও তাহলে আমার অনুসরণ কর, ফলে খোদা তোমাদেরকে স্বীয় প্রেমাস্পদের মর্যাদা দিবেন।" [রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে দিয়ে আল্লাহ্ তা'লা এই ঘোষণা করিয়েছেন।] তিনি (আ.) বলেন, "এখন একটু ভেবে দেখ! মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পূর্ণ অনুসরণ খোদার প্রেমাস্পদের মর্যাদা দেয়,আর কী চাই?" (মলফুযাত, ৮ম খন্ড, পৃ: ৬৫, ১৯৮৫ সনে যুক্তরাজ্য থেকে মুদ্রিত)

আরেক জায়গায় তিনি (আ.) বলেন: "যে ব্যক্তি বলে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর অনুসরণ ছাড়াই মুক্তি পাওয়া সম্ভব, সে মিথ্যাবাদী। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে যে কথাটি বুঝিয়েছেন তা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন,

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ

অর্থাৎ হে রসূল মুহাম্মদ, (সা.)! তাদেরকে বলে দাও, 'তোমরা যদি খোদাকে ভালোবাসার দাবি কর তাহলে এসো আমার অনুসরণ কর, তাহলে খোদার প্রেমাস্পদে পরিণত হবে'। মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর অনুসরণ ছাড়া কোন ব্যক্তিই মুক্তি পেতে পারে না। যারা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে তাদের পরিণাম কখনো শুভ হবে না।" (মলফুযাত, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৪৩৪-৪৩৫, ১৯৮৫ সনে যুক্তরাজ্য থেকে মুদ্রিত)

এটি হলো আমাদের ঈমানের অঙ্গ।

মহানবী (সা.)-এর পবিত্র পদমর্যাদা নিয়ে এক খ্রিষ্টানের সাথে তাঁর বিতর্ক হচ্ছিল, প্রশ্নোত্তর চলছিল। সেই খ্রিষ্টান হযরত ঈসা (আ.)-এর পবিত্র মর্যাদা সম্পর্কে বলে, হযরত ঈসা (আ.) নিজের সম্পর্কে বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা ক্লান্ত, শ্রান্ত ও অবসন্ন তারা আমার কাছে আসো, আমি তোমাদেরকে প্রশান্তি দেব।' আর [ঈসা (আ.) একথাও বলেছেন যে,] 'আমি জ্যোতি এবং আমি পথ আর আমিই জীবন এবং আমিই সত্যপথ' (অর্থাৎ আমিই জ্যোতি, আমি পথ প্রদর্শক এবং আমিই জীবনদাতা, আমার কাছে আসো। সেই খ্রিষ্টান প্রশ্ন করে যে,) 'ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা [অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (সা.)] কী কোন স্থানে এমন শব্দমালা নিজের জন্য ব্যবহার করেছেন?' হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উত্তরে বলেন, "কুরআনে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে,

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ

অর্থাৎ তুমি এদেরকে বলে দাও! তোমরা যদি খোদাকে ভালোবেসে থাক তাহলে আসো! আমার অনুসরণ কর যেন খোদাও তোমাদের ভালোবাসেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করেন। আমার অনুসরণের মাধ্যমে মানুষ খোদার প্রিয়ভাজন হয়, এই প্রতিশ্রুতি ঈসা (আ.)-এর পূর্বের বিভিন্ন উক্তির চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী। কেননা, খোদার প্রিয়ভাজন হওয়ার চেয়ে বড় কোন মর্যাদা মানুষের জন্য হতে পারে না।" [ঈসা (আ.) বলেছিলেন, আলো পাবে। আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-কে বলেছেন, আপনি ঘোষণা করুন, যে আমার অনুসরণ করবে সে খোদার প্রিয়ভাজন হবে এবং তার পাপও ক্ষমা করা হবে।] তিনি (আ.) বলেন, "অতএব যার পথ অনুসরণ করা মানুষকে খোদার প্রেমাস্পদে পরিণত করে, তার চেয়ে বেশি অধিকার কার আছে, যে নিজেকে আলো আখ্যা দিবে?" (সিরাজ উদ্দিন ঈসায়ী কে চার সওয়ালো কে জওয়াব, রূহানী খাযায়েন, ১২শ খণ্ড, পৃ: ৩৭২)

এটি সেই যুগ ছিল যখন সর্বত্র খ্রিষ্টান পাদ্রীরা খ্রিষ্টধর্মের প্রচার করছিল। ভারতবর্ষে লক্ষ লক্ষ মুসলমান খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষা নিয়েছিল। মুসলমান আলেম এবং অন্যান্য নেতাদের মাঝে ইসলামের সুরক্ষা বিধানের যোগ্যতা ছিল না এবং মহানবী (সা.)-এর পবিত্র মর্যাদা ও মহিমা এমনভাবে তুলে ধরার সামর্থ্যও ছিল না যার মাধ্যমে অমুসলিমদের মুখ বন্ধ হতে পারত। এমন সময় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-ই তাদের মোকাবিলা করেছেন। তিনিই সেই ব্যক্তি ছিলেন যাকে আল্লাহ্ তা'লা ইসলাম ও মুহাম্মদ (সা.)-এর পবিত্র মর্যাদা পৃথিবীর সামনে তুলে ধরার জন্য প্রেরণ করেছিলেন। এছাড়া ভারতের ইতিহাস এ কথার সাক্ষী যে, ইসলামের ওপর খ্রিষ্টান পাদ্রীদের আক্রমণকে খোদার এই পালোয়ান এবং খোদার এই সিংহই যুক্তি ও প্রমাণের মাধ্যমে প্রতিহত করেছেন। আর শুধু প্রতিহতই করেন নি বরং তাদেরকে পিছু হটিয়েছেন। আর তখনকার মুসলমানরা যে অকপটে এ কথা স্বীকার করেছে তা-ও ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই। বরং এ যুগে আমাদের বিরোধী আলেমরাও এ কথা স্বীকার করেছে। কয়েক বছর পূর্বে প্রয়াত ড. ইসরার আহমদ সাহেবও এ কথা স্বীকার করেছেন যে, সে যুগে সত্যিকার অর্থে ইসলামের হিফাযত ও সুরক্ষার কাজটি করেছিলেন মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)। যাহোক এটি এক বাস্তব সত্য, যেভাবে তিনি (আ.) ইসলাম ও মহানবী (সা.)-এর পবিত্র মর্যাদাকে উন্নীত করেছেন অন্য কোন মুসলমান আলেম সেই তৌফিক লাভ করে নি।

এরপর قُلْ اِنْ كُنْتُمْ আয়াতের মাধ্যমে হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু সম্পর্কেও তিনি (আ.) খুব সুন্দর যুক্তি দিয়েছেন। বিশেষত আরবরা এখনো হযরত ঈসা (আ.)-কে আকাশে জীবিত মনে করে

আর এটি তাদের খুবই বদ্ধমূল দৃষ্টিভঙ্গী। যাহোক এই যুক্তির মাধ্যমে এটি খণ্ডন করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, "আমার মতে মু'মিন হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে তাঁর (সা.) অনুসরণ করে আর সেই ব্যক্তিই কোন আধ্যাত্মিক মর্যাদায় উপনীত হতে পারে। যেমনটি আল্লাহ্ তা'লা নিজেই বলেছেন,

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ

অর্থাৎ তুমি তাদেরকে বলে দাও! তোমরা যদি খোদাকে ভালোবেসে থাক তাহলে আমার অনুসরণ কর, যেন আল্লাহ্ তোমাদেরকে প্রেমাস্পদের মর্যাদা দান করেন। প্রেমের দাবি হলো, প্রেমাস্পদের কর্মের প্রতিও বিশেষ অনুরাগের সম্পর্ক রাখা।" (অর্থাৎ বিশেষ ভালবাসা ও একটি প্রেমময় সম্পর্ক যেন থাকে) তিনি (আ.) বলেন, "আর মৃত্যুবরণ করা মহানবী (সা.)-এর সুন্নত" (অর্থাৎ তিনি মৃত্যু বরণ করেছেন) "তিনি মৃত্যু বরণ করে দেখিয়েছেন। অতএব, কে আছে যে জীবিত থাকতে পারে বা জীবিত থাকার বাসনা পোষণ করবে অথবা অন্য কারো জন্য প্রস্তাব করবে যে, সে যেন জীবিত থাকে?" (যদি কেউ তাঁর প্রকৃত মান্যকারী হয় তাহলে সে জীবিত থাকতে পারে না বা জীবিত থাকার বাসনাও রাখবে না, অধিকন্তু অন্য কারো জীবিত থাকার দৃষ্টিভঙ্গিতেও তার বিশ্বাস করা উচিত নয়।) তিনি (আ.) বলেন, "ভালোবাসার দাবি হলো, তাঁর আনুগত্যে এমনভাবে বিলীন হওয়া যার ফলে নিজের কামনা-বাসনার ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবে আর সে যেন চিন্তা করে, আমি কার উম্মত? এমন পরিস্থিতিতে যেব্যক্তি হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে এ বিশ্বাস পোষণ করে যে, তিনি এখনো জীবিত সে কীভাবে তাঁকে (সা.) ভালোবাসার এবং তাঁর অনুসরণ করার দাবি করতে পারে? কেননা সে তাঁর (সা.) এর চেয়ে ঈসা (আ.)-কে শ্রেষ্ঠ বলে গ্রহণ করছে আর তাকে (সা.) মৃত আখ্যা দিচ্ছে অথচ তাকে [অর্থাৎ ঈসা (আ.) কে] জীবিত বলে বিশ্বাস করছে।" (মলফুযাত, ৮ম খন্ড, পৃ: ২২৮-২২৯, ১৯৮৫ সনে যুক্তরাজ্য থেকে মুদ্রিত)

একদিকে মহানবী (সা.)-কে ভালোবাসার এবং তাঁকে অনুসরণ করার দাবি আর অপরদিকে ঈসা (আ.)-কে জীবিত বলে তাকে শ্রেষ্ঠ আখ্যায়িত করা হয়।

অতএব, বর্তমানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-ই একমাত্র ব্যক্তি যিনি সার্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলাম ও রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর (সম্মানের) সুরক্ষা করেছেন এবং তাঁর মর্যাদা উন্নীত করেছেন। এটিই তাঁর (অর্থাৎ মসীহ মওউদ আ.) প্রেরিত হওয়ার উদ্দেশ্য ছিল, যার বিরুদ্ধে আলেমদের আপত্তি সব সময়ই থাকে।

মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) চিরঞ্জীব নবী এ বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন: "একটু গভীরভাবে ভেবে দেখ! এরা যখন কুরআন ও সুন্নতের বিরুদ্ধে গিয়ে বলে যে, হযরত ঈসা (আ.) জীবিত আকাশে বসে আছেন তখন পাদ্রীরা সমালোচনা করার সুযোগ পায় এবং তড়িঘড়ি বলে দেয় যে, তোমাদের নবী মারা গেছেন আর আল্লাহ্ মাফ করুন তিনি মাটির মানুষ।" (বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলে এসব অনুষ্ঠান প্রচারিত হচ্ছিল, যে কারণে আরব-বিশ্বে চরম অস্থিরতা সৃষ্টি হতে থাকে। অবেশেষে এরা যখন আমাদের যুক্তিপ্রমাণ শুনে, 'হিওয়ার' অনুষ্ঠান শুনে এবং এমটিএ'তে প্রচারিত আরবী অনুষ্ঠানমালা দেখে তখন অনেকেই এটি পছন্দ করে এবং এসব যুক্তিপ্রমাণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, কিন্তু আলেমরা এখনো মানতে নারাজ।) তিনি (আ.) বলেন, (খ্রিষ্টান পাদ্রীরা বলে যে,) "হযরত ঈসা (আ.) জীবিত এবং তিনি আকাশের মানুষ। আর একই সাথে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর অসম্মান করে বলে, তিনি মৃত।" (এই হলো তাদের কথা। এরা তড়িৎ বলে দেয় যে, তোমাদের নবী মারা গেছেন আর আল্লাহ্ মাফ করুন তিনি মাটির মানুষ। আর এটিই তাদের অপপ্রচার হিসেবে চলে আসছে।) তিনি (আ.) বলেন, "চিন্তা করে বল, সেই নবী যিনি শ্রেষ্ঠ রসূল ও খাতামুল আম্বিয়া, তাঁর সম্বন্ধে এমন বিশ্বাস পোষণ করে এরা কি তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব এবং খাতাম হওয়ার মর্যাদাকে ক্ষুন্ন করে না? অবশ্যই করে এবং স্বয়ং মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর অবমাননার অপরাধ করে।" তিনি (আ.) বলেন, "আমি দৃঢ়বিশ্বাস রাখি, পাদ্রীদের দ্বারা এসব লোক ইসলামের যতটা অবমাননা করিয়েছে" [অর্থাৎ যেসব মুসলমান বিশ্বাস করে, হযরত ঈসা (আ.) জীবিত] "আর রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে মৃত আখ্যায়িত করিয়েছে, এরই শাস্তিস্বরূপ তারা এসব লাঞ্ছনা ও দুর্ভোগের সম্মুখীন হচ্ছে।" (বর্তমানে মুসলমানদের যে করুণ দশা তার কারণ এটিই) তিনি (আ.) বলেন, "এক দিকে তারা মুখে বলে যে, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ নবী।" [অর্থাৎ মহানবী (সা.) সর্বশ্রেষ্ঠ নবী] "আর অপরদিকে এ স্বীকারোক্তিও দেয় যে, তিনি (সা.) ৬৩ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেছেন এবং ঈসা (আ.) এখনো জীবিত, মারা যান নি। অথচ মহানবী (সা.)-কে সম্বোধন করে আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا

(অর্থাৎ তোমার প্রতি খোদার অনেক বড় কৃপা রয়েছে।) "প্রশ্ন হলো, খোদার এই উক্তি কি ভ্রান্ত? না, মোটেই না। এটি শতভাগ যথার্থ এবং সত্য। যারা বলে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) মৃত,তারা মিথ্যাবাদী। এর চেয়ে বড় অবমাননাকর কোন উক্তি আর হতে পারে না। সত্য কথা হলো, মুহাম্মদ (সা.)-এর মাঝে এমন সব শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে যা অন্য কোন নবীর মাঝে নেই। আমি একথা বলা পছন্দ করবো যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর জীবিত থাকার বিষয়টি যে ব্যক্তি বর্ণনা করে না, আমার মতে সে কাফির।" তিনি (আ.) বলেন, "কত পরিতাপের বিষয়! বীর উম্মত বলে আখ্যায়িত হয় সেই নবীকেই যেন, আল্লাহ্ মাফ করুন, মৃত আখ্যা দেয়, আর সেই নবীকে জীবিত

বলা হয় যার উম্মতের অবসান হয়েছে–

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ

এর মাধ্যমে।" (অর্থাৎ লাঞ্ছনা ও দারিদ্রের কষাঘাতে তাদের জর্জরিত করা হয়েছে) (মলফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ২৮-২৯, ১৯৮৫ সনে যুক্তরাজ্য থেকে মুদ্রিত)

মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পূর্বের কোন নবীই এখন আর আসতে পারেন না। এমনকি ঈসা (আ.)ও আসতে পারেন না। কেননা, তিনি হযরত মূসা (আ.)-এর জাতির জন্য নবী ছিলেন এবং তিনি ইন্তেকাল করেছেন, আর হযরত মূসার উম্মতের কোন নবী এখন আর আসতে পারে না। এরপর তিনি (আ.) এ কথা বর্ণনা করেন যে, এই কল্যাণরাজি এখন মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মাধ্যমে এবং তাঁর আনুগত্যের মাধ্যমেই জারী হতে পারে এবং হয়েছে কেননা তিনিই অর্থাৎ রসূলুল্লাহ্ (সা.)ই জীবন্ত নবী।

অতএব এই যুগে মহানবী (সা.)-এর আনুগত্যের কল্যাণে আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদী হিসেবে পাঠিয়েছেন, যার পদমর্যাদা হলো, মহানবী (সা.)-এর অনুগত নবীর এবং শরীয়ত বিহীন নবীর। অতএব তিনি (আ.) বলেন: "নিজের কোন যোগ্যতাবলে নয় বরং শুধু খোদার কৃপায় আমি সেই নিয়ামত থেকে পুরো অংশ পেয়েছি যা আমার পূর্বেকার নবী, রসূল এবং খোদার মনোনীতদের দেয়া হয়েছিল। এই নিয়ামত লাভ করা আমার জন্য সম্ভব ছিল না যদি আমি আমার নেতা ও মনিব, নবীদের গর্ব এবং সৃষ্টির সেরা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পদাঙ্ক অনুসরণ না করতাম। অতএব আমি যা কিছু পেয়েছি সেই অনুসরণ ও অনুগমনের কল্যাণেই পেয়েছি। আমি আমার প্রকৃত এবং পূর্ণ জ্ঞানের ভিত্তিতে জানি যে, কোন মানুষ সেই নবী (সা.)-এর অনুসরণ ছাড়া খোদা পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না আর পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান থেকেও অংশ পেতে পারে না। আমি এখানে এ কথাও বলছি যে, সেটি কী, যা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পূর্ণ ও খাঁটি অনুসরণের পর হৃদয়ে সর্বপ্রথম সৃষ্টি হয়? অতএব স্মরণ রাখা উচিত, তাহলো সুস্থ হৃদয়। অর্থাৎ হৃদয় থেকে জাগতিক ভালোবাসা দূর হয়ে যায় এবং হৃদয় এক অনন্ত ও চিরস্থায়ী আধ্যাত্মিক স্বাদের সন্ধানে থাকে। এরপর সেই সুস্থ হৃদয়ের কারণে এক স্বচ্ছ ও পরিপূর্ণ ঐশী ভালোবাসা লাভ হয়।" (অর্থাৎ পার্থিব ভালোবাসা যখন দূর হয়ে যায় তখন খোদার ভালোবাসা লাভ হয়) "আর এসব নিয়ামত হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আনুগত্যের কল্যাণে উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ হয়। যেমনটি আল্লাহ্ তা'লা নিজেই বলেছেন,

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ

অর্থাৎ তাদেরকে বলে দাও! তোমরা যদি খোদাকে ভালোবেসে থাক তাহলে আসো! আমার অনুসরণ কর, যেন খোদাও তোমাদেরকে ভালোবাসেন। বরং একতরফা ভালোবাসার দাবি নিরেট মিথ্যা এবং মুখের বুলি ছাড়া আর কিছুই নয়। মানুষ যখন সত্যিকার অর্থে খোদাকে ভালোবাসে তখন খোদাও তাকে ভালোবাসেন। আর তখনই পৃথিবীতে তার গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি করা হয়। সহস্র-সহস্র মানুষের হৃদয়ে তার প্রতি সত্যিকার ভালোবাসা সঞ্চার করা হয় আর তিনি এক আকর্ষণ শক্তিপ্রাপ্ত হন এবং এক প্রকার জ্যোতি তাকে দেয়া হয়, যা তার চিরসাথী হয়।"

(অতএব এখানেই দেখুন! দূর-দূরান্তের আফ্রিকান দেশসমূহে বসবাসকারী মানুষের ভেতরেও এখন খোদা তা'লা এই ভালোবাসা সঞ্চার করছেন, যেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষ আহমদীয়াত গ্রহণ করছে এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মানছে।)

তিনি (আ.) বলেন, "কোন ব্যক্তি যখন নিষ্ঠাপূর্ণ হৃদয়ে খোদাকে ভালোবাসে এবং সারা পৃথিবীকে বাদ দিয়ে তাঁকে অবলম্বন করে আর গায়রুল্লাহ্‌র (অর্থাৎ আল্লাহ্ ভিন্ন কারো) মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব তার হৃদয়ে অবশিষ্ট থাকে না বরং সবাইকে এক মৃত কীটের চেয়েও তুচ্ছজ্ঞান করে, তখন খোদা তা'লা, যিনি তার হৃদয়ের খবর জানেন, এক মহাবিকাশের সাথে তাতে অবতরণ করেন, আর সূর্যের সামনে রাখা স্বচ্ছ এক আয়নায় যেভাবে সূর্যের প্রতিবিম্ব এমন পূর্ণমাত্রায় পড়ে যাকে রূপকভাবে বলা যেতে পারে যে, সেই সূর্য যা আকাশে বিরাজমান তা এই আয়নাতেও বিদ্যমান, অনুরূপভাবে খোদাও এমন হৃদয়ে অবতরণ করেন এবং তার হৃদয়কে স্বীয় আরশ বানিয়ে নেন। আর এটিই সেই বিষয় যার জন্য মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে।" (হকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, ২২শ খণ্ড, পৃ: ৬৪-৬৫)

অতএব তিনি (আ.) মহানবী (সা.)-এর খাঁটি প্রেমিক এবং তাঁর পূর্ণ অনুসারী ছিলেন। এ কারণেই আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করেছেন আর প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহ্‌দী এবং অনুসারী নবীর মর্যাদা দান করেছেন।

তাঁকে মানার পর আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর যথাযোগ্য মূল্যায়ণ করার তৌফিক দান করুন এবং আমাদেরকেও মহানবী (সা.)-এর পূর্ণ অনুসারীর মর্যাদা দিন। আমাদের প্রত্যেককে নিজ-নিজ সামর্থ্য ও যোগ্যতা অনুসারে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর উত্তম আদর্শ অনুসরণ ও তাঁকে অনুকরণের সামর্থ্য দান করুন আর মুসলমানদেরকেও তৌফিক দিন, তারা যেন মহানবী (সা.)-এর সত্যিকার এই প্রেমিককে চিনতে পারে এবং তাঁকে মানতে পারে।

(সূত্র: আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১০-১৬ নভেম্বর ২০১৭, খণ্ড:২৪, সংখ্যা:৪৫, পৃ. ৫-৮)

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)

বিশ্বশান্তি: সমকালীন সমস্যাবলীর ইসলামী সমাধান

হযরত মির্যা তাহের আহমদ
খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)

(২৬তম কিস্তি)

মদ্যপান ও জুয়াখেলা নিষিদ্ধ

যখন কেউ কোন আসক্তির কথা বলে, তখন সাধারণতঃ, ড্রাগের কথাই মনে পড়ে। কিন্তু ব্যাপকার্থে আসক্তির আরো একটা গূঢ়ার্থ আছে। অথচ সেক্ষেত্রে শব্দটার কোন ব্যবহার হয় না বললেই চলে। আমি বলতে চাই, সমাজের কিছু কিছু আনন্দ উপভোগের কথা। যেমন, মদ্যপান ও জুয়াখেলা। অথচ এগুলোর দ্বারা সমাজের না কোন কল্যাণ সাধিত হয়, না শান্তি আসে, না কোন উপকার হয়।

জুয়াখেলা পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি উন্নত দেশে প্রতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেছে। এমনকি, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতেও, যেখানে জুয়াখেলা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেনি, সেখানেও প্রায় এটা সর্বত্রই ব্যক্তি পর্যায়ে খণ্ডকালীন পেশায় রূপ লাভ করেছে। মদপান হচ্ছে দুই নম্বর আসক্তি, যার শিকারে পরিণত হয়েছে পৃথিবীর সমাজগুলো সব।

পবিত্র কুরআন জুয়াখেলা ও মদ্যমান দু'টোকেই নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে: "হে যারা ঈমান এনেছ! মদ এবং জুয়া এবং প্রতিমাসমূহ এবং ভাগ্য-নির্দেশক তীরসমূহ, একান্ত নাপাক শয়তানী কার্যকলাপের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং তোমরা এগুলোকে বর্জন কর যেন তোমরা সফলকাম হতে পারো। শয়তান মদ ও জুয়ার দ্বারা তোমাদের মধ্যে শুধু শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে চায় এবং তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র যিক্‌র এবং নামায থেকে ফিরিয়ে রাখতে চায়। অতএব তোমরা কি নিবৃত্ত থাকবে?" (আল্ মায়েদা, ৫:৯১-৯২)

হযরত রসূলে পাক (সা.) ঘোষণা দিয়েছেন যে, মদ্যপান– সকল অকল্যাণের জননী।'

এই উভয় আসক্তিই প্রকৃতগতভাবে এত বেশী বিস্তৃত ও সার্বজনীন যে, এ দু'টোর মধ্যে কোন বিভক্তি রেখা টানা মুশকিল। রাজনৈতিকভাবে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য হয়তো কখনোই এক হতে পারবে না কিন্তু মদ্যপান ও জুয়াখেলার বর্ধিষ্ণু প্রবণতার ক্ষেত্রে, সম্ভবতঃ, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য এবং উত্তর দক্ষিণ একত্রে মিলিত হয়ে গেছে।

মদ্যপান ও জুয়াখেলা দু'টোই আর্থ-সামাজিক অকল্যাণ। গ্রেট বৃটেনে মদ খাওয়ায় একদিনে যা খরচ হয়, সেই টাকা হলে আফ্রিকার দুর্ভিক্ষ পীড়িত লক্ষ লক্ষ মানুষের কয়েক সপ্তাহের খাদ্য পানীয়ের সংস্থান করা যাবে। তথাপি, আজকার দারুন দরিদ্রপীড়িত দেশগুলোতেও এবং অন্যান্য দেশগুলোতেও মদ্যপানকে বিলাসিতা মনে করা হয় না, এমনকি, জনগণ তার সংকুলান করতে না পারলেও। এমন লক্ষ লক্ষ আফ্রিকাবাসী আছে , যারা জীবন যাপনের মৌলিক প্রয়োজনগুলো মিটাতে না পারলেও ছেলেমেয়েদের লেখা-পড়ার ব্যবস্থা না করতে পারলেও, মদ খাওয়া ছাড়াতে পারে না। দক্ষিণ ভারতের দরিদ্র অঞ্চলগুলোতে যেখানে ফ্যাক্টরীতে তৈরী মদ সবাই খেতে পায় না, সেখানেও ঘরে তৈরী তাড়ি বা অশোধিত মদই খায় সবাই। তবু, তাদের দারিদ্র্যই, কিছুটা হলেও, এই 'সকল অকল্যাণের জননীকে' প্রতিহত করে রাখছে।

মাথা প্রতি আয়ের গড় বাড়লে মদ খাওয়াও বাড়ে। মদ খেয়ে মাতাল না হওয়া পর্যন্ত কেউ কারো পতি ভ্রুক্ষেপ করে না। কেউ হয়তো বিস্মিত হয়ে ভাবতে পারেন যে, আজকের পৃথিবীতে মদ-খাওয়া এবং জুয়াখেলাকে সমস্যারূপে চিহ্নিত করা হচ্ছে কেন, এসব ব্যাপারতো মানবেতিহাসের আদিকাল থেকেই চলে আসছে। আসলেও, মদ ও জুয়া দুনিয়ার সব এলাকাতে সব যামানাতেই ছিল। তবু, এগুলো সনাতনী হলেও, এগুলো যে সর্বযুগেই সর্বত্র সমস্যারূপেই বিদ্যমান ছিল, তাতেও সন্দেহ নেই।

অর্থনীতির দিক থেকে মদ্যপানের চেয়ে বেশী আপত্তিজনক হচ্ছে জুয়াখেলা। জুয়াখেলা অর্থনীতির চাকা না ঘুরিয়েই টাকা হস্তান্তরিত হয়ে থাকে। এতে অর্থ বাজারে পণ্য-দ্রব্য বিনিময় না করেই টাকার বিনিময়ে টাকাই লেন-দেন হয়। জুয়াখেলায় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে বা সম্পদের উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ না করেই টাকা একহাত থেকে অন্য হাতে চলে যায়। অর্থ বাজারগুলোতে কিছুটা অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য সাধিত হলেও, জুয়াখেলাতে প্রায় কেউই উপকৃত হয় না। মুক্ত বাণিজ্য ও শিল্পব্যবস্থায় টাকা বস্তু বা পণ্যের আকারে অর্থনৈতিক কোন সেবা বা সার্ভিস না দিয়ে হস্তান্তরিত হয় না। ব্যবসা-বাণিজ্যে ঘন ঘন

মূল্য বিনিময় (Exchange of value) সংশ্লিষ্ট সকলের জন্যই মুনাফা বয়ে আনে। এবং এটাতো চিন্তাই করা যায় না যে, ব্যবসায়ীদের অধিকাংশই, প্রায়শঃ লোকসানের সম্মুখীন হবে। কিন্তু, জুয়াখেলার ক্ষেত্রে এটাই নিয়ম যে, অংশ গ্রহণকারীদের প্রায় সবাই, প্রায় সময়েই, ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই দেখা যায়, স্বল্প সংখ্যক ক্যাসিনো বা পানশালাই বন্ধ হয়। অল্প কিছু সংখ্যক লোকের জন্য লক্ষ লক্ষ লোককে ভুগতে হয়। উত্তেজনা আর পাওয়া না পাওয়ার শিহরণের মধ্যে যে টাকাটা তারা হারায় তার বিনিময়ে তারা যা পায় তা হচ্ছে, বাজিতে তাদের সব হারানোর চূড়ান্ত উপলব্ধি-এর পরেও তারা বাজি ধরতে থাকে এই ক্ষীণ আশায় যে, যদি একবার লেগে যায়, তাহলে ক্ষতিটা পূরণ করা যাবে। এবং এটা তারা করতেই থাকে। সমাজের দরিদ্র অংশের মধ্যে দেখা যায়, পরিবারের সদস্যদের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয়তাকেও তারা জুয়াখেলার বেদীমূলে উৎসর্গ করছে।

পবিত্র কুরআন মদ্যপান ও জুয়াখেলাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেও একটা বিষয়ে স্বীকৃতি দেয় যে, এগুলোর মধ্যে যৎকিঞ্চিত উপকারিতাও আছে, তবে তা এতই সামান্য যে, এগুলোর ক্ষতির তুলনায় তা একেবারেই তুচ্ছ:

"তারা তোমাকে মদ ও জুয়া সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে, তুমি বলে দাও, 'এ দু'টোর মধ্যেই মহাপাপ (এবং ক্ষতি) রয়েছে, এবং মানুষের জন্য এগুলোর মধ্যে সামান্য কিছু উপকারিতাও আছে, কিন্তু এগুলোর পাপ (এবং ক্ষতি) এগুলোর উপকার অপেক্ষা গুরুতর'; এবং তারা তোমাকে এও জিজ্ঞাসা করে যে, কি খরচ করবে তারা, তুমি বলে দাও, 'যা উদ্বৃত্ত; এইভাবে আল্লাহ্ তাঁর আদেশাবলী তোমাদের জন্য বর্ণনা করেন যেন তোমরা চিন্তা কর।" (আল্ বাকারা-২ঃ২২০)

কথা উঠতে পারে যে, কেউ যদি তার অর্জিত অর্থ দিয়ে কিছু আনন্দ ভোগ করতে চায়, তাতে কার কি? যে যার মত আনন্দ ভোগ করতে বাধা কিসে? কে কোথায় তার টাকা-পয়সা খরচ করবে না করবে সে ব্যাপারে ব্যক্তি স্বাধীনতায় নাক গলাবার অধিকার তো সমাজের নেই।

কিন্তু, মনে রাখা দরকার যে, প্রায় সমস্ত ধর্মীয় শিক্ষাই দান করা হয়েছে উপদেশ এবং সতর্ক-বাণী আকারে। এখানে এই পৃথিবীতে নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবার মত কোন ভূমিকাই নেই কোন ধর্মের কোন শিক্ষায়, যদি না কারো বিরুদ্ধে কোন নির্দিষ্ট অপরাধ সংঘটিত হয় এবং সেই অপরাধকে ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিতেও গণ্য করা হয় অপরাধ বলেই। এই শ্রেণীর অপরাধের মধ্যে পড়ে, খুন, চুরি, ডাকাতি, প্রতারণা, দুর্নীতি, অন্যের হক্ বা অধিকার হরণ। এছাড়া, এমন অনেক সামাজিক অপরাধ আছে যেগুলি, সব ধর্মের মতেই, গোটা সমাজের জন্যই বিষের মত। তবু, সে সমস্ত অপরাধের জন্য ব্যক্তি পর্যায়ে কোন শাস্তি দেওয়া হয় না। এজন্য গোটা সমাজটাকেই ভোগান্তি পোহাতে হয়। তাই, প্রয়োজন ব্যাপকতর সামাজিক আইনের যা এসব ক্ষেত্রেও ডিক্রী দিতে পারবে। মদ-খাওয়া এবং জুয়াখেলায় আশ্‌কারা দিলে তা তো গোটা সমাজের জন্য অতি-আশ্‌কারায় পরিণত হতে বেশী সময় লাগে না। কিন্তু, এটাই বিস্ময়ের সবটুকু নয়।

এছাড়াও, এই সব সমাজ তো ক্রমাগতভাবে অধিক ব্যয়বহুল হতে থাকে। জাতীয় আয়ের একটা মোটা অংশ নষ্ট হতেই থাকে। আবহাওয়া হতাশাব্যঞ্জক হয়ে ওঠে। মদ ও জুয়ার সাথে সাথে অপরাধও সংঘটিত হতে থাকে। দুঃখ-দৈন্য ও দুর্দশা বাড়তে থাকে। ফলে, পারিবারিক শান্তি নষ্ট হতে থাকে। এবং এসবই ঘটতে থাকে মদ ও জুয়ার উপজাত বা পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া হিসেবে। মদ্যপান ও জুয়াখেলার প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফলে বহু পরিবার নষ্ট হয়ে যায়, বহু তালাকের ঘটনাও ঘটে।

'সায়েন্টিফিক আমেরিকান'-এর মতে নেশাশক্তির প্রভাবে মারাত্মক কুফল দেখা দেয় অর্থনীতিতে এবং সমাজে। গৃহ-বিবাদ ছাড়াও, শিশু নির্যাতন, অজাচার, ধর্ষণ প্রভৃতিও ঘটছে সুরা এবং 'ফেটাল এ্যাল্‌কোহল সিন্‌ড্রোম'- এর প্রভাবে বাধানিষেধ অপসারিত হওয়ার দরুন।

মৃত্যুহারের পরিসংখ্যান:

- নেশাসক্তদের আয়ুর গড় ১০ (দশ) বৎসর করে কমে গেছে।
- সাধারণ মৃত্যুর হার পুরুষদের মধ্যে দ্বিগুণ হয়েছে এবং স্ত্রীলোকদের মধ্যে তিন গুণ'।
- সুরাসকত্তদের আত্মহত্যার হার বেড়েছে ছয়গুণ।
- সুরা হচ্ছে ২৫ থেকে ৪৪ বছরের পুরুষদের মৃত্যুর প্রধান চারটি কারণের একটিঃ দুর্ঘটনা, হত্যা, আত্মহত্যা এবং সুরাপান জনিত সিরোসিস।

বার্ষিক অর্থনৈতিক ক্ষতি

- উৎপাদ হ্রাস: ১৪.৯ বিলিয়ন ডলার।
- স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় বৃদ্ধি: ৮.৩ বিলিয়ন ডলার।
- দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতি: ৪.৭ বিলিয়ন ডলার।
- অগ্নিজনিত ক্ষতি: ৮.৩ বিলিয়ন ডলার।
- হিংস্র অপরাধজনিত ক্ষতি: ১.৫ বিলিয়ন ডলার।
- উল্লিখিত সব কারণের জন্য সমাজকে মাশুল দিতে হয়: ১.৯ বিলিয়ন ডলার।
- মোট ক্ষতি (সুরার অপব্যবহারজনিত): ৩১.৬ বিলিয়ন ডলার।

মদ্যপান, জুয়াখেলা, নাচ, গান ইত্যাদিকে আজকের দুনিয়াতে আনন্দভোগের নির্দোষ উপায় বা কার্যকলাপ হিসেবেই গণ্য করা হচ্ছে। এগুলোকে বিভিন্ন সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশরূপেও উপস্থাপিত করা হয়। এগুলোর প্রকাশ-ভঙ্গীর ক্ষেত্রে এক সামাজের সঙ্গে অন্য সমাজের ভিন্নতা থাকলেও মৌলিক দিক থেকে এগুলো অভিন্ন। বাতিল ভাস্কর্য এবং চিত্রশিল্প ইত্যাদিকে এখন আর সংস্কৃতির নির্দোষ অংশ বলে মনে করা হয় না; তবে এগুলো এত বেশী ভারী ও কঠিন কাজ যে, এগুলো অনেক সময় সমাজের ওপরে দারুণ বোঝা হয়ে দাঁড়ায় এবং সমাজের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে ফেলে। সমাজ তখন আর এর ধারা জারি রাখতে পারে না। মদ্যপান, জুয়াখেলা, নাচ, গান ইত্যাদি, তখন প্রতিনিয়ত বেশী বেশী করে সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে থাকে। তখন এগুলো এত দ্রুততার সঙ্গে যুবকদেরকে মোহত ও আকৃষ্ট করতে থাকে যে, দিগ্বিদিক ছুটাছুটি শুরু হতে আর তর সয় না।

(চলবে)

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী

ইসলামের সেবায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর অসাধারণ অবদান উপমহাদেশের বিশিষ্ট মুসলিম বিজ্ঞজন তথা বিরোধীদের অকপট স্বীকারোক্তি

মওলানা মুহাম্মদ আক্রামুল ইসলাম
মুরব্বী সিলসিলাহ

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) ১৮৮২ সনে দাবি করেন, মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে বিশ্বের বুকে ইসলাম ও কুরআনকে বিজয়ী করার লক্ষ্যে আমাকে আদিষ্ট করা হয়েছে। এ উদ্দেশ্যেই তিনি তাঁর সারাটা জীবন কঠোর চেষ্টা ও সাধনায় অতিবাহিত করেছেন এবং তাঁর উপর অর্পিত এ দায়িত্ব তিনি এমন সুচারুরূপে পালন করেছেন যে, যারা তাঁর দাবির ঘোর বিরোধী তারাও তাঁর কর্ম ও অবদানের ভূয়সী প্রশংসা করতে বাধ্য হয়েছে আর আল্লাহ্ তা'লার নিয়তিও এমন যে, তা আবার অক্ষয়ভাবে সংরক্ষণও করিয়েছেন যেন তা পরবর্তীদের জন্য হেদায়াত লাভের কারণ হয়।

নিম্নে এমনই কয়েকজন সমসাময়িক মুসলিম বিশিষ্ট বিজ্ঞজন তথা বিরোধীদের স্বগত অনুভূতির প্রকাশ ও অকপট স্বীকারোক্তি তুলে ধরা হলো–

আহলে হাদীস ফির্কার খ্যাতিমান নেতা মৌলভী মুহাম্মদ হোসাঈন বাটালভী সাহেব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা রচিত 'বারাহীনে আহমদীয়া' পুস্তকের বিষয়ে তার অভিমত ব্যক্ত করতে গিয়ে লিখেন–

'আমাদের দৃষ্টিতে এ পুস্তক বর্তমান যুগের অবস্থা অনুসারে এমন একটি পুস্তক যার সমতুল্য অন্য কোন পুস্তক আজ পর্যন্ত ইসলামের সেবায় প্রকাশিত হয় নি। ... আর এ পুস্তকের রচয়িতাও (অর্থাৎ মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব) ইসলামের সেবার ক্ষেত্রে আর্থিক ও মানসিকভাবে, লিখণী ও বক্তৃতার মাধ্যমে এবং দৈহিক ও মৌখিকভাবে এমন সব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন যার উপমা পূর্ববর্তী মুসলমানদের মাঝে নিতান্তই বিরল। আমার এ কথাকে কেউ যদি অত্যুক্তি মনে করেন তাহলে আমাকে কমপক্ষে এমন একটি পুস্তকের নাম বলে দিন যাতে বিশেষত আর্য ও ব্রাহ্ম সমাজের ইসলাম বিরোধী মতের বিরুদ্ধে এমন বলিষ্ঠ ও জোরালো কিছু বাক্য হলেও পাওয়া যায় আর এমন দু'চারজন ইসলামের সাহায্যকারীর নাম বলুন যারা তাদের সামর্থ্যানুযায়ী আর্থিক ও মানসিকভাবে এবং লিখণী ও বক্তৃতার মাধ্যমে ইসলামের সাহায্য করা ছাড়াও ব্যক্তিগতভাবে হলেও সহযোগিতা করেছেন। (ইশাআতুস সুন্নাহ, ৭ম খণ্ড, সংখ্যা ৬, পৃ. ১৬৯)

বিশিষ্ট মুফাসসের, সাংবাদিক, মুসলিম নেতা ও প্রসিদ্ধ শিক্ষাবিদ মাওলানা আবুল কালাম আযাদ সাহেব বলেন–

'তাঁর বিশেষ বৈশিষ্ট হল, ইসলাম বিরোধীদের বিরুদ্ধে তিনি এক বিজয়ী জেনারেলের দায়িত্ব পালন করেছেন আর এজন্য আমরা প্রকাশ্যেই এই স্বীকারোক্তি দিতে বাধ্য হয়েছি যেন মহান সেই আন্দোলন ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকে, যা আমাদের শত্রুদেরকে এক সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত পশ্চাদপদ ও বিপর্যস্ত করে রেখেছিল। ... ভবিষ্যত প্রজন্ম মির্যা সাহেবের এই সেবার প্রতি অনেক বেশি কৃতজ্ঞ থাকবে। কেননা, তিনি কলমের জিহাদকারীদের মাঝে প্রথম সারিতে অবস্থান করে ইসলামের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব পালন করেছেন এবং স্মৃতিস্বরূপ এমন সব রচনা রেখে গেছেন যা এখনো মুসলমানদের শিরা-উপশিরায় রক্তের ন্যায় প্রবাহিত হচ্ছে আর তাঁর ইসলাম সেবার প্রেরণাও প্রতিষ্ঠিত থাকবে যা তাঁর জাতীয় ব্রতের (মটো) শিরোনাম হিসাবে গণ্য হয়।' (আখবারে মিল্লাত, লাহোর, ৭ জানুয়ারি ১৯১১ইং)

জনাব খাজা গোলাম ফরিদ সাহেব চাচরাশরীফ বলেন, 'হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়নী সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং স্বীয় দাবিতে তিনি নিষ্ঠাবান ও সত্যবাদী। পরম পবিত্র সত্তা আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতে তিনি অষ্টপ্রহর ডুবে থাকেন এবং ইসলামের উন্নতি ও ধর্মীয় বিষয়াদির উন্নয়ন সাধনের লক্ষ্যে পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে সচেষ্ট থাকেন। আমি তাঁর মাঝে কোন মন্দ ও খারাপ বিষয় দেখি না। তিনি যদি মাহ্দী ও ঈসা হওয়ার দাবিও করে থাকেন তবুও তা এমন একটি বিষয় যা বৈধ ও সংগত। (ইশারাতে ফরিদী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৭৯, ফার্সী অনুবাদ)

মুফাক্কেরে আহরার জনাব চৌধুরী আফযাল হক সাহেব বলেন, 'মুসলমানদের বিভিন্ন ফির্কার মাঝে কোন জামা'তই তবলীগের উদ্দেশ্য নিয়ে সৃষ্টি হতে পারে নি। তবে হ্যাঁ! এক ব্যক্তি মুসলমানদের উদাসীনতায় ব্যাকুল হয়ে ছোট একটি জামা'ত সাথে নিয়ে ইসলামের প্রচার ও প্রসারে অগ্রগামী হন। ... তিনি তাঁর জামা'তের মাঝে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের জন্য এমন এক ব্যাকুলতা সৃষ্টি করে গেছেন যে, কেবল মুসলমান ফির্কাগুলোর জন্যই নয় বরং পৃথিবীর সমস্ত প্রচারণামূলক গোষ্ঠির জন্যই তা অনুকরণীয়। (ফিতনা ইরতেদাদ ওর পোলিটিক্যাল কালাবাযিয়াঁ, পৃ. ১২৪)

দিল্লীর 'কার্জন গেজেট' পত্রিকার সম্পাদক জনাব মির্যা হেয়রাত দেহলভী সাহেব বলেন,'আর্য সমাজী ও খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে ইসলামের সপক্ষে মরহুম (মির্যা সাহেব) যে মহান সেবা করে গেছেন নিশ্চিতভাবে তা প্রশংসার দাবি রাখে। ধর্মীয় বিতর্কের চিত্রই তিনি পাল্টে দিয়ে গেছেন এবং ভারতবর্ষে এক নতুন সাহিত্যের ভিত্তি রচনা করেছেন। একজন মুসলমান হিসাবেই নয় বরং একজন গবেষক হিসেবে এ বিষয়টি আমি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে স্বীকার করি যে, বড় বড় আর্য সমাজী এবং পাদ্রীরা মরহুম (মির্যা সাহেবের) সামনে মুখ খোলার ধৃষ্টতা দেখাতো না। (কার্জন গেজেট, দিল্লী, ১ জুন ১৯০৮, সিলসিলায়ে আহমদীয়া, পৃ. ১৮৯)

'সিয়াসত' পত্রিকার সম্পাদক জনাব মাওলানা হাবীব সাহেব বলেন, আর্য সমাজী এবং খ্রিষ্টান মুবাল্লেগরা যখন ইসলামের বিরুদ্ধে দুর্নিবার আক্রমণ চালাচ্ছিল তখন যে সব আলেমে-দীন বিদ্যমান ছিলেন তারা তো তাদের সাধ্যমত শরিয়ত তথা ইসলামের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার্থে আত্মনিয়োগ করেছিলেন কিন্তু কেউই তেমন সফল হতে পারেন নি। ঠিক সেই সময় মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী সাহেব উক্ত পরিস্থিতি সামাল দিতে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং খ্রিষ্টান পাদ্রী ও আর্য উপদেশকদের বিরুদ্ধে ইসলামের পক্ষ নিয়ে সিনা টান করে দাঁড়িয়ে যান। ... এ কথা বলতে আমি একটুও দ্বিধা করি না যে, মির্যা সাহেব তাঁর এ দায়িত্ব অত্যন্ত সুন্দর ও সুচারুরূপে পালন করেছেন এবং ইসলামের শত্রুদের বিষদাঁত ভেঙ্গে দিয়েছেন। (তাহরীকে কাদীয়ান, পৃ. ২০৮)

বিশিষ্ট সাহিত্যিক, কবি এবং সম্পাদক জনাব আল্লামা নিয়ায ফতেহপুরী সাহেব বলেন, এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ইসলামী নৈতিকতাকে তিনি পুনর্জীবিত করে দিয়েছেন আর এমন একটি জামা'ত প্রতিষ্ঠা করে দেখিয়েছেন, যাদের জীবনকে আমরা নিশ্চিতভাবে নবী করীম (সা.)-এর পবিত্র জীবনাদর্শের প্রতিচ্ছবি বলতে পারি। (মুলাহেযাতে নিয়ায ফতেহপুরী, পৃ. ২৯)

জনাব সৈয়্যদ মুমতাজ আলী ইমতিয়াজ সাহেব বলেন, মরহুম মির্যা সাহেব খুবই পবিত্রচেতা ও উচ্চমার্গের বুযূর্গ ছিলেন। পুণ্যকর্মের ক্ষেত্রে তিনি এমন শক্তিমত্তার অধিকারী ছিলেন যে, কঠোরতর মানুষের হৃদয়কেও তিনি বশ মানিয়ে ফেলতেন। তিনি একজন বিদগ্ধ আলেম, উচ্চ মার্গের সংশোধনকারী এবং পবিত্র জীবনের দৃষ্টান্ত ছিলেন। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা তাঁর মসীহ্ মাওউদ হওয়ার দাবি মানি না ঠিকই কিন্তু তাঁর হেদায়াত ও পথনির্দেশ মৃত হৃদয়গুলোর জন্য নিশ্চিতভাবে মসীহ্সদৃশই ছিল। (তাহযীবুন নিসওয়া লাহোর, ১৯০৮ইং)

'সাদেকুল আখবার' পত্রিকা লিখেছে, মির্যা সাহেব তাঁর জোরালো বক্তৃতা ও যুগান্তকারী লিখনীর মাধ্যমে ইসলামের শত্রু ও ইসলাম বিরোধীদেরকে তাদের অথর্ব সব আপত্তির দাঁতভাঙ্গা উত্তর দিয়ে চিরতরে চুপ করিয়ে দিয়েছেন। আর প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে, 'সত্য'-সত্যই হয়ে থাকে। ইসলাম সেবার দাবি যথাযথভাবে পূর্ণ করার মাধ্যমে ইসলাম ধর্মের সেবার ক্ষেত্রে কোন একটি মুহূর্তও তিনি নষ্ট করেন নি। (বদর, ২০ আগষ্ট ১৯০৮, পৃ. ৬)

আমাদের খোদা

"দিনে রাতে মোর প্রাণে বাজে সদা এই ভুবনের আছে এক খোদা।"

ডিসেম্বর ১৯৯৮ সালে জলসা সালানায় প্রদত্ত বক্তৃতা

মূল **হাফেয ড. সালেহ মুহাম্মদ আলদীন**

(৪র্থ ও শেষ কিস্তি)

(৯) আমাদের খোদা সত্যিকারের খোদা

আল্লাহ্ তা'লার এক নাম 'আল হক'। অর্থাৎ তিনি সত্য ও সত্যতার উৎসস্থল। সত্য ও সত্যবাদিতার উৎসধারা। তিনি সত্যের শিক্ষা দেন এবং সত্যকে বিজয়ী করেন। কুরআন মজিদে আল্লাহ্ তা'লা বলেন : "ওয়াকুল জা আল হাক্কু ওয়া যাহাকাল বাতিল। ইন্নাল বাতিলা কানা যাহুকা।"

অর্থাৎ- সকলকে বলে দাও, "সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। নিশ্চয়ই মিথ্যা বিলীন হওয়ারই যোগ্য।

পৃথিবীতে যখন একজন নবী আসেন তখন সে আল্লাহ্ তা'লার আদেশে দুনিয়াবাসীকে খোদার দিকে আহ্বান করেন আর সত্যবাদিতা শিক্ষা দেন। তারা বাহ্যত দুর্বল ও সহায় সম্বলহীন হয়ে থাকেন আর তাঁর বিরুদ্ধবাদীরা শক্তিশালী হয়ে থাকেন। লোকেরা তাঁর বিরোধিতা করেন এবং তাঁর আগমনের উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করতে উঠে-পরে লেগে যায়। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা তাঁর রসূলের সাহায্য করেন। আল্লাহ্ তা'লার রসূল বিরুদ্ধবাদীদের ওপর জয়যুক্ত হন। কুরআন শরীফে আল্লাহ্ তা'লা বলেন :

"কাতাবাল্লাহু লা আগলিবান্না আনা ওয়া রুসুলি। ইন্নাল্লাহা কাতয়িয়্যুন আযিয।" (সূরা মুজাদালা : ২২)

অর্থাৎ- আল্লাহ্ সিদ্ধান্ত করে নিয়েছেন যে, নিশ্চয়ই আমি এবং আমার রাসূলগণই বিজয়ী হব। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মহাশক্তিধর, মহাপরাক্রমশালী।

সমস্ত রাসূলগণের জীবন এই কথার প্রমাণ যে, সত্য বিজয়ী হয়েছে এবং মিথ্যা পরাভূত হয়েছে। আমাদের রসূল পাক আঁ-হযরত (সা.)-এর পবিত্র জীবনী এই সত্যতার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। তিনি ঘোষণা করেছেন, তিনি আল্লাহ্‌র রাসূল এবং এক খোদার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন এবং অংশীবাদিতা পরিত্যাগ করার শিক্ষা দেওয়ার ফলশ্রুতিতে চরম বিরোধিতা হয়। এমনকি আল্লাহ্ তা'লার আদেশে তাঁকে মক্কা ছেড়ে মদীনায় হিজরত করতে হয়। একটু ভাবুন তো! রাসূলে খোদা (সা.)-কে শুধুমাত্র একজন সাথী নিয়ে রাতের আঁধারে মাতৃভূমি ছাড়তে হয়। তিনি 'সওর' গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। শত্রুরা গুহা পর্যন্ত পৌঁছে যায়। কিন্তু তারা গুহায় প্রবেশ করতে পারেনি আর আঁ-হযরত (সা.) স্বীয় অনুচর হযরত আবু বকর (রা.)কে সান্তনা দিয়ে বলেন :

"লা তাহযান ইন্নাল্লাহা মা আনা" (সূরা আত্তাওবা : ৪০)

অর্থাৎ- দুঃখ করো না। আল্লাহ্ আমাদের সাথে আছেন। এরপর কয়েক বছরের মধ্যেই আঁ-হযরত (সা.) দশ হাজার সহচরবৃন্দ নিয়ে বিজয়ী বেশে মক্কায় প্রবেশ করেন এবং শত্রুদের প্রমাণ করে দেন আর আল্লাহ্ তা';লার এই কথা প্রতাপের সাথে পূর্ণ হয়–"ওয়াকুল জা আল হাক্ক ওয়া যাহাকাল বাতিল। ইন্নাল বাতিলা কানা যাহুকা।" অর্থাৎ- বল, সত্য এসেছে আর মিথ্যা বিদূরিত হয়েছে। আর মিথ্যা বিদূরিত হওয়ারই ছিল।

আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা মুহাম্মাদিও ওয়া আলা আলে মুহাম্মদ। ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম। ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ।

বর্তমান যুগে আঁ-হযরত (সা.)-এর উম্মত থেকেই আল্লাহ্ তা'লা তাঁর প্রিয় গোলাম হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী সাহেব, মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে পৃথিবীর সংশোধনকল্পে প্রেরণ করেছেন। তিনি আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে জ্ঞান লাভ করে এই সত্য কথা মানুষকে বলেছেন যে, হযরত ঈসা (আ.) মারা গেছেন এবং হযরত ঈসা (আ.)-এর পুনরাগমনের ভবিষ্যদ্বাণী তাঁর মাধ্যমে পূর্ণ হয়েছে। তাঁরও প্রচণ্ড বিরোধিতা হয়। মৌলভীরা তাঁর বিরোধিতায় চেষ্টার কোন ত্রুটি করেনি। সাধারণ লোকেরাও বিরোধিতায় মত্ত হয়েছে। মুসলমান, খ্রিষ্টান ও হিন্দুরা তাঁর বিরোধিতায় লিপ্ত হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে এই বলে সান্তনা দিয়েছেন যে, তিনি তাঁর সাথে আছেন। তিনি খোদা তা'লার পক্ষ তেকে এই মর্মে ইলহাম লাভ করেছেন যে,

"আমি তোমার প্রচারকে পৃথিবীর প্রান্তে-প্রান্তে পৌঁছাব।" আর হয়েছেও তাই। এখন খোদা তা'লার অনুগ্রহে আহমদীয়া মুসলিম জামাত– যার ভিত্তি তিনি ১৮৮৯ সালে আল্লাহ্‌র আদেশে রেখেছিলেন– আজ দেড় শতাধিক দেশে বিস্তৃতি লাভ করেছে, বর্তমানে ২১০টি দেশে আলহামদুলিল্লাহ্। এখনও বড় ধরণের বিরোধিতার ধারা প্রবাহমান, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা সত্যকে বিজয় দান করেছেন। সেই সাথে আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে প্রতি বছর লক্ষ-লক্ষ লোক হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর চতুর্থ খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ সাহেব (আই.) [বর্তমানে পঞ্চম খলীফার যুগ চলছে– অনুবাদক]-এর হাতে বয়াত করে

আহমদীয়া জামাতে প্রবেশ করেছে। আলহামদুলিল্লাহ্।

"নিজ বান্দার হেদায়াত দেন
কারামাত দেখান তাদের করে
অত্যাচারিতদের মিনতি শুনেন
উচ্চকিত করেন সত্যতারে।"

(কালামে মাহমুদ)

(১০) আমাদের খোদা বড় ভালবাসাপূর্ণ খোদা

আমাদের খোদর এক নাম 'ওয়াদুদ'। অর্থাৎ, তিনি অনেক ভালবাসেন। কুরআন মজিদে আল্লাহ্ তা'লা বলেন :

'ওয়াসতাগফিরু রাব্বুকুম সুম্মা তুবু ইলাইহি। ইন্না রাব্বি রাহিমুও ওয়াদুদ।' (সূরা হুদ : ৯১)

অর্থাৎ- এবং তুমি তোমার প্রভুর কাছে ক্ষমা চাও। পুনরায় তার দিকে পরিপূর্ণভাবে ঝুক। নিশ্চয় আমাদের প্রভু বারবার কৃপাকারী ও অনেক ভালবাসা দানকারী।

সূরা বুরুজে বলা হয়েছে :

'ওয়া হুয়াল গাফুরুল ওয়াদুদ।' (সূরা বুরুজ : ১০)

অর্থাৎ- তিনি অনন্ত ক্ষমাশীল এবং অপার ভালবাসাদানকারী। মানুষ যতই পাপী হোক না কেন, খোদা তা'লার অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হওয়া উচিত নয়। কুরআন মজিদে আল্লাহ্ তা'লা বলেন : 'কুল ইয়া ইবাদি ইয়াল্লাযিনা আসরাফু আলা আনফুসিহিম লা তাক নাতু মির রাহমাতিল্লাহ্! ইন্নাল্লাহা ইয়াগফিরুয্‌যুনুবা জামিআ। ইন্নাহু হুয়াল গাফুরুর রাহিম।' (সূরা যুমার : ৫৪)

অর্থাৎ- হে রাসূল! তুমি আমাদের পক্ষ হতে তাদেরকে বলে দাও, হে আমার বান্দারা! যারা পাপ করে স্বয় প্রাণের ওপর যুলুম করেছে, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেন। নিশ্চয়ই তিনি মহা ক্ষমাশীল ও বারবার দয়াকারী।

কুরআন মজিদে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন :

"আল্লাহ্ তা'লা বারবার তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী ও পবিত্রতা অবলম্বনকারীদের ভালবাসেন।" (সূরা বাকারা : ২২৩)

"তাকওয়া অবলম্বনকারীদের ভালবাসেন।" (সূরা আত্‌তাওবা : ৯)

"অনুগ্রহকারীদের ভালবাসেন।" (সূরা বাকারা : ১৯৬)

"ইনসাফকারীদের ভালবাসেন।" (সূরা আল মায়েদা : ৪৩)

"ধৈর্যশীলদের ভালবাসেন।" (সূরা আলে ইমরান : ১৪৭)

"ভরসাকারীদের ভালবাসেন।" (সূরা আলে ইমরান : ১৬০)

–যিনি খোদার সন্তুষ্টিতে বিলীন ছিলেন. তাঁর সাথে আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ ভালবাসার ব্যবহারের বর্ণনা কুরআন মজিদে এসেছে, 'ওয়া মিনান্নাসে মাইয়্যাশরি নাফসাহুব তিগা আ মারদা তিল্লাহ্। ওয়াল্লাহু রাউফুম বিল ইবাদ।' (সূরা বাকারা : ২০৮)

অর্থাৎ- এবং কিছু লোক এমনও আছে যারা আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য স্বীয় জীবন সমর্পণ করে দেয়। আর আল্লাহ্ নিজে এমন প্রকৃত বান্দার প্রতি ভালবাসা রাখেন। এভাবে আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় রাসূলদের মাধ্যমে পৃথিবীবাসীকে নিজের দিকে আহ্বান করে থাকেন। বর্তমান বস্তুবাদী যুগেও তিনি আমাদেরকে আঁ-হযরত (সা.)-এর প্রেমিক হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে তাঁর দিকে আহ্বান করেছেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) অনেক আবেগপূর্ণ ভাষায় স্বীয় পুস্তক 'কিশতিয়ে নূহ্'-তে বলেছেন:

"আমাদের খোদা অজস্র আশ্চর্য গুণাবলীর অধিকারী। কিন্তু সে ব্যক্তিই তা দেখতে পায়, যে সততা ও বিশ্বস্ততার সাথে তাঁর হয়ে যায়। যারা দৃঢ় বিশ্বাস ও প্রেম লাভ করে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র হয়ে গেছেন এবং স্বার্থপরতার গন্ডি ও প্রবৃত্তির দাসত্ব হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্তিলাভ করেছেন, তাদের জন্য আল্লাহ্ তা'লা তাঁর অলৌকিক শক্তি প্রদর্শন করেন। কত হতভাগ্য সেই ব্যক্তি যে আজও জানে না যে, তার এরূপ এক খোদা আছেন, যিনি সর্ব বিষয়ে শক্তিমান। আমাদের খোদাতেই আমাদের বেহেশ্‌ত। আমাদের খোদাতেই আমাদের আনন্দ। কেননা আমি তাঁকে দেখেছি এবং সর্ব-সৌন্দর্য তাঁর মাঝে পেয়েছি। প্রাণের বিনিময়েও এ ধন লাভ করার যোগ্য। সবকিছুর বিনিময়েও এ রত্ন ক্রয় করা আবশ্যক। হে দুর্বোধেরা! এই ঝর্ণার দিকে দ্রুত ধাবমান হও যেন এটি তোমাদেরকে প্লাবিত করে দেয়। এটি জীবনের ঝর্ণা- যা তোমাদেরকে বাঁচাবে। আমি কি করি? কিতাবে এই সুসংবাদকে মানুষের হৃদয়ে গেঁথে দিব? কোন জয়ঢাক দিয়ে বাজারে-বন্দরে ঘোষণা করব যে, তিনিই আমাদের খোদা! এবং মানুষে কর্ণগোচর করার জন্য আমি কোন ঔষধ প্রয়োগ করব? যেন শুনার জন্য তাদের কর্ণ উন্মুক্ত হয়।"

(কিশতিয়ে নূহ্, রূহানী খাযায়েন, ১৯ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬১-৬৬)

সবশেষে সহীহ্ মুসলিম কিতাবুত তাওবা থেকে সৈয়্যদনা হযরত (সা.)-এর একটি চমৎকার হাদীস উদ্ধৃত করছি। যার অনুবাদ হলো: হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, আঁ-হযরত (সা.) বলেছেন যে, আল্লাহ্ তা'লা বলেন: আমি আমার বান্দাদের সাথে তার ধারণা অনুযায়ী ব্যবহার করে থাকি। যে ধারণা সে আমার সম্বন্ধে পোষণ করে থাকে। যেখানেই সে আমাকে স্মরণ করুক না কেন, আমি তার সাথে থাকি। খোদার কসম! আল্লাহ্ তা'লা তাঁর বান্দার তওবায় এত আনন্দিত হন যে, কোন ব্যক্তি জঙ্গলে কোন হারানো উট পেলেও এত আনন্দিত হয় না। আল্লাহ্ তা'লা বলেন: যে ব্যক্তি আমার দিকে এক বিঘত পরিমাণ অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে এক হাত অগ্রসর হই। যে ব্যক্তি আমার দিকে এক হাত অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে দুই হাত অগ্রসর হই। আর যে আমার দিকে হেঁটে আসে, আমি তার দিকে দৌড়ে আসি।" (মুসলিম: কিতাবুত তাওবা, বাব ফি আলহাজ আলা তাওবা, হাদিবুস সালেহীন, হাদিস নং- ৬৮)

"ক্ষমায় ঢাকেন পাপরাশি যত
রহমত করেন দরিদ্রদের তত
দিবানিশি বাজে এই তান সদা
এ আমার খোদা, এ আমার খোদা।"

(কালামে মাহমুদ)

ওয়া আখেরুদ দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।

ভাবানুবাদ : **মোহাম্মদ এহসানুল হাবীব জয়**

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী

ইযালায়ে আওহাম (২য় অংশ)

(সন্দেহ-সংশয় নিরসন)

প্রণয়ন ও প্রকাশনা ১৮৯১

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)

(৫ম কিস্তি)

(১৮) নং প্রশ্ন: ইব্‌নে-সাইয়াদকে (হাদীসাবলীতে) যদি দাজ্জাল বলে নির্ধারণ করা হয়ে থাকে তাহলে এতে করে 'মুসলিম' বর্ণিত 'দামেস্ক' সম্পর্কিত হাদীসটির কী-বা ক্ষতি হয়? কেননা কোন কোন রিওয়ায়াত বা বর্ণনায় জানা যায় যে, ইব্‌নে-সাইয়াদ নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিল এবং সে কিয়ামতের নিকটবর্তী কালে আত্মপ্রকাশ করবে।

উত্তর: ইব্‌নে-সাইয়েদের নিখোঁজ হওয়া সহীহ্ (প্রমাণ্য) রিওয়ায়াতের মাধ্যমে কক্ষণও প্রমাণিত নয়, যেমনটি আমি পূর্বেও লিখে এসেছি মদীনায় তার মারা যাওয়া চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত। তাছাড়া, সে নিখোঁজ হয়েছিল বলে যদি ধরেও নেয়া হয়, তাহলে এতে করে কি এ যাবৎকাল পর্যন্ত সে জীবিত আছে বলে প্রমাণিত হয়ে যাবে?! এখন আপনারা কি এ মর্মে বর্ণিত সে-সব সহীহ্ (প্রমাণ্য) হাদীসমূহও বিস্মৃত হয়েছেন যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'আমাদের যুগ থেকে এক শ' বছর পর্যন্ত কোনো মানুষ পৃথিবীতে জীবিত থাকবে না'?

স্মরণ থাকা আবশ্যক, শিয়া সম্প্রদায়ের লোক (তাদের দ্বাদশ) ইমাম মুহাম্মদ মাহ্‌দী সম্পর্কেও এ আকিদা (বিশ্বাস) রাখেন যে, তিনি জীবিত থাকা কালেই একটি গুহায় আত্মগোপন করেন। আর সেই থেকে নিখোঁজ রয়েছেন এবং কিয়ামতের নিকটবর্তীকালে আত্মপ্রকাশ করবেন। আহ্‌লে সুন্নত জামাতের লোক এই ধারণাটিকে ভ্রান্ত বলে মনে করেন, আর এই (মর্মে বর্ণিত) হাদীসসমূহ পেশ করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'এক শ' বছর পর পৃথিবীতে (এ সমসাময়িক লোকদের) কেউ জীবিত থাকতে পারে না।' অতএব আহলে-সুন্নত জামাতের 'ময্‌হব' (মতবাদ) হলো, ইমাম মুহাম্মদ মাহ্‌দী মারা গেছেন। আখেরী যুগে তাঁর নামে (তাঁরই প্রতিচ্ছবি ও সদৃশস্বরূপ) আরেকজন ইমাম সৃষ্টি হবেন। কিন্তু গবেষকদের মতে মাহ্‌দীর আগমন কোনো সুনিশ্চিত বিষয় নয়।

এ বিষয়ে চিন্তা করলে আমার কাছে প্রতীত হয় যে, প্রকৃতপক্ষে আলোচ্য বিষয়টিতে শিয়া ও আহ্‌লে সুন্নতের মাঝে বিরাজমান মতভেদটিতে কোনো ঐতিহাসিক ত্রুটি প্রভাবশীল নয়। বরং আসল বিষয় হলো, শিয়াদের রেওয়ায়াত বা বর্ণনাসমূহ সম্মানিত সৈয়দ বংশীয় শীর্ষ ইমামদের সূক্ষ্মতত্ত্বমূলক কাশ্‌ফ বা দিব্যদর্শনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বলে প্রতীয়মান হয়। 'ইস্‌না আশারি' শিয়াদের বারো ইমাম যেহেতু অতি উচ্চ পর্যায়ের পবিত্র ও সত্যপরায়ণ এবং ওই সকল লোকের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাদের প্রতি কাশ্‌ফ ও দিব্যদর্শন দ্বারা (সূক্ষ্মজ্ঞান-তত্ত্ব) উন্মোচিত হতো বিধায়, যথাসম্ভব কতিপয় শীর্ষ ইমাম খোদা তা'লার পক্ষ থেকে ইল্‌হামপ্রাপ্ত হয়ে আলোচ্য বিষয়টিকে সেই ভিত্তি ও রীতিতে বর্ণনা করে থাকবেন, যে ভিত্তি ও রীতিতে মালাকী নবী তাঁর কিতাবে এলিয়া নবীর পুনরাগমনের ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণনা করেছিলেন। আর যেভাবে সাম্প্রতিককালে হযরত মসীহ্‌র পুনরাগমনের বিষয়টির প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছে– প্রকৃতপক্ষে অবিকল সেভাবে ও সে অর্থেই উল্লিখিত ইমামের অনুরূপ আরেকজন ইমাম আসবেন যিনি তাঁরই নামে– তাঁরই ক্ষমতা, বৈশিষ্ট্য ও গুণ সম্পন্ন হবেন। অন্য কথায়, যেন তিনিই আসবেন। অতঃপর এ সূক্ষ্মতত্ত্বটি যখন পার্থিব ধ্যান-ধারণা সম্পন্ন লোকদের মাঝে ছড়ালো তখন তারা তাদের বুদ্ধি-বিবেচনায় এ আকিদা-বিশ্বাসই ধারণ করে থাকবে যে, সেই ইমাম সহস্র সহস্র বছর ধরে কোনো গুহায় লুকিয়ে আছেন এবং আখেরী যুগে বেরিয়ে আসবেন। কিন্তু এটা স্পষ্ট যে এরকম ধারণা সঠিক নয়।

এটা এক সাধারণ বাগ-ধারার বিষয় যে, কোনো ব্যক্তি যখন অন্য কারও রঙে রঙীণ এবং তারই স্বভাব-চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন

হয়ে আসে তখন বলা হয়, যেন সে ব্যক্তিই চলে এসেছে। সূফীপন্থীরাও এসব বিষয় সাধারণভাবে স্বীকার করেন এবং বলেন, 'কতক আওলিয়ার আত্মা তাঁদের পরে আগমনকারী ওলীগণের অভ্যন্তরে বিরাজ করেছে।' এ উক্তিটি দ্বারা তাঁরা এটাই বুঝিয়েছেন যে, কতক আওলিয়া কতক আওলিয়ার স্বভাব ও শক্তিধারণ করে এসে থাকেন– যেন তারাই ফিরে আসেন।

(১৯নং) প্রশ্ন: মসীহ্-ইবনে-মরিয়ম যদি প্রকৃতপক্ষেই মারা গিয়ে থাকেন তাহলে তেরো শ' বছর ধরে আজ পর্যন্ত হযরত মসীহ্‌কে দেহসহ জীবাতাবস্থায় আকাশে উঠানো হয়েছে বলে প্রসিদ্ধ যে-বিশ্বাসটি চলে আসছে এটি কি আজ মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়ে গেলো?

উত্তর: অতএব জানা আবশ্যক, এটা একেবারে বানানো মিথ্যা যে, হযরত মসীহ্‌কে দেহসহ জীবিতাবস্থায় উঠানো হয়েছে। এটা স্পষ্ট যে, উম্মতের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী- সবার যদি কোনো একটি কথার ওপর 'ইজমা' (মতৈক্য) প্রতিষ্ঠিত হতো তাহলে তফসীর লিখকগণ (তাদের রচিত গ্রন্থাবলীতে) উল্লিখিত ক্ষেত্রে বিভিন্ন অভিমত লিপিবদ্ধ করতেন না। কিন্তু এমন কোন্ তফসীরকারক রয়েছেন যিনি আলোচ্য বিষয়ে বিভিন্ন মতামত লিপিবদ্ধ করেন নি? তারা কখনও বলেন, 'হযরত মসীহ্‌কে ঘুমন্ত অবস্থায় আকাশে উঠানো হয়েছিল।' আবার কখনও বলেন, 'তিনি মারা যান এবং তাঁর রূহ বা আত্মাকে ওঠানো হয়েছে।' আবার কখনও তাঁরা কুরআন শরীফের ভুল বের করেন এবং বলেন যে, "ইন্নি মুতাওয়াফ্‌ফীকা ওয়া রাফিউকা"– আয়াতটিতে প্রকৃতপক্ষে 'মুতাওয়াফ্‌ফিকা' বাক্যটি পরে হওয়া উচিত। কাজেই এটা স্পষ্ট যে, তাদের 'ইজমা' (ঐকমত্য) যদি কেবল একটি কথায় প্রতিষ্ঠিত হতো, তাহলে কেনই বা তারা সবাই তাদের তফসীরগুলোতে (পরস্পর বিরোধী) বিভিন্ন মতামত একত্রে সন্নিবেশিত করতেন? অতএব যখন একটি নির্দিষ্ট অভিমতে দৃঢ়বিশ্বাস নেই তখন আর 'ইজমা' (সর্বসম্মত ঐকমত্য) কোথায় সাব্যস্ত হল?!

'তেরশ বছর পর কেবল আপনিই জানতে পারলেন?' এ আপত্তিটির উত্তর হলো, প্রকৃতপক্ষে (হযরত ঈসার মৃত্যু সম্পর্কিত) এ তথ্যটি নতুন নয়। এর প্রথম বর্ণনাকারী তো (বোখারী শরীফে লিপিবদ্ধ হাদীসে) হযরত ইবনে আব্বাসই ছিলেন। কিন্তু এখন খোদা তা'লা এ অধমের প্রতি এ তত্ত্বটির প্রকৃতস্বরূপ সুপ্রকাশিত করেন এবং অন্যান্য অভিমতের মিথ্যা সাব্যস্ত করেন, যাতে করে অভিমত উপস্থাপনের ক্ষেত্রে তিনি তাঁর বান্দার কিরামত ও অলৌকিকত্ব প্রদর্শন করেন আর যাতে করে বুদ্ধিমান মানুষ মাত্রই বুঝে যান যে বিশেষভাবে এ দিকনির্দেশনাটি খোদা তা'লার পক্ষ থেকে প্রদত্ত। কেননা এটি যদি সাধারণভাবে অনুধাবন ও বুদ্ধিলব্ধ কাজ হতো, তাহলে অন্যান্য লোকও উল্লিখিত সত্যটি এর সত্যতার ওই যাবতীয় দলিল-প্রমাণসহ তুলে ধরতে পারতো– যা এ অধমের সদ্য প্রকাশিত গ্রন্থাবলীতে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

সাধারণভাবে উপস্থাপিত এই প্রশ্নাবলী এখানে সমাপ্ত হলো। এ যাবতীয় প্রশ্নের কারণে সত্যের আরও স্পষ্ট ও উজ্জ্বলতর হওয়া ছাড়া কোনো ক্ষতি সাধিত হতে পারে না। দর্শকগণ যারাই আদ্যোপান্ত এ গ্রন্থটি পাঠ করবেন তারা উত্তমভাবে উপলব্ধি ও দৃঢ়বিশ্বাসে উপনীত হবেন যে, আমাদের বিরুদ্ধবাদীদের হাতে কেবল অলীক সন্দেহ-সংশয় ছাড়া কিছুই নেই। সব দিক দিয়ে পরাস্ত হয়ে তারা বারবার এ সন্দেহটি উপস্থাপন করেন যে, ইবনে-মরিয়মের অবতীর্ণ হওয়ার বিশ্বাস কিতাবসমূহে লেখা আছে। আর তারা আমাদের এ কথাটি বুঝতে পারেন না যে, খোদা তা'লা কি বিশেষ কতক গুণাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে অন্য কারও নাম 'ইবনে-মরিয়ম রাখতে পারেন না? তাজ্জবের বিষয় যে, আপনারা তো সর্বদা নিজেদের সন্তানদের নবী-রসূলগণের নাম রাখেন। বরং এক একজনের নামে একাধিক তথা দুই দুইজন নবীর নাম হয়ে থাকে, যেমন– মুহাম্মদ ইয়াকুব, মহাম্মদ ইব্রাহীম, মুহাম্মদ মসীহ্, মুহাম্মদ ঈসা, মুহাম্মদ ইসমাঈল, আহমদ হারূণ (ইত্যাতি)। কিন্তু খোদা তা'লা যদি তাঁর কোনো বান্দাকে এসকল নামের মাঝে কোনো নামে ডাকেন (তথা ওই নামে তাকে অভিহিত করেন) অথবা এ সকল নবীর নাম ও উপ-নামগুলোর মধ্যকার কোনো নাম বা উপনাম তাঁর কোনো প্রত্যাদিষ্ট বান্দাকে দান করেন, তাহলে তারা একে কুফ্‌র মনে করেন। অন্যকথায়, যে-কাজটি করা তাদের পক্ষে জায়েজ সেটি করা খোদা তা'লার পক্ষে তারা জায়েজ মনে করেন না! অথচ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলে গেছেন যে, এই উম্মতে বনী ইস্রাঈলের নবীগণের সদৃশ ও প্রতিচ্ছবি আসবেন, হতে থাকবেন। কাজেই দুনিয়াতে উল্লেখিত সদৃশদের আসা কি জরুরী ও আবশ্যকীয় ছিল না? অতঃপর খোদা তা'লা যদি হযরত মসীহ্‌র সদৃশ ও প্রতিচ্ছবি হওয়ার দরুন কারও নাম-'ইবনে-মরিয়ম' রাখেন, তবে এতে তিনি কী-বা অনুচিত করেছেন? আর এমনটি করার পক্ষে এ দলিল-প্রমাণ স্পষ্ট যে, পরলোকগত ব্যক্তি তো পুনরায় দুনিয়ায় আসতে পারেন না...* [* পাদটীকা: মূল পুস্তকে 'ভড' চিহ্ন রয়েছে –অনুবাদক] এবং খোদা তা'লাও নবীদের দু'টি করে মৃত্যু কখনও দেন না। তাঁর বিধিবদ্ধ হুকুম এটাই যে এ দুনিয়া থেকে যে-ব্যক্তি চলে যায় সে চিরকালের জন্যই যায়, সে আর ফিরে আসে না। যেমন, তিনি বলেন, "ফা-ইউম্ সিকুল্-লাতি ক্বাযা আলাইহাল্ মওত" অর্থাৎ, যাকে তিনি মৃত্যু দেন তার আত্মাকে আটকে দেন, সেটি দুনিয়াতে আর ফিরে আসতে পারে না' (আয্-যুমার: ৪৩)। তিনি আরও বলেছেন, "লা ইয়াযুকূনা ফিহাল মওতা ইল্লাল্ মওতাতাল্ উলা" (দুখান: ৫৭)। অর্থাৎ, 'বেহেশ্‌তবাসীদের ওপর দ্বিতীয় (বার) মৃত্যু আসবে না। একটি মৃত্যু যা আসার ছিল সেটি এসে গেছে।'

এখন যারা বলেন, 'হযরত মসীহ্ যিনি মারা গেছেন খোদা তা'লা কি তাঁকে পুনরায় জীবিত করে দুনিয়াতে পাঠাতে পারেন না?' অন্য কথায়, তাদের দৃষ্টিতে হযরত মসীহ্ বেহেশ্‌তবাসী নন! তাই তারা তাঁর জন্য দু'টি মৃত্যু নির্ধারণ করেন!! হে মহোদয়গণ, নিজেদের কথার জেদ ধরে হযরত মসীহ্‌কে বার বার কেন মারতে চান?! তাঁর কোন্ সেই গোনাহ্ যার দরুন তিনি দু'বার মৃত্যুর শিকার

হবেন?! তদুপরি উল্লিখিত এ দু'টি মৃত্যুর সপক্ষে পবিত্র কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী প্রমাণ কী? থাকলে, এর যৎকিঞ্চিৎ হলেও উপস্থাপন তো করুন।

এখনও যদি আমাদের বিরুদ্ধমতাবলম্বী মৌলবী সাহেবান মানতে রাজী না হন, তাহলে তারা (খোলাখুলি) ভুলের শিকার হওয়া সত্ত্বেও আমরা মুবাহালার জন্য তাদের আহ্বান করি না। কেননা পারস্পরিক মতপার্থক্যের কারণে যদি মুসলমানদের পরস্পর মুবাহালা করা জায়েয হয় তাহলে এর ফলশ্রুতিতে অবস্থা এই দাঁড়াবে যে, মুসলমানদের ওপর আযাব অবতীর্ণ হতে শুরু করবে এবং সম্পূর্ণ ভুল-ত্রুটিমুক্ত বিশেষ ব্যক্তি ছাড়া অন্যান্য সমস্ত মুসলমান নাস্তানাবুদ হয়ে যাবেন। অতএব এটি খোদা তা'লার অভিপ্রায় নয়। কাজেই মতপার্থক্যের ভিত্তিতে মুবাহালাও বৈধ নয়।

তবে আমাদের বিরুদ্ধবাদীগণ যদি নিজেদেরকে সত্যের পক্ষে আছেন বলে মনে করেন এবং এ বিষয়ে সত্যিসত্যি সুনিশ্চিত ঈমান রাখেন যে, প্রকৃতপক্ষে সেই মসীহ্ ইবনে-মরিয়মই আসমান থেকে অবতীর্ণ হবেন যার ওপর ইঞ্জিল নাযেল হয়েছিল, তাহলে এর ফয়সালা বা বিচার নিস্পত্তির জন্য এ-ও একটি উত্তম উপায় রয়েছে যে, তারা বিপুল সংখ্যায় জমায়েত হয়ে জামাতবদ্ধভাবে সকাতরে কান্নাকাটির মাধ্যমে সবিনয়ে তাদের কল্পিত মসীহ্‌র নেমে আসার জন্য দোয়া করুন। এতে কোন সন্দেহ নেই যে সত্যবাদীদের জামাতের দোয়া কবুল হয়ে থাকে–বিশেষত এমন সত্যবাদীদের দোয়া– যাদের মাঝে ইল্‌হামপ্রাপ্ত লোকও থাকেন। কাজেই তারা সত্যবাদী হয়ে থাকলে অবশ্য-অবশ্যই তাঁদের (ইপ্সিত) মসীহ্ আকাশ থেকে নেমে আসবেন এবং তারা দোয়াও অবশ্য-অবশ্যই করবেন। আর তারা যদি সত্যে প্রতিষ্ঠিত না হয়ে থাকেন এবং স্মরণ রাখা আবশ্যক যে তাঁরা কখনও সত্যে প্রতিষ্ঠিত নয়, তাই তাঁরা কখনও দোয়াও করবেন না। কেননা স্বীয় অন্তরে তারা দৃঢ়বিশ্বাস রাখেন যে তাদের দোয়া কবুল হবে না। অতএব, অবশ্যই আমাদের উল্লিখিত আবেদনটি তারা খোঁড়া অজুহাত দেখিয়ে এড়িয়ে যাবেন– যাতে এমন না হয় যে, তাঁদের লঞ্ছনা পোহাতে হয়।

আর কেউ যদি বলে যে, 'আহলে হক্ব' তথা সত্য বিশ্বাসের অনুসারীদের দোয়া 'আহ্‌লে বাতিল' তথা মিথ্যার ধরক-বাহকদের মোকাবিলায় কবুল হওয়া অত্যাবশ্যক নয়। নচেৎ হিন্দুদের মোকাবেলায় কিয়ামত সম্পর্কে মুসলমানদের দোয়া কবুল হয়ে আবশ্যকীয়ভাবে তৎক্ষণাৎ কিয়ামত সংঘটিত হতো। এর উত্তর হলো, ঐশী বিধানে এমনটিই নির্ধারিত যে, কিয়ামত সাত হাজার বছর অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত সংঘটিত হতে পারে না। আর হাদীসসমূহে লিপিবদ্ধ সকল আলামত পুরোপুরিভাবে প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'লা এটি হতে দেবেন না।

কিন্তু প্রতিশ্রুত মসীহ্‌র আবির্ভূত হওয়ার সময় এটাই এবং এখনই। এ সম্পর্কে সেই প্রয়াত মৌলবী (নবাব সিদ্দিক হাসান খান) সাহেবও সাক্ষ্য দিয়েছেন যাঁর 'মুজাদ্দিদ' হওয়া মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়ন বাটালবী সাহেব সত্যায়ন করেছেন। সেই সমস্ত লক্ষণ ও চিহ্নাবলীও প্রকাশিত হয়েছে যা মসীহ্‌র পুনরাগমন-কালে প্রকাশিত হবে বলে নির্ধারিত ছিল– যেমন, উল্লিখিত এসব বিষয় আমি এ গ্রন্থটিতেই প্রমাণ করে এসেছি। তথাপি এখনও যদি হযরত মসীহ্‌র অবতীর্ণ হওয়ার জন্য (সমবেতভাবে অনুষ্ঠিত) তাদের ওই দোয়া কবুল না হয় তাহলে স্বত:সিদ্ধভাবে প্রতীয়মান হবে যে তাদের এই দোয়া অহেতুক হওয়ার কারণে গৃহীত হয় নি।

(চলবে)

ভাষান্তর: **মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ**
মুরব্বী সিলসিলাহ্ (অব.)

Newly Released

Please visit
Pakkhik Ahmadi Website :
www.theahmadi.org

To Watch Friday Sermon Regularly

Please visit:
www.alislam.org
www.ahmadiyyabangla.org
www.mta.tv

৪৪তম কেন্দ্রীয় তালীম ও তরবিয়তী ক্লাশ ২০১৮

২৩-৩০ মার্চ

স্থান : দারুত তবলীগ মসজিদ,
৪ বকশীবাজার রোড, ঢাকা-১২১১।

খোদ্দাম আতফালদের উক্ত ক্লাসে অংশগ্রহণের বিনীত অনুরোধ করা যাচ্ছে।

মোহতামীম তালীম
মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশ।

মুনাজাতে রসূল (সা.)

[রসূল করীম (সা.)-এর হৃদয়োত্তাপপূর্ণ ও প্রভাব সৃষ্টিকারী দোয়া]

মূল সংকলন: **হাফেয মুযাফ্ফর আহমদ, রাবওয়া**

ঋণ এবং আরও অনেক দুর্বলতা দূরীভূত হওয়ার দোয়া

হযরত আলী (রা.)-কে রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ঋণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে এ দোয়া শিখান:

আল্লাহুম্মাক ফিনা বিহালালিকা আন হারামিকা ওয়াগনিনা ফি ফায লিকা আম্মান সিওয়াকা– (তিরমিযী, কিতাবুদ দা'ওয়াত)।

অর্থ: হে আল্লাহ্! আমাদের জন্যে নিজেদের হালাল (রিয্ককে) যথেষ্ট করে দাও আর আমাদেরকে তোমার আশিসক্রমে তুমি ছাড়া অন্য সবার প্রতি অমুখাপেক্ষী করে দাও।

রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম হযরত আবু আমামাহ্ (রা.)-কে নামাযের সময় বিচলিত অবস্থায় মসজিদে দেখে কারণ জিজ্ঞেস করলেন, তিনি ঋণ ও অন্যান্য অস্থিরতার কথা বল্লেন, রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বল্লেন, আমি কি তোমাকে এমন দোয়া শিখাবো যাতে তোমার ঋণ ও অস্থিরতা দূর হয়? পুনরায় তিনি বল্লেন, সকাল-সন্ধ্যায় এ দোয়া করতে থাকো। আবু আমামা (রা.) বলেন, আমি এ দোয়া পরীক্ষা করে দেখেছি। আমার সব অস্থিরতা ও ঋণ দূর করে দিয়েছে:

আল্লাহুম্মা ইন্নি আ'উযুবিকা মিনাল হাম্মি ওয়াল হুযনি- ওয়া আ'উযুবিকা মিনাল আজযি ওয়াল কাসালি-ওয়া আ'উযুবিকা মিনাল জুবনি ওয়াল বুখলি-ওয়া আ'উযুবিকা মিনাল গালাবাতিদ্দায়নি ওয়া কৃহরির রিজালি- (আবু দাউদ, কিতাবুস্ সালাত)।

অর্থ: হে আল্লাহ্! আমি দুঃখ ও চিন্তায়-দুশ্চিন্তায় তোমার আশ্রয়ের ছায়াতলে আসছি। আর বিফলতার পথে যাওয়া থেকে এবং শিথিলতা দেখানো থেকেও তোমার আশ্রয় চাচ্ছি এবং আমি কৃপণতা ও কাপুরুষতা থেকেও তোমার আশ্রয় চাচ্ছি। তদুপরি ঋণ ও লোকদের চাপে পিষ্ট হওয়া থেকেও তোমার আশ্রয় চাচ্ছি।

ঋণ মুক্তির আরও একটি দোয়া

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত আবু বকর (রা.) আমার নিকট আসলেন। বললেন, রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাকে শিখিয়েছেন তুমি সেই দোয়াটি শুনেছো? হযরত আয়েশা দোয়াটি সম্বন্ধে জানতে চাইলেন। তিনি (রা.) বল্লেন, হযরত ঈসা (আ.) তাঁর হাওয়ারীদের যে দোয়া শিখিয়েছিলেন। কারও পাহাড় পরিমাণ যদি সোনাও ঋণ হয় আর সে আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করে তাহলে অবশ্যই আল্লাহ্ এ ঋণ দূর করে দেবেন। সে দোয়াটি এই ঃ

আল্লাহুম্মা ফরিজাল হাম্মি-কাশিফাল গাম্মি-মুজীবাদা' ওয়াতিল মুযত্বররীনা রহমানদ্ দুনইয়া ওয়াল আখিরাতি ওয়া রহীমাহুমা আন্‌তা তারহামুনী ফারহামনী বি রহমাতিন তুগনীনী বিহা 'আন্ রহমাতি মান সিওয়াকা– (মুসতাদরাক হাকিম, বৈরুতে মুদ্রিত, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৫১৫)

অর্থাৎ, হে আল্লাহ্! সংকট নিরসনকারী ও দুঃখ মোচনকারী! দুর্ভাগাদের দোয়া শ্রবণকারী! দুনিয়া ও আখিরাতের না চাইতেই দানকারী! পরিশ্রমের মর্যাদা দানকারী! তুমিই আমার প্রতি কৃপা করে থাকো। সুতরাং তোমরা এমন বিশেষ কৃপা থেকে আমাকে অংশ দাও। তুমি ছাড়া আর কেউ আমাকে সব রকমের কৃপা দিয়ে অভাবমুক্ত করতে পারে না।

এল্যুমিনিয়ামের পাত্র ব্যবহার ক্ষতিকারক:

এল্যুমিনিয়াম ধাতু নির্মিত পাত্র ব্যবহারের ক্ষতিকারক দিক সম্পর্কে বলতে গিয়ে সাইয়্যেদনা হুযূর আকদাস খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) ৭-৬-১৯৯৭ তারিখে প্রচারিত উর্দূ ক্লাস চলার সময়ে যখন ব্যাখ্যার সুযোগ আসলো তখন উপস্থিত ব্যক্তিদের উদ্দেশ্য করে বলেন, আপনাদের উপস্থিতিতে আমি সারা বিশ্বের আহমদীদের এ বাণী দিতে চাই, খাবার রান্না করা প্রভৃতির জন্য যে এল্যুমিনিয়ামের পাত্র, বাসন-কোসন ইত্যাদি ব্যবহার করা হয় তা মানব শরীরের জন্যে ক্ষতিকারক। এল্যুমিনিয়াম ধাতুটি ধীরে ধীরে অথচ খুব গভীর প্রভাব বিস্তারকারী বিষ। এর কিছু না কিছু অংশ দ্রবীভূত হয়ে দেহের ওপরে প্রভাব সৃষ্টি করে। এটা রক্ত প্রবাহী ধমনীতে খিচুনী ও সংকোচন সৃষ্টি করে। রক্তের ধমনীগুলোতে সংকীর্ণতা সৃষ্টি করে এবং মস্তিষ্কের পথে রক্তের প্রবাহকে ক্ষীণ করে দেয়। এর ফলে বৃদ্ধকালীন প্রভাবসমূহ সময়ের আগেই প্রকাশ পেতে আরম্ভ করে।

গভীর দেশগুলোতে এ ধাতুর ব্যবহার খুবই সাধারণ। এ পরিবর্তে লোহা ও মাটির পাত্র ব্যবহার করা উচিত। একজন মহিলা ষ্টেইনলেস ষ্টিলের পাত্র সম্বন্ধে জানতে চাইলে তিনি বলেন, গরীবদের জন্যে তো ষ্টেইনলেস ষ্টিলের পাত্রটি ক্রয় করা কষ্টসাধ্য।

তিনি বলেন, উর্দূ ক্লাসের জন্যে যারা খাবার তৈরী করে পাঠায় তারা যেন এল্যুমিনিয়েমের পাত্র ব্যবহার করাকে হারাম মনে করে।

হুযূর (রাহে.) বলেন, যাদের ভিতরে এ ধাতুর কু-প্রভাবাদি প্রকাশিত হয় তাদেরকে হোমিওপ্যাথি ঔষধ এলিউমিনা এক হাজার শক্তি কিছুদিন ব্যবহার করার পরে ১০ হাজার শক্তি ও পরে ৫০ হাজার শক্তি এবং পরে ছয় মাসের ব্যবধানে এক লক্ষ শক্তি ২ বার খেতে ব্যবস্থা দিচ্ছি। এ রকম করে যদি ২ বছরের মধ্যে এর কোর্স পুরা করে দেয়া হয় তাহলে এটা দেহ থেকে সব রকমের বিষ দূর করে দিয়ে শরীরকে যুবকের ন্যায় সুস্থ করে দেবে। হুযূর (রাহে.) যা বলেছেন, তা লিখে দেয়া হলো।

মুহাম্মদ ইনাম ঘোরী, কাদিয়ান
সাপ্তাহিক বদর কাদিয়ান,
১৮-৬-৯৮ তারিখের

এক ঝলকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জীবনী

মওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান
মুরব্বী সিলসিলাহ

(১ম কিস্তি)

পারিবারিক অবস্থা:

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী (আ.) বিখ্যাত পারশ্য গোত্র বরলাসের বংশধর উজ্জ্বল প্রদীপ ছিলেন। তাঁর পরিবার রাজকীয় পরিবার ছিল। এই পরিবারের পারশ্য ছাঁচে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে তুর্কি, চাইনিজ এবং ফাতেমী রক্তের অদ্ভুত সন্নিবেশ ঘটানো হয়েছিল। তাঁর বংশের গোড়া ছিলেন মির্যা হাদী বেগ। তিনি ১৫৩০ সনে তার পরিবারসহ পারশ্যের কাশ থেকে পাঞ্জাবে প্রবেশ করেন। এখানে এসে কাদিয়ানের আদর্শ এক রাজ্যের গোড়াপত্তন করেন। যে রাজত্ব বা শাসনকাল ১৮০২ সন পর্যন্ত বলবৎ থাকে। তাঁর দাদা মির্যা আতা মুহাম্মদ সাহেবের সময় শিখরা রাজত্ব করায়ত্ত করে নেয়। আর তাঁর পরিবারকে কপুরথলায় আশ্রয় নিতে হয়। মহারাজা রঞ্জীত সিং-এর শাসনামলে এই পরিবার আবার কাদিয়ানে ফিরে আসে। এরপর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পিতা মির্যা গোলাম মুর্তজা সাহেব তাদের রাজত্বের মধ্য থেকে পাঁচটি গ্রাম ফিরে পান।

জন্মগ্রহণ:

আহমদীয়া জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব হযরত চেরাগ বিবি সাহেবার গর্ভ থেকে ১৪ শাওয়াল ১২৫০ হিজরী অনুযায়ী ১৩ ফেব্রুয়ারী ১৮৩৫ সনে ফজরের সময় জন্মগ্রহণ করেন আর সেদিন জুমুআর দিন ছিল। হযরত মসীহ্ নাসেরী (আ.)-এর জন্মের মত তার জন্মের মাঝেও একটি বিরল ঘটনা ছিল। কেননা তিনি হযরত মহিউদ্দীন ইবনে আরাবী (রহ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী একজন বোনসহ জমজ জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

পবিত্র শৈশবকাল, শিক্ষাগ্রহণ এবং স্বপ্নযোগে মুহাম্মদ (সা.)-এর দর্শন লাভ:

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, শৈশব থেকেই খোদার ঘর মসজিদ আমার ঘর, আল্লাহ্‌র নেক বান্দারা আমার ভাই, যিকরে ইলাহী আমার সম্পদ এবং খোদার সৃষ্টজীব আমার পরিবার ছিল। অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ও ওলীউল্লাহ্ মৌলভী গোলাম রসূল নামে একজন তাঁকে শৈশবে দেখেই অবলীলায় বলেছিলেন, **'এ যুগে যদি কোন নবী হয় তাহলে এই ছেলে নবী হবার যোগ্য।'** ৬-৭ বছর বয়সে তিনি কাদিয়ানে ফজলে এলাহী নামে একজন হানাফী বুযুর্গের কাছ থেকে কুরআন শরীফ এবং কিছু ফার্সি পুস্তকাদি পড়েছেন। প্রায় ১০ বছর বয়সে ফিরোজওয়ালার আরবীতে পন্ডিত একজন আহলে হাদীস আলেম মৌলভী ফজল আহমদ সাহেব তাঁর শিক্ষাদানের জন্য নিযুক্ত হলেন। এই মৌলভী সাহেব নেক এবং বুযুর্গ আলেম ছিলেন।

তিনি অত্যান্ত মনোযোগ ও ধৈর্যের সাথে পরিশ্রম করে 'সরফ'-এর কিছু পুস্তকাদি এবং 'নহও'-এর কিছু নিয়ম-নীতি পড়িয়েছেন। তাঁর বয়স যখন ১৭ কিংবা ১৮, বাটালার একজন শিয়া আলেম মৌলভী গুল আলী শাহ সাহেবের কাছ থেকে তিনি যুক্তিবিদ্যা প্রভৃতির প্রচলিত পাঠ্যনীতির শিক্ষা লাভ করেন। আর চিকিৎসা জ্ঞান বিষয়ক পুস্তকাদি তিনি পিতার কাছে পড়েছেন।

এই শিক্ষা জীবনেই তিনি স্বপ্নযোগে প্রথমবার হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর দর্শন লাভ করেন। তিনি স্বপ্নে দেখেন, মহানবী (সা.)-এর চেয়ার উঁচু হয়ে গেছে। এমনকি ছাদের কাছে গিয়ে পৌঁছেছে এবং তাঁর পবিত্র চেহারা এমন জ্যোতির্ময় হতে লাগলো যেন তার চেহারায় সূর্য ও চাঁদের আলোকরশ্মি এসে পড়ছে।

প্রত্যয়ের সাথে ধর্মের সেবা করার প্রস্তুতিঃ

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর হৃদয়ে শুরু থেকেই আল্লাহ্ তা'লার প্রতি এত গভীর টান বা অনুরাগ ছিল, তিনি জীবনের শুরু থেকেই একাকিত্ব ও নির্জনতাকে বেছে নিয়েছিলেন। সারাদিন মসজিদে বসে কুরআন পড়তেন এবং কুরআনের পাতার এক পাশে নোট লিখতেন। মুসলমান এবং ইসলামের দুর্দশা দেখে দিনরাত অস্থির ও বিচলিত থাকতেন। রসূল (সা.)-এর প্রতি তাঁর আত্মাভিমান ছোটকাল থেকেই এমন প্রবল ছিল, ১৬/১৭ বছর বয়স থেকেই মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে খ্রিষ্টানদের আপত্তিগুলো তিনি একত্রিত করতে থাকেন।

মামলা মোকাদ্দমায় সত্য কথন ও আল্লাহ্‌র সাথে নিবিড় সম্পর্কঃ

সে যুগে তাঁকে তাঁর পিতার আদেশ অনুযায়ী তাঁর পিতার বিভিন্ন মামলা মোকাদ্দমায় যেতে হয়েছে। এই মহা আপদটি প্রায় ১৭বছর তাঁকে সইতে হয়েছে। এ মামলাগুলোতে তিনি সত্য কথন, বিনয় এবং আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্কের এমন এমন দৃষ্টান্ত ও উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন, যা শত শত বছর ধরে মানুষ দেখে নি।

আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম-এর ২৯৭ পৃষ্ঠায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ডাক বিভাগের পক্ষ থেকে দায়ের কৃত মামলার কথা বলতে গিয়ে বলেনঃ

"এই অধম ইসলামের সপক্ষে আর্যদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লাহোর নিবাসী রালিয়ারাম নামী এক খ্রিষ্টান উকিলের ছাপাখানা থেকে একটি প্রবন্ধ ছাপার জন্য একটি প্যাকেটে করে পাঠাই যার দু'পাশ উন্মুক্ত ছিল আর এই প্যাকেটেই একটি চিঠিও দিয়ে দেই। উল্লেখ্য, এই ব্যক্তির নিজস্ব একটি পত্রিকাও প্রকাশ হত। যাহোক, চিঠিতে এমন কিছু বাক্য ছিল যেগুলো ইসলামের সমর্থন এবং অন্যান্য ধর্মের অসারতার প্রতি ইঙ্গিত করে। আর এই প্রবন্ধটি ছাপার জন্য জোরও দেয়া হয়েছিল। এজন্য সেই বিরোধী, খ্রিষ্টান ধর্মের হবার কারণে উত্তেজিত হয়ে গেল। আর কাকতালিয়ভাবে সে শত্রুতামূলক আক্রমণ করার সুযোগ পেয়ে গেল। আর এমন অপরাধের শাস্তি ডাক আইন অনুযায়ী পাঁচশত টাকা জরিমানা বা ছয় মাসের জেল।

অতঃপর সে ডাক অফিসারকে অবগত করে মামলা দায়ের করে দেয়। ...এই অপরাধের ভিত্তিতে জেলার প্রাণকেন্দ্র গুরদাসপুরে ডাকা হল এবং যে উকিলের সাথে এই মামলার বিষয়ে পরামর্শ করা হল তাদের সবাই একটিই পরামর্শ দিল অর্থাৎ মিথ্যা কথা বলা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। আর বুঝালো, এভাবে বলে দিন যে, আমি প্যাকেটে কোন চিঠি দেই নি, রালিয়ারাম নিজেই হয়ত এটি ঢুকিয়ে দিয়েছে। আর শান্তনা দিয়ে বলল, এমন বিবৃতি দিয়ে দিলে কিছু সাক্ষীর মাধ্যমে রায়ও হয়ে যাবে। আর দু'চারটি মিথ্যা সাক্ষী দিয়ে মুক্তি পেয়ে যাবেন অন্যথায় মামলার অবস্থা খুবই কঠিন, এই পন্থা ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

কিন্তু আমি তাদের সবাইকে উত্তরে বলেছি, আমি কোন অবস্থাতেই সততা বিসর্জন দিতে পারবো না এতে যা হয় হবে। তখন সেদিনই বা পরের দিন আমাকে এক ইংরেজের আদালতে উপস্থিত করা হল। আর আমার বিপরীতে ডাক বিভাগের অফিসার সরকারী বাদী হিসাবে উপস্থিত হল। তখন আদালতের বিচারক নিজ হাতে আমার বিবৃতি লিখবেন এবং সর্বপ্রথম আমাকে এই প্রশ্নই করলেন যে, এই চিঠি কি আপনি এই প্যাকেটে রেখেছিলেন, এই প্যাকেট আর এই চিঠি উভয়ই কি আপনার? তখন আমি কালবিলম্ব না করে নির্দ্বিধায় উত্তর দিলাম, এটি আমারই চিঠি এবং প্যাকেটও আমার। আমি এই চিঠিকে প্যাকেটের ভেতর ঢুকিয়ে পোস্ট করেছিলাম কিন্তু আমি সরকারের কোন ক্ষতি সাধনের জন্য অসদুদ্দেশ্যে এটি করি নি বরং আমি এই চিঠিটিকে এই প্রবন্ধেরই অংশ মনে করেছি আর এতে আমার ব্যক্তিগত কোন কথা নেই।

একথা শোনামাত্রই সেই ইংরেজের হৃদয়কে আল্লাহ তালা আমার সপক্ষে করে দেন আর আমার বিপক্ষে ডাক বিভাগের অফিসার অনেক হৈ চৈ করেন। আর ইংরেজীতে অনেক দীর্ঘ দীর্ঘ বক্তৃতাও করেছে যা আমি বুঝিও নি কিন্তু আমি এতটুকু বুঝতে পারছিলাম, প্রত্যেক বক্তব্যের পর আদালতের বিচারক 'নো' 'নো' বলে তার কথাকে রদ করছিলেন। অবশেষে যখন সেই বাদী অফিসার তার সকল বিবৃতি উপস্থাপন করে দিল তখন বিচারক রায় লেখার দিকে মনোনিবেশ করলেন এবং সম্ভবত এক বা দুই লাইন লিখে আমাকে বললেন, আপনি যেতে পারেন। এটি শুনে আমি আদালত কক্ষ থেকে বের হলাম এবং আমার প্রতি সত্যিকার অনুগ্রহকারীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলাম। ...আমি ভালোভাবে জানি, তখন সততার কল্যাণেই খোদা তা'লা এই আপদ থেকে আমাকে মুক্তি দিয়েছেন।" (আয়েনায়ে কামালাতে ইসলাম: পৃষ্ঠা ২৯৭-২৯৮)

শিয়ালকোটে ইসলাম প্রচারের অভিযানঃ

১৮৬৪ থেকে ১৮৬৭ সাল পর্যন্ত হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) চাকরির উদ্দেশ্যে শিয়ালকোটে অবস্থান করেন। সেখানে তিনি দাপ্তরিক কাজের পর তার পুরো সময় পবিত্র কুরআনের তেলাওয়াত, ইবাদত, সৃষ্টির সেবা এবং ইসলামের তবলীগের জন্য ব্যয় করতেন। খ্রিষ্টানরা পাঞ্জাবকে বিশেষ করে শিয়ালকোটকে তাদের প্রচারের গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি বা কেন্দ্র বানিয়েছিল। হযরত আকদাস এখানে

ইসলামের তবলীগ শুরু করেন এবং ত্রিত্ববাদের মুলোৎপাটনের ব্যবস্থা করেন। বিশেষভাবে স্কচ মিশনের বড় বড় নামী দামী প্রখ্যাত পাদ্রী বাটলারের সাথেও তার বড় বড় বহস (তর্কযুদ্ধ) হয়েছে। আর এই দুঃসাহসিক বীরত্বমাখা জিহাদের উল্লেখ আল্লামা ডক্টর ইকবালের ওস্তাদ মৌলভী সায়্যেদ মীর হাসান শিয়ালকোটি সাহেবের বর্ণনাতেও বিদ্যমান।

অমুলক তর্কযুদ্ধে বিরতি এবং ঐশী সুসংবাদ লাভঃ

শিয়ালকোট থেকে ফিরে আসার পর তিনি আবার কাদিয়ানে বসবাস শুরু করেন এবং ধর্ম সেবায় লেগে যান। ১৮৬৮ সালে যখন তিনি বাটালায় মৌলভী মুহাম্মদ হোসেন বাটালভীর সাথে শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে মুনাযেরা করতে অস্বীকৃতি জানান আর হানাফীদের প্রবল আন্দোলন সত্ত্বেও কুরআন মজীদের বাণীকে রসূল (সা.)-এর বাণীর তথা হাদীসের উপর প্রাধান্য দিয়ে সাধারণ ঘোষণা করে দেন। এতে মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ্ তার প্রতি সন্তুষ্টির বহিঃপ্রকাশ করে তাকে সুসংবাদ দিয়ে বলেছেন, **"তেরা খোদা তেরে ইস ফেল সে রাযী হুয়া আওর ওহ তুঝে বহত বারকাত দেগা। ইয়াহাঁ তাক কে বাদশা তেরে কাপড়োঁ সে বারকাত ঢুন্ডেঙ্গে।"** অর্থাৎ তোমার খোদা তোমার এই কাজে সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তিনি তোমাকে অনেক কল্যাণে ভূষিত করবেন। এমনকি বাদশাও তোমার বস্ত্র থেকে কল্যাণ অন্বেষণ করবে।

কলমের জিহাদের সূচনাঃ

১৮৭২ সালে তিনি ইসলামের সমর্থনে কলমের জিহাদের সূচনা করেছেন এবং মানশুর মুহাম্মদী (বেঙ্গালোর) এবং অন্যান্য মুসলিম প্রেসে বিভিন্ন প্রবন্ধ দিতে থাকেন। আনুমানিক ১৮৭৩ সালে তিনি বিভিন্ন পঙক্তি ও কবিতাকে ইসলাম প্রচারের মাধ্যম বানান। **প্রথমদিকে তিনি ছদ্মনাম ব্যবহার করতেন।**

রোযা রাখার মহান সাধনাঃ

১৮৭৫ সালে তিনি আল্লাহ্‌র নির্দেশে নয় মাস পর্যন্ত টানা রোযা রাখার মহান সাধনা পালন করেন। এতে তাঁকে আধ্যাত্মিক জগতে বিচরণ করানো হয়েছে। আর পূর্ববতী নবীগণ, পুণ্যবান বান্দা এবং হযরত আলী (রা.), হযরত ফাতেমা (রা.) এবং হাসান ও হুসাইন (রা.) ছাড়াও হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সাথে জাগ্রত অবস্থায় দর্শন লাভ করার সৌভাগ্য পেয়েছেন। এটি এই আশেকে রসূলের একটি সুক্ষ্ম আধ্যাত্মিক উর্ধ্বগমন ছিল।

ব্যাপক ঐশী কথোপকথনের সূচনাঃ

২ জুন ১৮৭৬ সালে তার পিতা হযরত মির্যা গোলাম মুর্তজা সাহেব ইন্তেকাল করেন। এরই সাথে ব্যাপকভাবে তার সাথে আল্লাহ্ তালার কথপোকথন ও ওহী-ইলহাম অবতীর্ণ হবার ধারা শুরু হয়। তিনি সরাসরি রাব্বুল আলামীন খোদার তরবীয়ত তথা তত্বাবধানে চলে যান। যদিও তার বড় ভাই মির্যা গোলাম কাদের সাহেবই সম্পূর্ণ সহায় সম্পত্তির কর্তৃত্বে ছিলেন। তিনি ৭ বছর পর্যন্ত ধৈর্য এবং দরবেশী অবস্থায় জীবনযাপন করেন। কিন্তু খোদার তত্বাবধানে চলে যাওয়ার ফলশ্রুতিতে এতসব বিপদাপদ সত্ত্বেও তবলীগের প্রতি তাঁর আগ্রহ এবং ইবাদতের একাগ্রতা স্তমিত না হয়ে বরং উত্তাল সমুদ্রের আকার ধারণ করলো। আর তিনি পার্থিব সকল ঝুটঝামেলা থেকে নিজেকে মুক্ত করে ধর্ম সেবায় নিয়োজিত হলেন এবং বিশেষভাবে আর্য সমাজীদের ভ্রান্ত ধর্মতত্ত্বের উপর প্রবলভাবে আক্রমণ করলেন। আর এ যুদ্ধে তাঁর মাধ্যমে অবশেষে ইসলাম জয়যুক্ত হয়।

বারাহীনে আহমদীয়ার মত দিগ্বিজয়ী উজ্জ্বল কিতাব প্রকাশঃ

১৮৮০ থেকে ১৮৮৪ সাল পর্যন্ত তাঁর কলমের মাধ্যমে বারাহীনে আহমদীয়ার মত গভীরতত্ত্বপূর্ণ গ্রন্থ পৃথিবীর বুকে প্রকাশিত হল। এর মাধ্যমে এই উপমহাদেশে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হল। ভারতের মুসলমানরা যারা খ্রিষ্টান, আর্য সমাজী এবং পাশ্চাত্যের দর্শন এবং নাস্তিকতার মত ভয়ানক আক্রমণে নিজেদের প্রাণ ওষ্ঠাগত মনে করছিল এবং নতশির হয়ে গিয়েছিল। ইসলামের সপক্ষে এই অতুলনীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ফলে মুসলমানরা এক নবজীবন লাভ করে এবং নতুনভাবে শক্তি অনুভব করে এবং মুসলমান আলেম ফাজেল যেমন আবু সাঈদ মুহাম্মদ হোসেন বাটালভী যিনি আহলে হাদীসের প্রবক্তা ছিলেন, হযরত সুফি আহমদ জান সাহেব লুধিয়ানভী এবং মওলানা মুহাম্মদ শরীফ বেঙ্গালোরী সাহেব প্রমুখগণ এই কিতাবকে একটি অতুলনীয় অসাধারণ কাজ বলে স্বীকার করেছেন। অপরদিকে ইসলামের শত্রুদের মাঝে শোকের ছায়া নেমে আসে এবং কুফরের সকল শক্তি একিভূত হয়ে সুসংগঠিত হয়ে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-এর বিরুদ্ধে লেগে যায়।

প্রত্যাদিষ্ট হবার দাবি এবং নিদর্শন দেখানোর আহ্বানঃ

১৮৮২ সালের মার্চ মাসে তাকে মামুরিয়াতের দায়িত্ব অর্পন করা হয়। এরপর ১৮৮৪ এবং ১৮৮৫ সালে তিনি বিশ্বব্যাপী অমুসলিম নেতৃবর্গ এবং কর্ণধারদের ঐশী নিদর্শন দেখানোর আহ্বান জানান এবং এ বিষয়ে বিশ হাজার উর্দূ ও ইংরেজী বিভিন্ন বিজ্ঞাপন রেজিস্ট্রি করে পাঠান। কিন্তু **"আযমায়েশ কে লিয়ে না আয়া হার চান্দ, হার মুখালেফ কো মুকাবেল পে বুলায়া হামনে"** যাচাই করে দেখার জন্য কেউই আসলো না আমি তো সকল বিরুদ্ধবাদীকে এই প্রতিদ্বন্দিতায় আহ্বান করেছি।

একটি পবিত্র পরিবারের গোড়াপত্তন এবং মুসলেহ মাওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীঃ

১৮৮৪ সালের নভেম্বর মাসে দিল্লির

সম্ভ্রান্ত সুফি মুরতায হযরত খাজা মির দারদ (রহ.)-এর বংশের হযরত মীর নাসের নওয়াব সাহেবের কন্যা হযরত সায়্যেদা নুসরত জাহান বেগম সহেবার বিয়ে তার সাথে হয়। এভাবে আল্লাহ্ বিশ্বের সাহায্যের জন্য এক কল্যাণকর এবং উজ্জ্বল পরিবারের ভিত্তি রাখেন। ১৮৮৬ সালে ঐশী নির্দেশে তিনি হুশিয়ারপুরে চিল্লাকাশী করেন। এর ফলশ্রুতিতে তিনি নিজ নিষ্ঠাবানদের এবং নিজ পরিবার সম্পর্কে অনেক বড় সুসংবাদ লাভ করেন। এমনকি মুসলেহ মাওউদের মত অসাধারণ গুণধর এক পুত্রের সুসংবাদও লাভ করেন। আর এই মহান ভবিষ্যদ্বাণী ১২ জানুয়ারী ১৮৮৯ সালে সায়্যেদনা হযরত বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ আল মুসলেহ মাওউদ এর জ্যোতির্ময় সত্তার জন্মের মাধ্যমে পূর্ণ হয়েছে।

লুধিয়ানায় প্রথম বয়া'তঃ

২৩ মার্চ ১৮৮৯। এই পবিত্র দিনটি আহমদীয়াতের ইতিহাসে চিরভাস্বর হয়ে থাকবে। কেননা এ দিনেই হযরত সুফি আহমদ জান লুধিয়ানভীর মহল্লা জাদীদের বাড়িতে প্রথম বয়া'ত অনুষ্ঠিত হয় এবং ৪০ জন ভক্ত তার হাতে বয়া'ত করেন এবং ধর্মকে পার্থিবতার উপর প্রাধান্য দেয়ার অঙ্গিকার করেন। প্রথম যিনি বয়া'ত করার সৌভাগ্য লাভ করেন তিনি হলেন, হযরত হাজীউল হারামাইন শারীফাইন হযরত মওলানা হেকীম নূরুদ্দীন ভেরভী অর্থাৎ খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)।

প্রতিশ্রুত মসীহ্ হবার দাবীঃ

১৮৯০ সালের শেষের দিকে তার কাছে আল্লাহ্ তালার পক্ষ থেকে প্রকাশ করা হয় যে, **"মসীহ ইবনে মরিয়ম রাসূলুল্লাহ্ ফওত হো চুকা হে আওর উসকে রাঙ্গমে হো কার ওয়াদা কে মাওয়াফিক তু আয়া হে"**। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র রসূল মসীহ্ ইবনে মরিয়ম ইন্তেকাল করেছেন আর তাঁর রঙে রঙিন হয়ে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তুমি এসেছ। এতে ১৮৯১ সালে তিনি ফতেহ ইসলাম, তৌযীয়ে মারাম এবং ইযালায়ে আওহাম পুস্তক রচনা করে তৎকালীন আলেম-উলামাদের কাছে এ ঐশী-সংবাদ পৌঁছান। এছাড়াও লুধিয়ানায় মৌলভী মুহাম্মদ হোসেন বাটালভী এবং দিল্লিতে মৌলভী বশীর আহমদ সাহেব ভুপালীর সাথে অসাধারণ বহস করেন।

কিন্তু তৎকালীন আলেম-উলামা প্রাচীন রীতি অনুযায়ী তাঁর বিরুদ্ধে কুফরীর ফতোয়া দিয়ে দিল। যদিও আল্লামা হালী, রিয়ায খায়ের আবাদী, স্যার সায়্যেদ আহমদ খান, জমিদার পত্রিকার সম্পাদক মৌলভী সিরাজুদ্দীন, মাওলানা শিবলী, আব্দুল হালীম শারার, নওয়াব মুহসেনুল মুলক, মাওলানা মুহাম্মদ আলী জওহার, মওলানা শওকত আলীর মত বিদগ্ধ আলেম এই বিরোধিতায় নিরপেক্ষ ছিলেন। মৌলভী মুহাম্মদ হোসেন বাটালভী যিনি তাঁর বিরুদ্ধে কাফের ফতোয়ায় হিন্দুস্তানের আলেম উলামাকে একত্র করে কাফের ফতোয়া তৈরি করে প্রকাশ করেছিলেন। ইংরেজ সরকার তাকে চার মরাব্বা' জমি দিয়ে পুরস্কৃত করেছে এবং আজীবন ইংরেজদের কান এই বলে ভারি করে গেছেন, মির্যা সাহেব রাষ্ট্রদ্রোহী এবং সুদানী মাহদীর চেয়েও বেশী ভয়ানক, তাই ব্রিটিশ কর্মকর্তাদের তার উপর কড়া নযর রাখা প্রয়োজন। এটি সরকারের পৃষ্ঠপোষকতাই ছিল, যার ফলে তিনি তার পত্রিকা ইশাআতুস সুন্নায় জোরালো দাবি করে বলেন, আমিই মির্যা সাহেবকে আকাশে চড়িয়েছি আর আমিই তাকে সেখান থেকে নীচে ফেলবো। এর উত্তরে হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন,

–ওহে, আমাকে কাফের ফতোয়া দেয়ায় বদ্ধপরিকর হয়ে বসেছ, তোমার নিজের ঘর বিরাণ ও জরাজীর্ণ, অথচ তুমি ভিন্ন চিন্তায় মত্ত!

আল্লাহ্‌র পবিত্র মসীহর কথা মারাত্মকভাবে পূর্ণ হয়েছে যা শিক্ষনীয় এক স্থায়ী নিদর্শন।

প্রথম সালানা জলসাঃ

২৭ ডিসেম্বর ১৮৯১ সালে আহমদীয়া জামাতের প্রথম সালানা জলসা যোহরের নামাযের পর বাইতে আকসা কাদিয়ানে অনুষ্ঠিত হয়। এতে হযরত মওলানা আব্দুল করীম শিয়ালকোটী সাহেব হুজুরের লেখা আসমানী ফয়সালা পড়ে শুনান। এবং জলসা শেষ হয়। এই প্রথম জলসায় কেবল ৭৫ জন্য নিষ্ঠাবান সদস্য অংশগ্রহণ করেছিলেন।

বিভিন্ন শহরে তবলীগী সফরঃ

১৮৯২ সালে হুযূর লাহোর, শিয়ালকোট, কপুরথলা, জলন্ধর এবং লুধিয়ানা সফর করে ইসলাম এবং মসীহ্ মাহদীর প্রচারের বাণী পাঞ্জাব বরং দেশের প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দিয়েছেন। পরের বছর হুযূর এ উদ্দেশ্যেই ফিরোজপুরও গিয়েছেন। এছাড়া অমৃতসরে খ্রিষ্টানদের সাথে একটি আলোচনা সভাও হয়েছে। যার প্রভাবে বৃটেনেও এর চর্চা হতে শুনা যায়। অতঃপর লর্ড বিশপ পাদ্রীদের বাৎসরিক সভায় এই শঙ্কা প্রকাশ করেছেন, ইসলামে এক নতুন আন্দোলনের সুর দেখা যাচ্ছে এবং বৃটিশ শাসিত হিন্দুস্তানে মুহাম্মদের সম্মান আবার আগের মত বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে।

রাণী ভিক্টোরিয়াকে ইসলামের দাওয়াতঃ

১৮৯৩ সালে তিনি আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম নামে একটি তত্ত্বজ্ঞানে ভরপুর পুস্তক রচনা করেন, তাতে তিনি রাণী ভিক্টোরিয়াকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের আহ্বান জানান। এর প্রেক্ষিতে হযরত খাজা গোলাম ফরীদ চাচড়াশরীফের মত বুযুর্গ সাধুবাদ জানিয়েছেন। জুন ১৮৯৭ সালে রাণীর জুবলী অনুষ্ঠান উপলক্ষে তিনি কেবল ইসলামের দাওয়াতই দেন নি বরং বৃটেনে একটি আন্তধর্মীয় সম্মেলনের ব্যবস্থা করার প্রস্তাবও দেন।

পবিত্র মক্কা নগরীতে প্রতিশ্রুত মসীহর আগমনের চর্চাঃ

১৮৯৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি 'হামামাতুল বুশরা' পুস্তক প্রকাশ করেন যা ইসলামের প্রাণকেন্দ্র মক্কায় বিশেষভাবে এবং অন্যান্য আরব দেশগুলোতে সাধারণভাবে ব্যাপক সংখ্যায় পাঠানো হয়। প্রত্যেক শ্রেণীর মাঝে এর উল্লেখ পৌছে যায়। এই ঐশী নিদর্শন এমন ছিল, এ দিনগুলোতেই মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী রমযানের নির্ধারিত তারিখে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ হয়, যা সৎ প্রকৃতির মানুষের হৃদয়ে গভীর দাগ কেটেছে। ১৮৯৫ সালে পশ্চিম গোলার্ধেও এই নিদর্শন দেখানো হয়েছে এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতায় আকাশও সাক্ষী দিয়ে দিল।

তিনটি মহান তত্ত্ব উদঘাটনঃ

১৮৯৫ সালের একটি বিশেষত্ব রয়েছে, কারণ এ বছর তিনি আল্লাহ্ তা'লার সমর্থন ও সাহায্যে তিনটি এমন বিষয় উদ্ঘাটন করেছেন যার ফলে ইসলামের বিজয়ধ্বনী বাজতে শুরু করে। তিনি অকাট্য দলীল প্রমাণ দিয়ে সাব্যস্ত করেছেন– ১। আরবী ভাষাই সকল ভাষার জননী, ২। হযরত মসীহ্ (আ.)-এর কবর কাশ্মীরের শ্রীনগরের খানইয়ার মহল্লায় আছে, ৩। শিখ মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা বাবা গুরুনানক মুসলমান ছিলেন।

সকল রসূলের সম্মান রক্ষায় আইনী তাহরীকঃ

খ্রিস্টান পাদ্রীরা এবং আর্য-সমাজী লেখক এবং এদের সমমনারা মহানবী (সা.)-এর সম্মানহানি করার সকল সীমা অতিক্রম করেছিল এবং নোংরা ভাষাও ব্যবহার করছিল। এটি হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-এর জন্য খুবই কষ্টের কারণ ছিল। তেমনিভাবে সকল মুসলমানদের জন্যও এটি মনঃকষ্টের বিষয় ছিল। এবিষয়ে ভারতীয় দণ্ডবিধির ২৯৮ ধারায় এ বিষয়টি যুক্ত করার জন্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে, কোন ধর্মীয় মতবাদের প্রতিষ্ঠাতার বিরুদ্ধে নোংরা ভাষা ব্যবহার করা যাবে না। এটি বাস্তবায়িত হলে সমাজের কোন মানুষেরই ধর্মীয় অনুভূতিতে অন্য কেউ আঘাত করতে পারবে না। এই পদক্ষেপের ফলে মুসলমান মহল থেকে ব্যাপকভাবে সাধুবাদ জানানো হয়। আর নওয়াব মুহসেনুল মুলক এবং ডান-পন্থী নেতৃবর্গ এটিকে সাধুবাদ জানায়।

জুমুআর দিন ছুটির ব্যবস্থাঃ

১লা জুন ১৮৮৬ সালে তিনি বৃটিশ ভারতের কর্ণধারদের নামে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন যে, মুসলিম কর্মচারীদেরকে জুমআর দিন ছুটি দেয়া হোক কেননা এই দিন ইসলামী পবিত্র দিনের মর্যাদা রাখে।

বিশ্বধর্ম সম্মেলন, লাহোরঃ

ডিসেম্বর ১৮৯৬ সালের শেষ সপ্তাহে লাহোরে একটি বিশ্ব ধর্ম-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে তিনি ইসলামের মুখপাত্র হিসাবে ভুমিকা পালন করেছেন। তিনি ইসলামী উসুল কি ফিলসফী নামে একটি অন্তর্দৃষ্টি উন্মোচনকারী অসাধারণ প্রবন্ধ রচনা করেন। এটি মওলানা আব্দুল করীম শিয়ালকোটী সাহেব পড়ে শুনান। তিনি পূর্বেই বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, **ইয়ে মযমূন বালা রাহেগা**। অতপর এমনই হলো এবং ইসলামকে তিনি নিজ হাতে মহান বিজয় দান করেছেন। আর এর স্বীকারোক্তি উর্দূ ও ইংরেজী বিভিন্ন পত্রিকা করেছে।

লেখরাম বধঃ

৬ মার্চ ১৮৯৭ সালে রসূল (সা.)-কে গালী-গালাজকারী কুখ্যাত লেখরাম পেশাওয়ারী মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে। আর্যরা এ বিষয়ে খুবই প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে। কিন্তু তিনি দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে প্রমাণ করেছেন যে, ইসলাম এবং আর্য ধর্মের খোদা তা'লার সমীপে অনেক বছর ধরে একটি মামলা দায়ের করা আছে অবশেষে ৬ মার্চ ১৮৯৭ সালে আল্লাহ্ তা'লার ওই আদালত মুসলমানের সপক্ষে এমন ডিক্রি দিয়েছে যার বিরুদ্ধে কোন আপিলও হতে পারে না আর না আছে কোন উচ্চ আদালত।

হত্যা প্রচেষ্টার মিথ্যা মামলা থেকে সসম্মানে মুক্তি লাভঃ

এ বছরই খ্রিষ্টানরা হিন্দুদের এবং অন্যান্য বিরুদ্ধবাদী আলেমদের সাথে মিলে তার বিরুদ্ধে হত্যা প্রচেষ্টার মামলা করে ষড়যন্ত্র করা হয়। খ্রিষ্টানদের পক্ষে মৌলভী মুহাম্মদ হোসেন বাটালভীও সাক্ষি দিয়েছে। ক্লিতু আল্লাহ্ তালা বিচারক ডগলাসের কাছে প্রকৃত বিষয়টি স্পষ্ট করে দেন। এবং তিনি তাকে সম্মানের সাথে মুক্ত করে দেন। এবং বলেন, আপনি চাইলে ডাক্টার ক্লার্কের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারেন। কিন্তু তিনি বলেন, কারো বিরুদ্ধে মামলা করতে চাই না। আমার মামলা আকাশে দায়ের করা আছে।"

১৮৯৮ সালে তার বিরুদ্ধবাদীরা নিজেদের ব্যথতার প্রতিশোধ নিতে তার বিরুদ্ধে মামলা করে দেয়। কিন্তু এতেও তিনি মুক্তি লাভ করেন এবং বিরুদ্ধবাদীরেদ সম্মিলিত চেষ্টা প্রচেষ্টা ব্যথতায় পর্যবসিত হয়। এছাড়াও আহমদীয়াতের কেন্দ্রে তালীমুল ইসলাম স্কুলের ভিত্তি রাখা হয় এবং আল বালাগ, আয়ামুস সুলাহ্, জরুরাতুল ইমাম, নাজমুল মাহদীর মত অকাট্য যুক্তিপ্রমাণ ভিত্তির পুস্তক রচনা করা হয় এবং অধিকাংশ প্রকাশও করা হয়। এর ফলে জামাতের পরিধি ব্যাপকতর হতে থাকে। ১৮৯৯ সালে তিনি তিরয়াকুল কুলুব, সিতারা কেয়সারিয়া এবং মসীহ্ হিন্দুস্তান মে নামে মহান পুস্তকাদী রচনা করেন।

(চলবে)

কলমের জিহাদ

আমাদের ধর্ম বিশ্বাসের সারমর্ম হলো-
'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ'
- ইমাম মাহদী (আ.)

"ধর্মে কোন জোর-জবরদস্তি নাই"
- আল কুরআন

মুহাম্মদ খলিলুর রহমান মন্ডল

(পূর্ব প্রকাশিত সংখ্যার পর–৮০)

১৪) প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী (আ.) কখন আগমন করবেন– এই প্রশ্নের উত্তর ভালভাবে জানা আবশ্যক। এই বিষয়ে উপরোক্ত লক্ষণসমূহ এবং চিহ্নাবলী দ্বারা সত্যায়িত যুগ-সন্ধিক্ষণ এবং সময়কালের সাক্ষ্য-প্রমাণসহ সার্বিকভাবে বিচার-বিশ্লেষণের জন্য পৃথকভাবে একটি সারাংশ উপস্থাপন করা হলো।

বিভ্রান্তিমূলক অপ-প্রচার বন্ধের জন্য আহ্বান (৭)

অনেকেই প্রশ্ন করেন যে, প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী (আ.)-এর আগমনের সময় এখনও হয় নাই– তিনি আরো পরে আসবেন। এই প্রশ্নের উত্তরে দুটি মৌলিক বিষয়ে জানা আবশ্যক। প্রথমতঃ অতীতে যখনই কোন প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষ আবির্ভূত হয়েছেন তখন সমকালীন পন্ডিত সমাজ এবং তাদের দ্বারা প্রভাবিত সাধারণ জনগণের একটা বিরাট অংশ প্রাথমিক পর্যায়ে সেই সমাগত মহাপুরুষকে পুষ্পমালা দ্বারা বরণ করে নেয় নাই– বরং প্রচন্ড বিরোধিতার আগুন জ্বালাতে কার্পণ্য করে নাই। ধর্মীয় ইতিহাসের এই মর্ম-বিদারী দৃশ্যের অবতারণা হয়েছে যুগে যুগে। বর্তমান যুগেও তা-ই হয়েছে প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদীর যুগে।

দ্বিতীয়তঃ অধিকাংশ মানুষ যে কারণে আগমনকারী মহাপুরুষের আবির্ভাব সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীগুলো সঠিকভাবে বুঝতে সক্ষম হচ্ছে না তা হলো এই যে, ঐ সকল ভবিষ্যদ্বাণীতে তাঁর আগমনের তারিখ এবং তাঁর নাম-বংশ জন্মস্থান, ইত্যাদি বিষয়গুলো সরাসরিভাবে বলা থাকে না। সর্বজ্ঞানী আল্লাহ্ তা'লার মহা-পরিকল্পনা অনুযায়ী রূপক এবং আলঙ্কারিক ভাষার অন্তরালে আবির্ভাব যুগ এবং সেই যুগের চিহ্নাবলী দ্বারা আগমনকারীর দাবী সত্যায়িত হয়েছে। যদি রূপক ভাষার পরিবর্তে সরাসরি দিন-ক্ষণ-সাল নামধাম ইত্যাদি উল্লেখ করা হতো তাহলে সেই মহাপুরুষের জন্ম এবং বাল্যকালে স্বাভাবিক জীবনযাপন, শত্রুদের দ্বারা দাবীর পূর্বেই মৃত্যুর ঝুকিতে অবস্থান করা ইত্যাদি বিষয়গুলো জটিলতম সমস্যার সৃষ্টি করতো। সেই সংগে সরাসরি তথ্যাবলী জানা থাকলে ঈমানের পরীক্ষার কোন অবকাশই থাকতো না।

আহমদীয়া আন্দোলনের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) বলেছেনঃ

* ভবিষ্যদ্বাণীতে বর্ণিত সমুদয় লক্ষণ কখনও জনগণের ধারণা অনুযায়ী পূর্ণ হয় না। এইরূপ হইলে নবীদের সময় মতভেদ হইবে কেন? তাঁহাদিগকে গ্রহণ না করিবারই বা হেতু কি? ইহুদী জাতির নিকট জিজ্ঞাসা কর, মসীহ (আ.) আসিবার যাবতীয় নিদর্শন পূর্ণ হইয়াছে কি? তাহারা বলিবে, পূর্ণ হয় নাই। জানিয়া রাখ, এ বিষয়ে আমি যাহা বলিতেছি, তাহাই খোদার কানুন। খোদার কানুনে কখনও কোন পরিবর্তন দেখিতে পাইবে না (সূরা আহযাব: ৬৩)। মানুষের ধারণা, মানুষের দেওয়া ব্যাখ্যা বা মানুষের অনুমান সম্পূর্ণরূপে নির্ভুল ও নিশ্চিত সত্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। ইহাতে ভুলের সম্ভাবনা থাকে।" (তবলীগে হক, পৃ. ৪৪-৪৫)।

* "খোদার চিরাচরিত রীতি হলো, প্রায়শঃ তাঁর ভবিষ্যত সংক্রান্ত সংবাদে রূপক কথায় সজ্জিত-সূক্ষ্মতত্ত্বের এমন কিছু অনুষঙ্গ থাকে, যার মাধ্যমে মানুষকে পরীক্ষা করা হয়। যাদের হৃদয়ে ব্যাধি আছে খোদা তা'লার নিয়মের অধীনে এ পরীক্ষার কারণে তাদের রোগ আরো বৃদ্ধি পায়। ফলে তারা ত্বরাপ্রবণতা বশতঃ খোদার কথাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে বা অন্যায় ও ঔদ্ধত্যবশত সেই ব্যক্তিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে যাঁকে খোদাতা'লা স্বীয় জ্ঞান দান করেছেন আর, খোদার ভয়ে ভীতদের মত চিন্তা করে না। এরপর যখন তাঁর নির্দোষ হওয়া প্রমাণিত হয় আর তাঁর সত্যতার সমুজ্জ্বল প্রমাণ প্রকাশ পায় তখন তারা হয় অনুশোচনার সাথে তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করে বা বিদ্বেষের গহ্বরে পড়ে ধ্বংস হয়ে যায়, আর তাদের কাছ থেকে খোদা মুখ ফিরিয়ে নেন। কেননা, খোদা বিশ্ববাসীর মুখাপেক্ষী নন। আর যাঁকে অন্তর্দৃষ্টি দেয়া হয়েছে এবং খোদার পক্ষ

থেকে আলোকিত করা হয়েছে এমন মানুষ ঐশী জ্ঞান চর্চায় দক্ষতা রাখেন আর প্রকৃত তত্ত্ব চিনেন, খোদার জ্যোতিতে দেখেন আর খোদার নিরাপত্তার ছায়াতলে আশ্রিতদের মত সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হবার সৌভাগ্য পান।" (হামামাতুল বুশরা, পৃ. ১২৩)।

উপরোক্ত মৌলিক বিষয়গুলোর আলোকে বর্তমান যুগে আগমনকারী ধর্ম-সংস্কারক (মুজাদ্দিদ), ইমাম মাহদী ও প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)-এর আগমন-কাল সম্পর্কে সারাংশ-মূলক কয়েকটি প্রমাণ উল্লেখ করা হলো। বিস্তারিত জানার জন্য সংশ্লিষ্ট বরাতসমূহ দ্রষ্টব্য। এই বিষয়ে সম্যকভাবে জানার জন্য প্রত্যেক দেশের স্থানীয় কেন্দ্র এবং অনলাইন www.alislam.org এবং www.mta.tv অথবা www.ahmadiyyabangla.org প্রভৃতি ওয়েবসাইট ব্যবহার করা যেতে পারে।

(১) ইসলামের আবির্ভাবের তেরশত বছর পর প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদীর আবির্ভাবের প্রমাণঃ

ইউদাব্বিরুল আমবা মিনাস সামায়ে ইলাল আরযে সুম্মা ইয়ারুজু ইলায়হে ফি ইয়াওমিন কানা মিকদারাহু আলফা সানাতিম মিম্মা তাউদ্দুন" (সাজদা: ৬)

অর্থ: "আল্লাহ আকাশ হইতে পৃথিবীতে এই আদেশ (কুরআনী শরীয়ত) সুপ্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিবেন । অতপরঃ উহা তাহার দিকে উঠিয়া যাইবে এক দিনে যাহা তোমাদের গণনার একহাজার বৎসর।"

হাদীস: বোখারী ও মুসলিম

"খায়রুল কুরুনে কারনী, সুম্মাল্লাযীনা ইয়ালুনাহুম, সুম্মাল্লাযীনা ইয়ালুনাহুম ছুম্মা ইয়াযহারুল কিয্‌ব।"

অর্থ: "আমার শতাব্দী সর্বোৎকৃষ্ট, তারপর আমার সন্নিহিতগণের শতাব্দী, তারপর উহার সন্নিহিতগণের শতাব্দী, তারপর মিথ্যা ছড়াইয়া পড়িবে।"

উল্লেখ্য যে, সূরা সাজদার উপরোক্ত আয়াতে বর্ণিত ১০০০ হাজার বৎসর এবং উপরোক্ত হাদীসে বর্ণিত ৩০০ বৎসর অর্থাৎ মোট ১৩০০ বৎসর পর সুরা জুমুআর বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ইমাম মাহদী (আ.) আসা প্রয়োজন।

সূরা জুমুয়ায় আল্লাহ্ তা'লা বলেনঃ "ওয়া আখারিনা মিনহুম লাম্মা ইয়ালহাকু বিহিম"। অর্থঃ "এবং (আল্লাহ) তাহাকে প্রেরণ করিবেন তাহাদের মধ্যে যাহারা এখনও তাহাদের সহিত মিলিত হয় নাই।" (সূরা জুমুয়া: ৪)

উপরোক্ত আয়াতে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর দ্বিতীয় আবির্ভাব এবং ইসলামের বিশ্ব-বিজয় লাভের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। এই বিষয়ে সহী হাদীসের বর্ণনায় বলা হয়েছে: "হযরত আবু হোরায়রা বলেছেন– আমরা হযরত রসুল করীম (সা.)-এর নিকট বসা ছিলাম। সূরা জুমুয়ার মধ্যে 'ওয়া আখারিনা মিনহুম লাম্মা ইয়ালহাকু বিহিম' আয়াত নাযেল হলো। রসূল করীম (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হলোঃ "হে আল্লাহর রসূল! তাহারা কে (যাহারা এখনও আমাদের সাথে মিলিত হয় নাই)?" রসূল করীম (সা.) নিরব থাকলেন, এমনকি প্রশ্নটি তিনবার জিজ্ঞাসা করা হলো। তখন সালমান ফারসীও আমাদের মধ্যে ছিলেন। হযরত রসূল করীম (সা.)-তাঁর কাঁধে হাত রেখে বললেনঃ 'লাওকানাল ঈমানু মুয়াল্লাকান ইনদাস সুরাইয়া লানালাহু রেজালুন আও রাজুলুন মিন হা–উলায়ে' অর্থাৎ ঈমান সপ্তর্ষি–মন্ডলে চলিয়া গেলেও তাহাদের (অর্থাৎ পারশ্য-বাসীদের) বংশোদ্ভুত এক বা একাধিক ব্যক্তি সেখান হইতে উহাকে (ঈমানকে) নামাইয়া আনিবে।" (বুখারী)।

সূরা জুমুয়ার উপরোক্ত আয়াত এবং উহার সমর্থনে ও ব্যাখ্যায় বর্ণিত হাদিসের আলোকে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, মুহাম্মদী উম্মতের মধ্যে হতে আখেরী যুগে কোন মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটবে, যাঁর মোকাম ও মর্যাদা এবং কার্যাবলীর সংগে ইসলামের পুনর্জাগরণ ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভের এবং পূর্ণ-প্রচারের পরিকল্পনা অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পৃক্ত। অন্যান্য হাদীসে সেই মহাপুরুষকে মুজাদ্দিদ, ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ বলা হয়েছে।

হযরত আহমদ (আ.) বলেছেন: "পবিত্র কুরআনের সূরা জুমুআর যে আয়াতে 'ওয়া আখারিনা মিনহুম' আসিয়াছে, তাহা হইতে বুঝা যায় যে, আঁ-হযরত (সা.)-এর আত্মিক প্রভাবে আর একটি সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইবে। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, 'বুরুজী রঙে' আঁ-হযরত (সা.) আবার আসিবেন। অর্থাৎ তাঁহার আত্মিক শক্তি অন্য কোন মহাপুরুষের মধ্যে দেখা যাইবে। এখন এইরূপই হইয়াছে। বস্তুতঃ বর্তমান যুগই সত্যের পূর্ণ প্রচারের যুগ। ইহার একটি লক্ষণ এই যে, প্রচারের জন্য আবশ্যকীয় যাবতীয় সরঞ্জাম পূর্ণতর হইয়াছে। ছাপাখানা, ডাক ও টেলিগ্রামের ব্যবস্থা, রেলগাড়ী, জাহাজ এবং সংবাদ–পত্র আজ সমস্ত পৃথিবীকে একটি শহরের মত করিয়া দিয়াছে। এই সমুদয়ের উন্নতিতে বস্তুতঃ আঁ-হযরত (সা.)-এর প্রতিষ্ঠিত ধর্মের পূর্ণ প্রচার সম্ভবপর হইয়াছে। হযরত ঈসা (আ.) বলিয়াছিলেন, 'আমি তওরাত পূর্ণ করিতে আসিয়াছি'। তদ্রুপ আমি বলিতেছি, 'ইসলামের পূর্ণ প্রচার আমার অন্যতম কাজ'।" (তবলীগে হক পুস্তক)।

(২) হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীতে (খৃষ্টীয় ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দীতে) প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী (আ.)-এর আগমনঃ

উপরোক্ত বিষয়ে পবিত্র কুরআনের এবং সংশ্লিষ্ট হাদীসের উদ্ধৃতি নিচে উল্লেখ করা হলো:

(ক) "তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে এবং পুণ্য কাজ করে তাদের সংগে আল্লাহ অঙ্গীকার করেছেন যে, নিশ্চয় তিনি পৃথিবীতে তাদের মধ্যে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত করবেন যেভাবে ('কামা') তিনি খিলাফত প্রতিষ্ঠত করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদের মধ্যে।" (সূরা নূর: ৫৬)

(খ) "নিশ্চয় আমরা তোমার নিকট প্রেরণ করেছি এক রসুলকে যিনি তোমাদের উপর সাক্ষী-স্বরূপ যেরূপে ('কামা') আমরা ফেরাউনের প্রতি এক রসুল প্রেরণ করেছিলাম।" (সূরা মুজাম্মিল: ১৬) সূরা নূরের 'কামা' শব্দটির মধ্যে এবং সংশ্লিষ্ট হাদীসের খেলাফত-আলা-মিনহাজিন-নবুয়ত অনুযায়ী চতুর্দশ শতাব্দীর প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষ আহমদীয়া জামাতের নেতা ব্যতীত আর কেউ আছেন কি? উল্লেখ্য যে, হযরত মূসা (আ.)-এর ১৩শ বছর পর হযরত ঈসা (আ.)-এর আগমন হয়েছিল। তেমনিভাবে 'কামা' (সদৃশ, অনূরূপ অর্থে)

হযরত মোহাম্মদ (সা.)-এর আগমনের ১৩শত বছর পর 'ঈসা-সদৃশ' তথা মোহাম্মদী মসীহ বা প্রতিশ্রুত ঈসা আগমন করেছেন (যাঁকে হাদীসে ইমাম মাহদী, খলিফাতুল্লাহ, মুজাদ্দিদ প্রভৃতি উপাধী দ্বারা আখ্যায়িত করা হয়েছে)।

হযরত আহমদ (আ.) বলেছেনঃ "পবিত্র কুরআনের উপরোক্ত আয়াতে সাদৃশ্য বুঝাইবার জন্য যেমন আরবী ভাষায় সাদৃশ্যবোধক শব্দ 'কামা' ব্যবহৃত হইয়াছে, তদ্রুপ সূরা নূরের আয়াতে এস্তেখলাফেও 'কামা' শব্দের ব্যবহার করা হইয়াছে। ইহা হইতে পরিস্কার বুঝা যায় যে, হযরত মূসা (আ.)-এর অনুসারীগণের সহিত হযরত রসূল করীম (সা.)-এর অনুসারীগণের পূর্ণ সাদৃশ্য আছে। হযরত মূসা (আ.)-এর শেষ খলীফা ছিলেন হযরত ঈসা (আ.)। তিনি হযরত মূসা (আ.)এর পর চতুর্দশ শতাব্দীতে আসিয়াছিলেন। উল্লেখিত উপমা অনুযায়ী হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীতে আঁ-হযরত (সা.)-এর অন্ততঃপক্ষে এমন গুণ ও শক্তি–বিশিষ্ট একজন খলীফা আসা আবশ্যক, আদর্শ ও আত্মিক অবস্থায় হযরত ঈসা (আ.)-এর সহিত যাঁহার তুলনা হইতে পারে। আল্লাহ্ তা'লা যদি এ বিষয়ে আর কোন প্রকার প্রমাণ না দিতেন বা সহায়তা না করিতেন, তাহা হইলেও এই উপমা অনুযায়ী চতুর্দশ শতাব্দীতে আঁ-হযরত (সা.)-এর উম্মতের মধ্যে হযরত ঈসা (আ.)-এর তুল্য ব্যক্তির আগমন স্বতঃই আবশ্যক।" (তবলীগে হক নামক পুস্তক)।

(৩) চন্দ্র-গ্রহণ এবং সূর্য-গ্রহণ সংক্রান্ত প্রমাণঃ

চতুর্দশ হিজরী শতাব্দীতে ঐশী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ব্যতিক্রম-ধর্মী এবং অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চন্দ্র-গ্রহণ ও সূর্য-গ্রহণ সংঘটিত হওয়ার সাক্ষ্য-প্রমাণ বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ।

সূরা কিয়ামাহঃ ৯-১০, সূরা তাকবীরঃ ২ ও সংশ্লিষ্ট হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণী এবং ঐতিহাসিক তথ্যাবলী দ্বারা বিশেষ নিদর্শনমূলক সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের ঘটনার সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে।

সূরা কিয়ামাঃ "ওয়া খাসাফাল কামারু ওয়া জুমেয়াশ শামসু ওয়াল কামার।" অর্থঃ "এবং চন্দ্রগ্রহণ লাগিবে এবং সূর্য ও চন্দ্র উভয়কে (গ্রহণের অবস্থায়) একত্রিত করা হইবে।" (সূরা কিয়ামা: ৯-১০)।

চন্দ্র সগ্রহণ ও সূর্য গ্রহণ সংক্রান্ত হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণী

"আমার মাহদীর সত্যতার এমন দুটি লক্ষণ রয়েছে যা আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি অবধি আজ পর্যন্ত কারও সত্যতার নিদর্শন স্বরূপ প্রকাশিত হয় নি। ঐদুটি লক্ষণ হলো এই যে, একই রমযান মাসের চন্দ্র গ্রহণের প্রথম রাত্রিতে চন্দ্র গ্রহণ এবং সূর্য গ্রহণের মধ্যম তারিখে সূর্য গ্রহণ হবে।"(দারকুতনী)

উল্লেখ্য যে, হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আ.) হিজরী ১৩০৬ (১৮৮৯ইং) সনে আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশে আহমদীয়া জামা'ত প্রতিষ্ঠা করেন। আশ্চর্যজনকভাবে ১৩১১ হিজরীর ১৩ই রমযান (২১/৩/১৮৯৪ইং) চন্দ্র গ্রহণ এবং ২৮শে রমযান সূর্য গ্রহণ সংঘটিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ১৮৯৫ সনে পশ্চিম গোলার্ধে এই গ্রহণ সংঘটিত হয়েছে।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) বলেছেনঃ যদি ভবিষ্যদ্বাণীর মহিমা ও আযমতকে কেহ অস্বীকার করতে সাহস করে, তাহলে সে অনুরূপ দৃষ্টান্ত পেশ করুক।" ('তোহফায়ে গোলড়বিয়া' পুস্তক)।

উল্লেখ্য যে, অন্যান্য ধর্মীয় গ্রন্থাবলীতেও শেষ যুগে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চন্দ্রগহণ ও সূর্য গ্রহণের ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী আশ্চর্যজনকভাবে মানুষের হস্তক্ষেপ থেকে সংরক্ষিত রয়েছে।

"বিরুদ্ধবাদীগণের অবস্থা দেখিলে আমার বড়ই দুঃখ হয়। মসীহ মাওউদ (আ.)-এর আগমনের যে সকল লক্ষণ পূর্বে তাহারা নিজেরাই পেশ করিত, এখন তাহা পূর্ণ হওয়ার পর তাহারা আপত্তি করিতেছে যে ঐগুলি সঠিক নহে। উদাহরণ স্বরূপ তাহারা বলে যে, রমযান মানে চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের হাদীসটি প্রমাণিত নহে। তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা হউক, ঘটনার দ্বারা খোদাতা'লা যে হাদীসকে সত্য বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন, তাহাদের মুখের কথায় কি উহা মিথ্যা হইয়া যাইবে? হায়, তাহাদিগের লজ্জাও হয় না যে তাহাদের কথার দ্বারা শুধু মসীহ মাওউদ (আ.)-কেই মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা হয় না, পরন্তু রসূল করীম (সা.)-কেও মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রমাণ করা হইতেছে। (সুবহানাল্লাহ্) আমার সত্যতায় শুধু চন্দ্র ও সূর্যের গ্রহণ নহে, হাজার হাজার প্রমাণ ও নিদর্শন আছে। একটা যদি বাদ দেওয়া হয়, তাহাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু এ কথা কি প্রমাণিত হইয়া যাইবে ভবিষ্যদ্বাণীটি মিথ্যা? হায়! তাহারা আমার সহিত শত্রুতা করিয়া শ্রেষ্ঠতম সত্যবাদী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণীকে মিথ্যা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেছে। আমি এই ভবিষ্যদ্বাণী অতি জোরের সহিত পেশ করিয়া থাকি এবং বলি যে, ইহা আমার সত্য মা'মুর (প্রত্যাদিষ্ট) হওয়ার প্রমাণ। যে হাদীসকে তোমরা অনুমানরূপ কালিতে লিখিয়াছিলে, ঘটনা উহাকে নিশ্চয়তায় পৌঁছাইয়া দিয়াছে।" (তবলীগে হক, পুস্তক, পৃঃ-৫০)।

[চলবে]

এ যুগের নিরাপদ দূর্গ

'এ যুগের দুর্ভেদ্য দূর্গ আমি। যে ব্যক্তি আমাতে প্রবেশ করে সে চোর দস্যু ও হিংস্র জন্তু থেকে নিজ প্রাণ রক্ষা করে। কিন্তু যে ব্যক্তি আমার প্রাচীর থেকে দূরে থাকতে চায় তার চারদিকে মৃত্যু বিরাজমান এবং তার লাশও নিরাপদ নয়। আমাতে কে প্রবেশ করে? সে-ই যে পাপ বর্জন করে এবং পুণ্য অবলম্বন করে এবং বক্রতা ছেড়ে সাধুতার দিকে অগ্রসর হয় ও শয়তানের দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে খোদা তা'লার এক অনুগত দাসে পরিণত হয়। যে-ই এরূপ করবে সে আমার ও আমি তার।'

–প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী (আ.)

আমি কিভাবে আহমদী হলাম

মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দীকী
প্রিন্সিপাল, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

(১৬তম কিস্তি)

হযরত সাহেবযাদা মির্যা নাসের আহমদ খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহে.) স্মরণে

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

"তুমি বল, আমার ইবাদত এবং আমার কুরবানীসমূহ এবং আমার জীবন এবং মৃত্যু সবই আল্লাহর জন্য, যিনি সমগ্র বিশ্বের প্রভু-প্রতিপালক"। খাকসারের মনে প্রশ্ন ছিল, আমার ইবাদত, আমার কুরবানী, আমার জীবন আল্লাহর জন্য এটা তো বুঝতে পারি। কিন্তু আমার মৃত্যু আল্লাহর জন্য এর অর্থ কি বুঝতাম না। হুযুর (রাহে.) এর মৃত্যুর পর বাস্তব চিত্র দেখে বুঝলাম যে, মৃত্যুর প্রতিফলন কি রকম। হুযুর (রাহে.) এর মৃত্যুতে সমগ্র জামাতকে নতুন জীবন লাভ করতে দেখলাম। এটি আশ্চর্যজনক ঘটনা যে আমরা সবাই নিজেদের মাঝে নতুন জীবন বা নব জাগরন দেখলাম। এটি বলে বুঝানো যাবে না।

হুযুর (রাহে.)ও নতুন জীবন লাভ করলেন। এই অর্থে যে, হুযুর (রাহে.)কে আমরা নতুন করে জানলাম। হুযুর যখন জীবিত ছিলেন তখন হুযুর সম্পর্কে বিভিন্ন রকম জল্পনা কল্পনা কিছু কিছু মানুষের মাঝে আলোচিত হত। এখন সব জল্পনা কল্পনার অবসান হল। সবাই খুব ভাল করে জানতে বুঝতে পারল যে, হুযুর (রাহে.)-কে বহু লোক বহু ভাবে কষ্ট দিয়েছে। তিনি খুব কষ্ট অনুভব করেছেন। কিন্তু কাউকে কিছু বলেননি। নিজেই সকল কষ্ট সহ্য করেছেন। ধৈর্য্য ধারন করেছেন।

সংক্ষেপে বিষয়টি এরকম যে, কিছু লোক বার বার ভেতরে ভেতরে প্রচারনা চালিয়েছে যে, হুযুর অমুক ব্যক্তিকে বক্তৃতা করার সুযোগ দেন না, বিলাস বহুল জীবন যাবন করেন ইত্যাদি। এখন তারা চতুর্থ খেলাফতের সময় অন্য একজনকে খলীফা বানানোর চেষ্টা করেছে। কিন্তু আল্লাহ তা'লা তাঁর নিজের পছন্দের ব্যক্তিকে খলীফা বানিয়েছেন। এভাবে প্রমাণ হয়েছে যে, খলীফা আল্লাহ নিজে নির্বাচন করেন। অতএব, হযরত সাহেবযাদা মির্যা নাসের আহমদ (রাহে.) কেও আল্লাহই খলীফা নির্বাচিত করেছিলেন। অন্যান্য জল্পনা কল্পনার অবসান হয়েছে।

মুলত: খলীফা সম্পর্কে কোন প্রকার মন্দ চিন্তা থাকা ঈমান ও রুহানীয়তেরজন্য, আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য ক্ষতির কারণ। হযরত খলীফাতুল মসীহকে আল্লাহ নির্বাচন করেন এবং সব সময় তাকে সকল প্রকার সাহায্য সমর্থন দেন। অন্য কারো কোন প্রকার সাহায্যের তিনি মুখাপেক্ষী হন না। খলীফাকে যেসব মানুষ সব সময় সাহায্য সমর্থন করেন তারাও আল্লাহর ফযলে এমন কাজে নিযুক্ত হন। আল্লাহই তাদের এমন সুযোগ দেন।

১৯৭২ সনে কিছু মানুষ হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহে.) সম্পর্কে কিছু মিথ্যা অপপ্রচার চালিয়েছিল। ১০ই মার্চ ১৯৭২ শুক্রবার জুমআর খুতবায় হুযুর (রাহে.) সমস্ত অপপ্রচারের জবাব দিয়েছিলেন। এ অধম ঐ খুতবার সময় উপস্থিত ছিলাম। মসজিদ মোবারকে এই খুতবা হয়েছিল। হুযুর (রাহে.) সেদিন একথা বলেছিলেন:"আমার নিজের অবস্থা এই যে, কোন এক কষ্টের সময় আমি দোয়া করেছিলাম, এখন আমি আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি, যার নামে মিথ্যা কসম খাওয়া (লানতী) অভিশপ্তদের কাজ, এই মসজিদে আমি ঘোষণা দিয়ে বলছি, তিনি আমাকে বড় আদর করে বলেছেন,

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ

অর্থ: 'হে দাউদ! আমরা তোমাকে পৃথিবীর বুকে খলীফা বানিয়েছি।' অতএব, আমি এজন্য খলীফা নই যে, তোমাদের একদল মানুষ আমাকে নির্বাচিত করেছে। আমি এজন্য খলীফা হয়েছি যে, আল্লাহ আমাকে খলীফা নির্বাচিত করেছেন এবং খলীফা বানিয়েছেন। এবং এমন ভালোবাসাপূর্ণ শব্দগুলো দিয়ে আমাকে সম্বোধন

রিফ্রেশার্স কোর্সে অংশগ্রহণকারী মুরুব্বীগণ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আস-সালেস (রাহে.)-এর সাথে (লেখক বৃত্তে) ১৯৭৮ সাল

করেছেন। বস্তুত খলীফা আল্লাহই বানিয়ে থাকেন। এটি মানুষের কাজ নয়। আর আল্লাহ যাকে খলীফা বানান তিনি অন্য মানুষের কাজের উপর থুথুও নিক্ষেপ করেন না। আর কারো প্রতি ভ্রুক্ষেপও করেন না।" (খুতবাতে নাসের চতুর্থ খন্ড পৃ: ৯৬)

এ অধমের সৌভাগ্য যে, আমি স্বয়ং সেখানে উপস্থিত ছিলাম। নিজে হুযুর (রাহে.)কে এমন জবরদস্ত বজ্রনিনাদ ঘোষনা দিতে শুনেছি। আমি হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) কে দেখিনি। তাঁর কোন খলীফাকেও দেখিনি। হ্যাঁ খলীফাগণের কথা এবং হযরত (আ.)-এর লেখা পড়েছি। আজ আমার প্রাণপ্রিয় ইমাম যার হাতে আমি বয়াত করেছি তাঁর কণ্ঠে তাঁর প্রাপ্ত ইলহামের বর্ণনা নিজ কানে শুনেছি, নিজ চোখে দেখেছি। আমার 'ইসলামে আহমদীয়া খেলাফত' বইয়েও এ ঘটনা উল্লেখ করেছি। আলহামদুলিল্লাহ।

অনুরুপভাবে সম্ভবত: ১৯৭৬ সনের একটি ঘটনা মনে পড়ে। জামেয়াতে গরমের দীর্ঘ ছুটি ছিল। কোনভাবে আমি ইসলামাবাদে গেলাম। হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহে.) ইসলামাবাদে অবস্থান করছিলেন। ইসলামাবাদ জামাতের নির্মানাধীন নতুন বড় মসজিদে হুযুর (রাহে.) জুমআর খুতবা দিয়েছিলেন। মসজিদের নির্মাণ কাজ অসমাপ্ত ছিল। খুতবা জুমআরবিষয়বস্তু সম্পর্কে একটি অস্বাভাবিক ঘটনা বলতে চাই।

আমার ভাষায় খুৎবার বিষয় এরকম ছিল, তোমরা আমাদের কাফের বলছ! আল্লাহ তা'য়ালা কাফেরদের সাথে কি এমন আচরণ করেন যেমন তিনি আমাদের সাথে করেছেন? কুরআন মজীদে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেছেন, কয়েকটি আয়াত আমার স্মরণ আছে যেমন:

ءَاَنْتُمْ تَخْلُقُوْنَهٗۤ اَمْ نَحْنُ الْخٰلِقُوْنَ۝

অর্থ: তোমরা কি ওগুলোকে সৃষ্টি কর নাকি আমরা সৃষ্টি করি? (সূরা ওয়াকেয়া: ৬০)

ءَاَنْتُمْ تَزْرَعُوْنَهٗۤ اَمْ نَحْنُ الزّٰرِعُوْنَ۝

অর্থ: তোমরা কি এসব উৎপাদন কর নাকি আমরা উৎপাদন করি? (সূরা ওয়াকিয়া: ৬৫)

اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِيْنَ كَالْمُجْرِمِيْنَ۝ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ۝

আমরা আনুগত্যকারিদেরকে কি অপরাধীদের মতো বানিয়ে নেব? তোমরা কেমন সিদ্ধান্ত দাও? (সূরা কলম: ৩৬-৩৭)

অনুরুপ আরো কয়েকটি আয়াত হুযুর (রাহে.) পড়ে খুৎবা দিয়েছিলেন। অর্থাৎ মুসলমানদের সাথে আল্লাহর আচরন এক প্রকার কিন্তু কাফেরদের সাথে অন্যরকম। কোন জামাতের সাথে আল্লাহর ব্যবহার কেমন তা দেখে বিবেকবানদের বোঝা উচিত যে আল্লাহতা'লা কোন জামাতের প্রতি সদয় ও সহানুভূতি দেখাচ্ছেন।

আসলে আমি যা বলতে চাচ্ছি তা এই যে, খুৎবার সময় আমি নিকট থেকে হুযুর (রাহে.)-এর চেহারার দিকে চেয়ে দেখলাম, হুযুর (রাহে.)-এর চেহারা অত্যন্ত ঐশী নুরের আলোয় উদ্ভাসিত ছিল, অসাধারন আওয়াজ খুবই গুরুগম্ভীর প্রতাপময় ছিল। আমার মনে হল আজ বড় ব্যতিক্রমধর্মী অবস্থা।

খুৎবা জুম'আর পরে হুযুর (রাহে.)এর সাথে মোহতরম মাহমুদ আহমদ সাহেব সদর খোদ্দামুল আহমদীয়া এবং মোহতরম হাফেজ মুজাফফর সাহেবের সাথে মুলাকাত ছিল। হুযুর (রাহে.) তাদের সামনে বলেছিলেন কি ঘটেছিল। হুযুর (রাহে.) বলেছিলেন, আমি খুৎবার জন্য দাঁড়ালাম ,সাথে সাথে এই খুৎবাটি আমার হৃদয়ে অবতীর্ণ হল এবং আমি তাৎক্ষনিকভাবে তা বর্ণনা করে গেলাম যা আমি পূর্বে চিন্তা করিনি। আমি যে বিষয় নোট করে নিয়ে গিয়েছিলাম তা আমার হাতেই ছিল কিন্তু তা আমি দেখলাম না বরং আমার অন্তরে যা আপতিত হলো তাই আমি বললাম (Simultaneous) তাৎক্ষনিক।

আমার সৌভাগ্য এই যে, আমি ঘটনা

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার কেন্দ্রীয় বার্ষিক ইজতেমায়
হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-এর সাথে আলাপরত লেখক

ক্রমে সেদিন ওই মসজিদে উপস্থিত হয়েছিলাম। স্বচক্ষে দেখলাম হুযুর (রাহে.) এর চেহারা স্বর্গীয় আভায় উদ্ভাসিত। আলহামদুলিল্লাহ ।

আর একটি কথা উল্লেখ করা যেতে পারে ১৯৮১ ইং রাবওয়ার জলসা সালানার পরে হুযুর (রাহে.) এর সাথে সকল মুরব্বি মোবাল্লেগগনের মুলাকাত ছিল। এই মুলাকাতে এক সময় হুযুর (রাহে.) বললেন, (আমি আমার ভাষায় বলছি) 'আমি আপনাদের সবাইকে জানি। আপনাদের মাঝে অনেকে উচ্চ পর্যায়ের আছেন। আপনারা অনেক ভালো অবস্থানে আছেন। আবার অনেকে আছেন মধ্যম শ্রেনিতে। কোনমতে কাজ করে যাচ্ছেন। আর কিছু আছেন ৩য় শ্রেনিতে। এদের শাস্তি হওয়া উচিত। আমি শাস্তি দিতে পারি না। শাস্তি দিতে গেলে ব্যবস্থাপনা বানাতে হবে। এভাবে শাস্তি অল্প বা বেশি হয়ে যেতে পারে। তাই শাস্তি দিতে চাই না। আপনাদেরকে আল্লাহর হাতে সোপর্দ করছি। আপনারা আল্লাহর সামনে জবাব দিবেন।

কিছু আমার ব্যক্তিগত বিষয় রয়েছে। হুযুর (রাহে.) আমাকে বেশি আদর ও স্নেহ করতেন। আমার যতদুর স্মরণ আছে , সে সময় মওলানা ফযল ইলাহি আনওয়ারী সাহেব প্রাক্তন আমির ও মোবাল্লেগ ইনচার্জ জার্মানি, হাদীকাতুল মোবাশ্বিরিনের সেক্রেটারি ছিলেন। (সকল মুবাল্লেগগনের কেন্দ্রিয় অফিস) হুযুর (রাহে.) তাকে নির্দেশ দিলেন, 'ইমদাদুর রহমানকে আমার নিকটে রাখবেন'। তিনি মোহতরম নাযের সাহেব ইসলাহ্ ও এরশাদ মোকামীকে লিখলেন যেন আমাকে নিকটে রাখা হয়। আমি এসে রাবওয়ায় অবস্থান নিলাম। প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায মসজিদে মোবারকে পড়ার সুযোগ পেলাম। এক সময় মনে হলো, হুযুর (রাহে.) কাছে থাকতে বলেছেন, অতএব নামাযে এমন জায়গায় আমার দাঁড়ানো উচিত যেন হুযুর (রাহে.) আমাকে দেখেন। এর পর থেকে আমি মেহরাবের কাছে দাঁড়াতে আরম্ভ করলাম। হুযুর মসজিদে প্রবেশ করলে যেন আমার উপর হুযুরের কল্যাণময় দৃষ্টি পড়ে। এভাবে কিছুকাল নামায পড়তে থাকলাম। পরিষ্কার কাপড় পড়ে যেতাম। সে সময় হুযুরের(রাহে.) ঐশী আলোয় আলোকিত চেহারা অত্যন্ত শান্ত ও প্রশান্তি যুক্ত হয়ে গিয়েছিল, আমার বিশ্বাস হুযুর আমার জন্য অনেক দোয়া করেছেন। প্রতিদিন পাঁচবার দেখা হত। আল্লাহর অপার অনুগ্রহ যিনি আমার মনে একথা দিয়েছিলেন, আমি যেন হুযুরের দৃষ্টিগোচর হই। এভাবে নিশ্চয়ই দোয়াতে স্মরণ থাকত।

আমাদের সকলের উচিত হুযুর (রাহে.) এর পরিবার বর্গের জন্য দোয়া করি। হুযুর (রাহে.) দোয়ার কল্যানে পরবর্তী কালেও আল্লাহর অনুগ্রহ লাভ করছি। আল্লাহ্ তা'লা হুযুর (রাহে.)-এর আধ্যাত্মিক উন্নতি অব্যাহত রাখুন।

(চলবে)

জামেয়াতে ছাত্র ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

আহমদীয়া মুসলিম জামাত-এর সম্মানিত সদস্যদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, জামেয়া আহমদীয়া **বাংলাদেশ-এর সাড়ে সাত বছর মেয়াদী শাহেদ কোর্সে ১৩তম ব্যাচে 'ফসলুল খাসে' ছাত্র ভর্তি করা হবে।** আশা করা যাচ্ছে এ বছর ভর্তিচ্ছুদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। দরখাস্ত আগামী ৩০/০৪/২০১৯ তারিখের মধ্যে সেক্রেটারী বোর্ড অব গভর্নরস জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ বরাবর পৌঁছাতে হবে। ১২,১৩,১৪ ও ১৫ মে ২০১৮ তারিখ ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে, ইনশাল্লাহ্। **আবেদনকারীকে অবশ্যই শুক্রবার ১১ মে ২০১৮ তারিখ বিকাল ৫.০০ টার পূর্বে জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশের অফিসে পৌঁছে রিপোর্ট করতে হবে।**

আবেদনকারীর যোগ্যতা হবে নিম্নরূপ: (১) এস.এস.সি/এইচ.এস.সি-তে উত্তীর্ণ হতে হবে এবং নূন্যতম "বি" গ্রেড থাকতে হবে। (২) এ বছর এইচ.এস.সি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীরাও আবেদন করতে পারবে। তবে এস.এস.সি-তে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সাপেক্ষে, (৩) ভাল স্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হবে এবং স্বাস্থ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। (৪) সর্বোচ্চ বয়স সীমা, এস.এস.সি উত্তীর্ণদের জন্য ১৭ এবং এইচ. এস.সি উত্তীর্ণদের জন্য ১৯ বছর। (৫) ওয়াকফে নও ভর্ত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে অগ্রাধিকার পাবে। (৬) কুরআন শুদ্ধভাবে পড়া অবশ্যই জানতে হবে, ধর্মীয় সাধারণ জ্ঞানে ভাল হতে হবে এবং জামাতি বই পড়ার অভ্যাস থাকতে হবে। (৭) জীবন উৎসর্গকারী হতে হবে, (৮) ভাল আহমদী ও তাকওয়াশীল এবং জামাতি কাজে অংশগ্রহণকারী হতে হবে। (৯) আরবী, উর্দ্দূ ও ইংরেজী ভাল জানা থাকলে অগ্রাধিকার পাবে। (১০) বয়া'ত গ্রহণকারীর ক্ষেত্রে কমপক্ষে তিন বছর অতিক্রান্ত হতে হবে। (১১) ভর্তির জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ও এপ্টিচিউড টেষ্টে ভাল ফলাফল করতে হবে। (১২) আবেদন পত্রে নিম্নলিখিত তথ্যাবলী অবশ্যই থাকতে হবে-অন্যথায় আবেদনপত্র গ্রহণ যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। আবেদনকারীর সঠিক ঠিকানা এবং বাড়ির অথবা জামাতের ফোন/মোবাইল নম্বর অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে। (ক) নিজের নাম, (খ)পিতার নাম, (গ) মাতার নাম, (ঘ) জম্ম তারিখ এবং বয়া'তগ্রহণকারী হলে বয়া'তের তারিখ উল্লেখ করতে হবে, (ঙ) শিক্ষাগত যোগ্যতার সার্টিফিকেট এর সত্যায়িত ফটো কপি সাথে দিতে হবে। (চ) দরখাস্ত নিজ হাতে লিখতে হবে, (ছ) স্থানীয় আমীর/প্রেসিডেন্ট এবং কায়েদের সত্যায়ন থাকতে হবে নচেৎ আবেদনপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে। (জ) জামাতি ও মজলিসি চাঁদা পরিশোধ মর্মে স্থানীয় সেক্রেটারী মাল/নাযেম মালের সার্টিফিকেট সংযুক্ত করতে হবে। (ঝ) ওয়াকফে নও হলে নম্বর উল্লেখ করতে হবে। (ঞ)অন্য কোন বিশেষ যোগ্যতা থাকলে উল্লেখ করতে পারেন। (ট) জামাতের এমন দুই জন বিশেষ ব্যক্তির নাম উল্লেখ করতে হবে যিনি আবেদনকারী সম্বন্ধে ভালভাবে জানেন। (ঠ) জামাতের কোন বুযুর্গ (মৃত বা জীবিত) ব্যক্তির সাথে যদি আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকে তবে তা উল্লেখ করতে হবে।

বি. দ্র. সার্কুলারটির বিষয়বস্তু ব্যাপকভাবে সকল স্থানীয় জামাত, হালকা ও পকেট সমূহে প্রচারের জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। Fax: +880-2-7301854, E-mail: jamia.bd2006@gmail.com অথবা maazidullislam1955@gmail.com-এর মাধ্যমে দরখাস্ত পাঠাতে পারেন। প্রয়োজনে নিম্নের মোবাইল নম্বরসমূহে যোগাযোগ করা যাবে। সেক্রেটারী বোর্ড অফ গভর্নরস ০১৭৭১-৭০৫৫১৫, প্রিন্সিপাল ০১৫৩১-২৫১১৪০, অফিস সেক্রেটারী ০১৭৫৫-৫৬৫৩০৯/০১৯২২-০২৪৫৯১। মহান আল্লাহ্ তায়ালা সকলের সহায় হউন- আমীন।

ওয়াসসালাম

খাকসার

মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ

সেক্রেটারী বোর্ড অফ গভর্নরস

জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

দিনাজপুর অঞ্চলের ৯ম আঞ্চলিক সালানা জলসা আহমদনগরের বিশাল খোলা মাঠে সফলতার সাথে অনুষ্ঠিত

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের দিনাজপুর অঞ্চলের ৯ম আঞ্চলিক সালানা জলসা আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত আহমদনগরের বিশাল খোলা মাঠে দ্বিতীয় বারের ন্যায় গতকাল শুক্রবার বিকালে পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে শুভ সূচনা করেন আলহাজ্জ মোবাশশের উর রহমান, ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ। জলসার উদ্বোধনী অধিবেশন শুরু হয় বিকাল ২.৪৫মি.। এতে সভাপতিত্ব করেন ন্যাশনাল আমীর। প্রথমেই পবিত্র কুরআন থেকে তেলওয়াত করেন মৌ. মোহাম্মদ ইয়াহ্‌হিয়া, নযম পাঠ করেন জুবায়ের আহমদ রিয়াদ। উদ্বোধনী ভাষণ ও দোয়া পরিচালনা করেন ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ। তিনি তার বক্তৃতায় বিশ্বব্যাপী আহমদীয়া জামাত শান্তিপ্রিয়ভাবে ইসলাম প্রচারে রত রয়েছে তা উল্লেখ করেন। এছাড়া তিনি শৃংখলা, প্রেমপ্রীতি ও ভালোবাসার মাধ্যমে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা প্রচার ও প্রসারের প্রতিও গুরুত্বারোপ করেন। তিনি আরও বলেন-আল্লাহতায়ালা এখানকার আহমদীদের দোয়া গ্রহণ করেছেন, আজ আমরা নিজেদের জায়গায় বৃহৎ পরিসরে জলসা করতে সক্ষম হচ্ছি, আলহামদুলিল্লাহ।

এখানে সারা বাংলাদেশসহ পাশ্ববর্তী দেশগুলোর লোকজনও জলসার রৌনক বৃদ্ধি করার জন্য আসবে আর এটি আন্তর্জাতিক জলসার রূপ লাভ করবে, ইনশাআল্লাহ।

বক্তৃতা পর্বে মহান আল্লাহতায়ালার অস্তিত্ব ও তাঁর অতুলনীয় গুণাবলী বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা শাহ মোহাম্মদ নূরুল আমীন। তিনি তার বক্তৃতায় পবিত্র কুরআন হাদিসের আলোকে বিষয়টি স্পষ্ট করেন। তিনি বলেন: সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে কিন্তু কেবলমাত্র আল্লাহতায়ালার অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকবে।

এরপর ন্যায় ও সাম্য প্রতিষ্ঠায় মহানবী (সা.)-এর সুমহান মর্যাদা বিষয়ে বক্তৃতা করেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী। তিনি তার বক্তৃতা মহানবী (সা.)-এর ন্যায় বিচারের দৃষ্টান্ত বিভিন্ন ঘটনার মাধ্যমে তুলে ধরেন। সমাজে ন্যায় বিচার করতে গিয়ে মহানবী (সা.) এর প্রাণপ্রিয় সাহাবীদের (রা.)-কেও যে সামান্য ছাড় দিতেন না সে বিষয়ে কয়েকটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেন। একবার এক সাহাবী মহানবী (সা.) এর নির্দেশে গায়ের চাদর বিক্রি করে পাওনাদারের পাওয়ান পরিশোধ করেছিলেন এই বিখ্যাত হাদীসটিও তুলে

ধরেন। শেষে তিনি বলেন, ইসলামের নবীর কত মহান ও উত্তম আদর্শ, অথচ আজ এই মুসলমানকেই বলা হচ্ছে সন্ত্রাসী। ইসলাম শান্তির ধর্ম আর সমগ্র বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যই মহানবী (সা.)-এর আগমন।

জলসার এ পর্যায়ে শুভেচ্ছা বক্তৃতা রাখেন পঞ্চগড় জর্জকোর্টের পাবলিক প্রসিকিউটর এ্যাড. আমিনুর রহমান। তিনি বলেন- ইসলামে কোন ধরণের হানাহানীর শিক্ষা নেই, এখানে এসে আমি অত্যন্ত আনন্দিত ও মন্ধ। প্রতি বছর আপনারা এখানে শান্তিপূর্ণভাবে জলসার আয়োজন করুন, এটাই আমাদের প্রত্যাশা। এরপর শুভেচ্ছা বক্তৃতা করেন বেঙহাড়ী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জনাব আবুল কালাম আজাদ, তিনি বলেন আহমদীয়া জামাতের জলসা যেন সকলকে এক প্রকার ঈদের আনন্দ দান করে, তাই আমারও এই শান্তিপূর্ণ জলসায় যোগদানের ইচ্ছা থাকে আর যোগও দিয়ে থাকি। তিনি জলসার সফলতা ও সবার মঙ্গল কামনা করেন।

এ পর্যায়ে সুললিত কণ্ঠে একটি বাংলা নযম পাঠ করেন জনাব জি এম সিরাজুল ইসলাম। স্মৃতিতে আহমদনগর বিষয়ে শুভেচ্ছা বক্তৃতা রাখেন জনাব আবুল হাসান সাহেব। এরপর বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারে আহমদীয়া মুসলিম জামাত বিষয়ে বক্তৃতা করেন আলহাজ্ব আহমদ তবশীর চৌধুরী। তিনি তার বক্তৃতায় আহমদীয়া জামাতের বর্তমান খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)-এর বিশ্বময় শান্তির লক্ষ্যে যে বাণী দিচ্ছেন তার বিভিন্ন উদ্ধৃতি তুলে ধরেন। তার এই বক্তৃতার মাধ্যমেই অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

জলসার দ্বিতীয় দিনে বিভিন্ন বিষয়ে পর্যায়ক্রমে বক্তব্য রাখেন মাওলানা আব্দুল মতিন, মাওলানা নাবিদ আহমদ লিমন, মাওলানা বশীরুর রহমান, আলহাজ্জ মাওলানা সালেহ আহমদ, মাওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান, মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী এবং আলহাজ্জ মোবাশশের উর রহমান, ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ। মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সমাপনি ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে জলসার কার্যক্রমের সমাপ্তি ঘটে।

জলসা দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে বিপুল সংখ্যক ধর্মপ্রাণ মানুষ যোগদান করেন। জলসায় বেশ ক'টি পত্রিকার সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন এবং বেশ কয়েকটি জাতীয় ও আঞ্চলিক পত্রিকায় জলসার ছবিসহ সংবাদ প্রকাশ হয়। এবারের জলসা সরাসরি এমটিএ বাংলার মাধ্যমে ইউটিউব-এ সম্প্রচারিত করা হয়েছে।

সুমন মাহমুদ

পঞ্চগড়ে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

ধর্মীয় সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যকে ধারণ করে গত ১লা মার্চ ২০১৮, বৃহ:স্পতিবার রাত ৭টায় পঞ্চগড় জেলার মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স সভা কক্ষে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত কর্তৃক আয়োজিত জলসার প্রস্তুতিমূলক এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। জনাব মাহমুদ আহমদ সুমন-এর উপস্থাপনায় অনুষ্ঠান শুরু হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের ন্যাশনাল আমীর জনাব মোবাশশের উর রহমান। এছাড়া মঞ্চে আসন গ্রহণ করেন পঞ্চগড় প্রেস ক্লাবের সভাপতি জনাব সফিকুল আলম, বাংলাদেশ জামা'তের নায়েব ন্যাশনাল আমীর ও মুবাল্লেগ ইনচার্জ মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, নায়েব ন্যাশনাল আমীর আলহাজ্জ আহমদ তবশীর চৌধুরী, পঞ্চগড় মানবাধিকার কমিশনের নির্বাহী সভাপতি জনাব ইকবাল কায়সার, বোদা উপজেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি জনাব নজরুল ইসলাম, বেঙহাড়ী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জনাব আবুল কালাম আজাদ, আহমদনগর জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ তাহের যুগল এবং বেশ কয়েকজন কাউন্সিলরসহ প্রমুখগণ।

এতে পঞ্চগড় জেলার বিভিন্ন সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবীসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে পাঠ করেন মাওলানা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া। এরপর 'পঞ্চগড়ে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত' এ প্রসঙ্গে সূচনা বক্তৃতা করেন সভার সঞ্চালক জনাব মাহমুদ আহমদ সুমন। আহমদীয়া জামাতের ধর্ম বিশ্বাস পাঠ করে শোনান মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুল মতিন।

এরপর নায়েব ন্যাশনাল আমীর জনাব আলহাজ্জ আহমদ তবশীর চৌধুরী আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পরিচিতি এবং বিশ্বব্যাপী আহমদীয়া জামাতের কার্যক্রমের এক ঝলক তুলে ধরেন। এরপর সাংবাদিকগণ বিভিন্ন প্রশ্ন করলে অত্যন্ত সুন্দরভাবে উত্তর প্রদান করেন মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী। শুভেচ্ছা বক্তৃতায় বেঙহাড়ী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জনাব আবুল কালাম আজাদ বলেন, ধর্মে কোন জোর জবরদস্তি নাই। সবাই সবার ধর্ম পালন করবে এটাই

আমরা চাই, আহমদীয়া জামা'তের সদস্যরা সমাজের শান্তিপ্রিয় নাগরিক।

পঞ্চগড় প্রেসক্লাবের সভাপতি বলেন: সবাই সবার ধর্ম শান্তিপূর্ণভাবে পালন করবে এটাই আমার প্রত্যাশ। আহমদীয়া জামাত যে, মহানবী (সা.) কে খাতামান নাবেঈন বিশ্বাস করে তা আজ এখানে এসে আমি বুঝতে পেরেছি। বোদা উপজেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি তার শুভেচ্ছা বক্তৃতায় আহমদীয়া জামাতের প্রশংসা করেন এবং বলেন, আমাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে।

শেষে সভার সভাপতি জনাব মোবাশশের উর রহমান সকলের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন এবং জলসায় সকলকে আমন্ত্রণ জানান। তার নীরব দোয়ার মাধ্যমে মতবিনিময় সভার সমাপ্তি ঘটে। এতে প্রায় ৮২জন আমন্ত্রিত মেহমানসহ মোট ১২০জন উপস্থিত ছিলেন।

সুমন মাহমুদ

শোক বার্তা

গত ১৩ মার্চ/ ২০১৮ রোজ সোমবার ইউএস-বাংলা নামের বিমানটি ৭১ জন যাত্রীসহ বাংলাদেশ হতে নেপাল কাঠমন্ডুর ত্রিভূবন বিমানবন্দরে অবতরণ প্রাক্কালে নিয়ন্ত্রণ কক্ষের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার কারণে দুর্ঘটনায় পতিত হয়। পাইলট রানওয়ে হারিয়ে ৩০০ ফুট দূরে এক পতিত ভূমিতে আচড়ে পড়ে। ফলে বিমানটি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং এর ৫২ জন যাত্রী ঘটনাস্থলেই মৃত্যুবরণ করে। মৃতদের ৩২ জনই বাংলাদেশী। ১৬ জন ছিল নেপালী যারা বাংলাদেশের সিলেটে একটি মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তারী শাস্ত্রে অধ্যয়নরত ছিল। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

ইহা নিতান্তই একটি মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। নেপাল ও বাংলাদেশ তাদের আকস্মিক মৃত্যুর শোকে মুহ্যমান। উভয় দেশের প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী দলের নেত্রীবৃন্দ তাদের উদ্দেশ্যে শোকবাণী প্রদান করেছেন। মৃতদের মাতাপিতা ও আত্মীয়-স্বজন কণ্ঠফাটা চিৎকারে আহাজারি করছেন। তাদের প্রচন্ড কষ্টের চিত্তকে শান্তনা দেয়ার ভাষা আমাদের নেই। যারা তাদের নিকটতম আত্মীয়কে হারিয়েছেন কেবল তারাই জানেন তাদের কষ্টের ভার কতটুক। এখন তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াবার সুযোগ আমাদের নেই। কিন্তু হৃদয়ের গভীর ভালোবাসা ও মর্মবেদনায় তাদেরকে স্মরণ করছি। পরম করুণাময় খোদা এ দুর্ঘটনায় নিহত সকল বিদেহী আত্মাকে তাঁর স্নেহের কোলে স্থান দান করুন এবং যারা এ দুর্ঘটনায় আপন ছেলে মেয়ে কিংবা পিতামাতাকে হারিয়েছেন তাদের কষ্টকে লাঘব করুন এবং তাদেরকে পূর্ণ ধৈর্যধারণ করার তৌফিক দান করুন।

শোক প্রকাশে
প্রকাশক পাক্ষিক আহমদী

সংবাদ

সংকলন: মোহাম্মদ ফজল-ই-ইলাহী

জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশের কনভোকেশন রিপোর্ট

আল্লাহ্ তা'লার অশেষ ফযলে গত ০৯ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ ইং তারিখে জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশের ২০১৬ ও ২০১৭ সনের শাহেদ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের মাঝে সনদ বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন জলসায় মরকয হতে আগত মোহতরম সৈয়দ মাহমুদ আহমদ শাহ সাহেব, নায়েব ইসলাহ ও ইরশাদ, রাবওয়া।

কুরআন তেলাওয়াত ও নযমের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। কুরআন তেলাওয়াত করেন নাসের আহমদ দোলন (ছাত্র-৫ম বর্ষ) এবং নযম পরিবেশন করেন মোহাম্মদ ফালাহ উদ্দীন (ছাত্র-৩য় বর্ষ)। এরপর জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশের সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট উপস্থাপন করেন মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দীকি সাহেব, প্রিন্সিপাল জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ। অত:পর মোহতরম সৈয়দ মাহমুদ আহমদ শাহ সাহেব জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশের বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অর্জনকারী ছাত্রদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন এবং ২০১৬ ও ২০১৭ ইং সনে অনুষ্ঠিত শাহেদ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের মাঝে সনদ বিতরণ করেন। নাযের ইসলাহ ও ইরশাদ সাহেব অনুষ্ঠানে উপস্থিত আমন্ত্রিত মেহমানগণ ও ছাত্র-শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে নসীহতমূলক বক্তব্য রাখেন।

বক্তৃতা শেষে তিনি দোয়া পরিচালনা করেন এবং জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশের পক্ষ হতে অয়োজিত নৈশভোজে সবাই অংশগ্রহণ করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব, নায়েব আমীরগণ, মোবাল্লেগ ইনচার্জ সাহেব, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশের বোর্ড অব গভর্ন্যান্সের সদস্যগণ, শাহেদ পাসকৃত ছাত্রদের অভিভাবকগণ, জলসায় আগত বিদেশী মেহমানসহ ছাত্র- শিক্ষক সকলেই উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য যে, ২০১৬ ইং সনে ৬ জন এবং ২০১৭ ইংসনে ৭ জন মোট ১৩ জন ছাত্রের মাঝে এবার সনদ বিতরণ করা হয়। এছাড়া বর্তমানে জামেয়া আহমদীয়াতে ১৩ জন শিক্ষক কর্মরত আছে এবং ৪৫ জন ছাত্র অধ্যয়নরত অবস্থায় আছে এবং ১০ জন ছাত্র এবার শাহেদ পরীক্ষা দিচ্ছে। আল্লাাহ্ তা'লা যেন আমাদের সবাইকে আমাদের নিজ নিজ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করার তৌফিক দান করেন এজন্য সকলের নিকট দোয়া প্রত্যাশী। (আমীন)।

শাহেদ-২০১৬

১.রুহুল আমীন রিয়ন
২. শোয়েব আহমদ খন্দকার
৩. খালেদ মুসনাদ খান
৪. মোহাম্মদ বিপ্লবশাহ
৫. তাহের আহমদ
৬. জাহিদুল ইসলাম

শাহেদ-২০১৭

১. শাহ এহসানউদ্দীন
২. মোহাম্মদ আতাউররহমান
৩. নিয়ামুল হাসান
৪. মোহাম্মদ ফুরাদ আহমদ
৫. আব্দুল মুনিম খান চৌধুরী
৬. মোহাম্মদ কামরুজ্জামান
৭. মারুফ আহমদ

রিপোর্ট: জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ।

মজলিস আনসারুল্লাহ্ মিরপুর এর উদ্যোগে তবলীগী রিফ্রেশার্স কোর্স অনুষ্ঠিত

মহান আল্লাহ্ তা'লার অশেষ ফজলে মজলিস আনসারুল্লাহ্ মিরপুর এর উদ্যোগে গত ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ বুধবার মিরপুর মসজিদে এক দিনব্যাপী তবলীগী রিফ্রেশার্স কোর্স অনুষ্ঠিত হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ। কেন্দ্র হতে আগত মাওলানা সোলায়মান সুমন মুরুব্বী সাহেব এই তবলীগী ট্রেনিং ক্লাস পরিচালনা করেন। বাদ আসর হতে রাত ৯.৩০ মি. পর্যন্ত চলমান এই ক্লাসে মোট ৮০ জন দায়ী ইলাল্লাহ্ সদস্য অংশগ্রহণ করেছেন। এতে কুরআন তেলাওয়াত করেন স্থানীয় মুরুব্বী মাওলানা ফুরাদ আহমদ সাহেব। দোয়ার পর কোর্সের উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন স্থানীয় যয়ীম আলা আবু জাকির আহমদ। ক্লাসে মুসলমানের সংজ্ঞা, আহমদীয়া জামাতের ধর্ম বিশ্বাস, খাতামান নাবীঈন, হযরত ঈসা (আ.) এর জীবন-মৃত্যু, হযরত ইমাম মাহাদী (আ.) এর সত্যতা, বয়াতের গুরুত্ব ইত্যাদি বিষয়ে কুরআন ও হাদিসের আলোকে বিশদভাবে সকলকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ন্যাশনাল সেক্রেটারী তবলীগ ইমতিয়াজ আলী সাহেবও সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন। তিনি নিয়মিত ব্যাক্তিগত তবলীগের উপর গুরুত্বারোপ ও তবলীগের বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করেন।

তবলীগী ক্ষেত্রে একজন তবলীগীকারিকে যে সকল বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করাউ চিত সে সম্পর্কে সকলকে সচেতন করেন এবং তবলীগ ও তরবীয়তী ক্ষেত্রে যুগ খলীফা (আই.)-এর আকাংঙ্খা পূরণের লক্ষ্যে ব্যাক্তিগত তরবীয়তীর মান উন্নয়ন এবং তবলীগী ক্ষেত্রে আরও অধিক দায়ীত্বশীলতা, দোয়া ও নিষ্ঠার সাথে সামনে অগ্রসর হওয়ার জন্য সকলকে উদ্বুদ্ধ করেন। স্থানীয় কয়েক জন সদস্য ও তবলীগী ক্ষেত্রে তাদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন ও এই কার্যক্রম সচল রাখার অঙ্গীকার করেন। ঢাকা রিজিওনাল নাযেম আলা মোহাম্মদ মিজানুর রহমান সাহেব এতে উপস্থিত ছিলেন।

আবু জাকির আহমদ
যয়ীম আলা

"আহমদী" পত্রিকায় লেখা পাঠানো প্রসঙ্গে

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের একমাত্র মুখপত্র "আহমদী" পত্রিকায় লেখা পাঠানো প্রসঙ্গে দিক-নির্দেশনা দেয়া যাচ্ছে যে, এখন থেকে যারাই এতে লেখা ও সংবাদ পাঠাতে ইচ্ছুক, তারা এ পত্রিকার প্রকাশক বরাবর নিম্ন ঠিকানায় পাঠাবেন।

বরাবর,
মাহবুব হোসেন
প্রকাশক, পাক্ষিক আহমদী
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ।
৪নং বকশীবাজার রোড, ঢাকা-১২১১।
e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, নূরনগর-ঈশ্বরদীতে মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস পালন

গত ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখ মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস পালন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব মুহাম্মদ আশরাফ আলী খান। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলওয়াত করেন মাসরূর আহমদ (সাওম), এরপর উর্দু নযম পরিবেশন করেন সাব্বির রহমান। এরপর আলোচনা পর্ব শুরু হয়। মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর বাল্যকালের ঘটনা বর্ণনা করেন মুহাম্মদ তৌফিক জামান (মাহী) এবং তাঁর সাংগঠনিক কার্যক্রম বিষয়ে আলোচনা করেন জনাব সাব্বির আহমদ খান। এরপর তাঁর দীর্ঘদিন খেলাফতের বিষয় আলোচনা করেন জামাতের মুরব্বী জনাব বিপ্লব শাহ। এর মধ্যে একটি বাংলা নযম পরিবেশন করেন মোছাম্মত ফাল্গুনি খাতুন এবং পরিশেষে সভাপতির মূল্যবান আলোচনা ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে মেহমানসহ মোট ৩৬ জন উপস্থিত ছিলেন।

মুহাম্মদ আশরাফ আলী খান।

মজলিস আনসারুল্লাহ্ ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও সিলেট রিজিওনের বার্ষিক রিজিওনাল কর্মশালা-২০১৮ অনুষ্ঠিত

গত ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখ রোজ শুক্রবার সকাল ১০টা থেকে মসজিদ বায়তুল ওয়াহেদে মজলিস আনসারুল্লাহ ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও সিলেট রিজিওনের বার্ষিক রিজিওনাল কর্মশালা ২০১৮ অত্যন্ত সফলতার সাথে অনুষ্ঠিত হয়েছে (আলহামদুলিল্লাহ্)।

উক্ত কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন আলহাজ্জ আহমদ তবশীর চৌধুরী সদর মজলিস আনসারুল্লাহ্ বাংলাদেশ। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব জহির আহমদ মিয়াজী যয়ীমে আলা, তারুয়া। অত:পর সভাপতির আহাদনামা পাঠ, উদ্বোধণী ভাষণ এবং দোয়ার পর মজলিস আনসারুল্লাহ্ এর গঠনতন্ত্র মোতাবেক স্থানীয় মজলিসের কর্মকর্তাগণের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন জনাব হালিম আহমদ হাজারী নায়েব সদর এবং জনাব মোহাম্মদ ফজল-ই-ইলাহী কায়েদ উমুমী সাহেব। নামাযে জুমুআ এবং আসর একত্রে জমা পড়ার পর স্থানীয় মজলিস আনসারুল্লাহ্ এর মাসিক সাধারণ সভায় গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন মোহতরম সদর সাহেব।

সভা শেষে দুপুরের খাবারের বিরতির পর বেলা ৩.০০টা থেকে কর্মশালার ২য় পর্ব তথা সমাপ্তি অধিবেশন শুরু হয়। এতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব মনোয়ার আহমদ (মিন্টু)। অতঃপর তবলীগি খাস প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন কর্মসূচী বিষয়ের ওপর বক্তৃতা প্রদান করেন জনাব নাসির উদ্দিন মিল্লাত-কায়েদ তবলীগ। মোহতরম সদর মজলিসের নির্দেশক্রমে কর্মশালায় আগত বিভিন্ন মজলিসের যয়ীমে আলা/যয়ীম/স্থানীয় প্রতিনিধিগণ স্ব-স্ব মজলিসের কার্যক্রমের ওপর খোলামেলা বক্তব্য প্রদান করেন। এতে অংশগ্রহণ করেন সর্বজনাব ১) হাশেম উল্লাহ্ শিকদার ২) রহিম আহমদ হাজারী, ৩) এস. এম. শামিম ৪) আমীর মাহমুদ ভূইয়া ৫) জহির আহমদ মিয়াজী ৬) জাকির হোসেন ৭) ডাক্তার রফিক আহমদ চৌধুরী ৮) এস.এম. আব্দুল হক প্রমুখ। মোহতরম সদর সাহেবের আহ্বানে রিজিওনাল মজলিস সমূহের সার্বিক কার্যক্রমের ওপর বিস্তারিত বক্তব্য প্রদান করেন জনাব মোশারফ হোসেন, রিজিওনাল নাযেম আলা। মোহতরম সদর সাহেবের দিকনির্দেশনা মূলক এবং নসিহতমূলক সমাপ্তি ভাষণ শেষে আহাদনামা পাঠ এবং দোয়ার মাধ্যমে বার্ষিক কর্মশালার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। উল্লেখ্য যে, উক্ত বার্ষিক রিজিওনাল কর্মশালায় ২২টি মজলিস থেকে ৭৮ জন যয়ীমে আলা/যয়ীম এবং প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

মোশারফ হোসেন
রিজিওনাল নাযেম আলা
ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও সিলেট রিজিওন

শালশিড়ী মজলিসে বিশেষ সম্মান সূচক কাজ ওয়াকারে আমল পালন করা হয়

গত ২৩/০২/২০১৭ তারিখ রোজ শুক্রবার ম. খো. আ. শালশিড়ীর উদ্যোগে ডাঙ্গা হালাকায় একজন নন-আহমদীর বাসা নির্মাণে সহায়তা করা হয়। কায়েদ সাহেবের উপস্থিতিতে আরো অনেক সদস্য এ মহতী কাজে যোগদান করেন। সকাল ৮.০০ থেকে এই কাজ শুরু হয়। এর ফলে নন-আহমদীদের দৃষ্টিতে আহমদীয়াতের মাহাত্ম্য ও সৌন্দর্য আরো সুন্দরভাবে ফুটে উঠে এবং তবলীগের পথ সুগম হয়। এই মহতী পদক্ষেপে অংশগ্রহণকারী সদস্য সংখ্যা খোদ্দাম ৩০ জন আতফাল ১৩ জন।

হাফিজুল ইসলাম হাফিজ, ম. খো. আ. শালশিড়ীর

বিভিন্ন জামা'তে যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের সাথে মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস উদযাপিত হয়

মুসলেহ মাওউদ (রা.) দিবস উদযাপিত

আল্লাহ্ তা'লার অশেষ ফযলে গত ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ ইং তারিখে জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশের উদ্যোগে সকাল ১০.৩০ মিনিট হতে ১২.৩০ মিনিট পর্যন্ত মহান মুসলেহ মাওউদ (রা.) দিবস উদযাপিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন মোহতরম মাওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী সাহেব, প্রিন্সিপাল, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ। কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরুহয়। কুরআন তেলাওয়াত করেন সামির আহমদ সাহিল (ছাত্র-৩য় বর্ষ) এবং নযম পরিবেশন করেন মাহমুদ হোসেন আসিফ (ছাত্র-২য় বর্ষ)। এরপর বক্তৃতাপর্ব শুরু হয়। প্রথমেই মুসলেহ মাওউদ (রা.) দিবসের পটভূমি-এবিষয়ে বক্তব্য রাখেন মোহতরম মাওলানা সালেহ আহমদ সাহেব। এরপর হযরত মির্যা বশির উদ্দীন মাহমুদ আহমদ-ই যে মুসলেহ মাওউদ -এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মোহতরম মাওলানা বশিরুর রহমান সাহেব। পরিশেষে সভাপতি সাহেবের ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। অনুষ্ঠান শেষে সকলের মাঝে মিষ্টি বিতরণ করা হয়।

রিপোর্ট : জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, কোড্ডা

গত ২০/০২/২০১৮ তারিখ রোজ মঙ্গলবার বাদ মাগরেব আহমদীয়া মুসলিম জামাত, কোড্ডার উদ্যোগে মসজিদ মাহমুদ-এ জনাব আলহাজ্জ আসাদুজ্জামান ভুঁইয়া সাহেব এর সভাপতিত্বে ২০ ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস উদযাপন করা হয়। সভার শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনা নূর আহম্মদ জাবেদ, উর্দু নযম পরিবেশন করেন জনাব ইমাদাদুল হক আদর। তারপর দিবসের বিভিন্ন তাৎপর্য ও গুরুত্ব এবং বিভিন্ন দিক নিয়ে পর্যায়ক্রমে বক্তৃতা করেন জনাব এজাজ আহমদ, জনাব তছলিম আহমদ, জনাব এনামুল হক, জনাব আব্দুল হাকিম, মোয়াল্লেম কোড্ডা। বক্তৃতার মাঝখানে একটি বাংলা নযম পরিবেশন করেন জনাব তৌফিক আহমদ সাহেব। পরিশেষে সভাপতির মূল্যবান বক্তৃতা প্রদান ও দোয়ার মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিতি ছিল সন্তুষ্টজনক।

এনামুল হক ইন্টি

মজলিস আনসারুল্লাহ্ নাটাই

গত ২৩ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার বাদ আছর রিজিওনাল নাযেম আলা মোশাররফ হোসেনের সভাপতিত্বে এবং প্রেসিডেন্ট মমতাজ উদ্দীন আহমদের কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। অনুষ্ঠানে নযম পরিবেশন করেন আহসান উল্লাহ্ সিকদার। সভায় 'মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবন' এ বিষয়ে বক্তৃতা করেন, এস এম তৌফিক বেলাল, মুসলেহ মাওউদ (রা.) সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী এবং এর পূর্ণতা এ বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা করেন হাশেমউল্লাহ্ শিকদার, যয়ীম, নাটাই মজলিস আনসারুল্লাহ্, হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর দোয়ার কবুলিয়তের নিদর্শনস্বরূপ হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) আগমন এ বিষয়ে বক্তৃতা করেন, নায়েব রিজিওনাল নাযেম আলা আমীর মাহমুদ ভূইয়া, পরে সভাপতি রিজিওনাল নাযেম আলা মোশাররফ হোসেনের সমাপনী ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। অনুষ্ঠানে খোদ্দাম, আতফাল, আনসার, নাসেরাত ও লাজনার সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

হাশেম উল্লাহ্ সিকদার

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, তেরগাতী

২০/০২/২০১৮ তারিখ রোজ মঙ্গলবার বাদ মাগরিব হতে রাত ১০ ঘটিকা পর্যন্ত তেরগাতী স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট সাহেব জনাব সৈয়দ আনোয়ার আলী সাহেব উক্ত সভার সভাপতির মাধ্যমে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস পালন করা হয়। এতে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন পাপেল আহমদ। নযম উর্দু পরিবেশন করেন জনাব মাসরূর

আহমদ উৎস। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) দিবস, হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী, মির্যা বশির উদ্দিন মাহমুদ আহমদ (রা.) কর্মময় জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন স্থানীয় বক্তাগণ। বক্তৃতা করেন জনাব যয়ীম মফিজ উদ্দিন, সৈয়দ তোফায়েল আহমদ, জনাব নজরুল ইসলাম সাহেব, জেলা নাযেম আলা কিশোরগঞ্জ। সভাপতি সাহেবের সমাপ্তি ভাষণ ও দোয়া পরিবেশন করেন সৈয়দ আনোয়ার আলী প্রেসিডেন্ট সাহেব, এতে পুরুষ ও মহিলাসহ ৪৬ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

সৈয়দ তোফায়েল আহমদ
জেনারেল সেক্রেটারী, তেরগাতী

মজলিস আনসারুল্লাহ্ বিষ্ণুপুর

গত ২০ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার বাদ যোহর রিজিওনাল নাযেম আলা মোশাররফ হোসেনের সভাপতিত্বে এবং এজাজ আহমদ ভূইয়ার কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে সভার কার্যক্রম শুরু হয়। সভায় নযম পরিবেশন করেন আইয়ুব খান, বক্তৃতা করেন এনামুল হক ইন্টু, কোড্ডা আহমদীয়া জামাতের জেনারেল সেক্রেটারী, আমীর মাহমুদ ভূইয়া, যয়ীম, বিষ্ণুপুর মজলিস আনসারুল্লাহ্, স্থানীয় প্রেসিডেন্ট সফিকুল আলম, মুহাম্মদ কামরুজ্জামান, মুরুব্বী সিলসিলাহ প্রমুখ। পরে অনুষ্ঠানের সভাপতি ব্রাহ্মণবাড়িয়া-সিলেট নিজিওনের নাযেম আলা মোশাররফ হোসেনের সমাপনী ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। সভায় খোদ্দাম, আতফাল, লাজনা, নাসেরাত ও আনসার সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

কামরুজ্জামান ভূইয়া

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, সুন্দরবন

গত ২০ ফেব্রুয়ারি মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস বাদ মাগরীব মসজিদ বায়তুস সালামে উদযাপন করা হয়- আলহামদুলিল্লাহ্। মোহতরম আমীর সাহেবের সভাপতিত্বে উক্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব এম রজব আলী, নযম পরিবেশন করেন জি,এম, শাফির আহমেদ। সভাপতি সাহেব দোয়া করেন। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন মোহাম্মদ সুজন তরফদার, এম হযরত আলী, শেখ আব্দুল ওয়াদুদ মাওলানা আমীর হোসেন ও এস, এম, রেজাউল করিম, আমীর, সুন্দরবন। অনুষ্ঠানে সর্বমোট ১৬৩ জন সদস্য ও সদস্যা উপস্থিত ছিলেন।

MRxwgRvbiy ingvb

আখাউড়া

গত ২৪ ফেব্রুয়ারি শনিবার বাদ আছর আখাউড়া আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রেসিডেন্ট সালেহ মুহাম্মদ ভূইয়ার সভাপতিত্বে এবং সিরাজউদ্দিন নঈম এর কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে সভার কার্যক্রম শুরু হয়। সভায় নযম পরিবেশন করেন হাফিজুর রশিদ কাজল ও জাসিয়া আক্তার মীম। অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন, এনামুল হক ইন্টু, কোড্ডা আহমদীয়া জামাতের জেনারেল সেক্রেটারী, আমীর মাহমুদ ভূইয়া, নায়েব রিজিওনাল নাযেম আলা, হাশেম উল্লাহ্ শিকদার, যয়ীম নাটাই মজলিস আনসারুল্লাহ্ প্রমুখ। সভায় খোদ্দাম, আতফাল, লাজনা, নাসেরাত ও আনসার সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

বিল্লাল আহমদ

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, আশকোনা

গত ২৩/০২/২০১৮ তারিখ রোজ শুক্রবার বাদ মাগরেব মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া আশকোনার উদ্যোগে উত্তরখান মাস্টার বাড়ী নামায সেন্টারে মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস পালিত হয়, আলহামদু লিল্লাহ্। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জনাব মিরাজ উদ্দিন আহমদ বাবু (কায়েদ আশকোনা মজলিস), জনাব জাকির হোসেন সাহেব (প্রেসিডেন্ট, আশকোনা হালকা)। শুরুতে পবিত্র

কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন ইউসুফ সানী সাহেব এবং নযম পাঠ করেন আ. সালাম সাহেব। এরপর মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবসের তাৎপর্য, ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা তার খেলাফত কালে জামাতের উন্নতির ওপর বক্তব্য প্রদানকরেন জনাব মাওলানা এনামুল হক রনি সাহেব এবং স্থানীয়দের উদ্দেশ্যে তরবিয়তী আলোচনা করেন জনাব ফারুক আহমেদ সাহেব। সবশেষে দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্ত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ৩২ জন আহমদী এবং ৫ জন মেহমান উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়া গত ০২/০৩/২০১৮ তারিখ শুক্রবার বাদ জুমুআ বায়তুল হুদা মসজিদ আশকোনাতে আল মুসলেহ মাওউদ (রা.) দিবস প্রেসিডেন্ট সাহেবের সভাপতিত্বে পালন করা হয়। এতে ৭ জন মেহমানসহ ১১৫ জন আহমদী সদস্য উপস্থিত ছিল। এতে বক্তব্য প্রদান করেন স্থানীয় মোয়াল্লেম এনামুল হক রনি সাহেব। দোয়ার মাধ্যমে সভাপতি সাহেব অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মিরাজ উদ্দিন আহমদ বাবু, কায়েদ

চট্টগ্রামের উদ্যোগে মহান মুসলেহ মাওউদ (রা.) দিবস উদযাপন

অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি সমস্ত পৃথিবীর ন্যায় গত ২০/০২/২০১৮ ইং: রোজ মঙ্গলবার চকবাজারে অবস্থিত আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত চট্টগ্রাম মসজিদ বাইতুল বাসেতে অত্যন্ত ভাবগাম্ভীর্য পরিবেশে মহান মুসলেহ মাওউদ (রা.) দিবস উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। গত মঙ্গলবার বিকাল থেকে স্থানীয় জামাতের সদস্য সদস্যাসহ নও মোবাঈন এবং কয়েকজন জেরে তবলীগ মেহমান মসজিদ প্রাঙ্গণে উপস্থিত হন। স্থানীয় জামাতের ভারপ্রাপ্ত আমীর মোহতরম মোর্শেদ আলম সাহেবের সভাপতিত্বে বাদ মাগরিব সভার কার্যক্রম শুরু হয়। সভার প্রারম্ভে হাফেজ মেজবাহ উদ্দিন কুরআন তেলাওয়াত করেন এবং বাংলা অনুবাদ করেন। এরপর হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) কর্তৃক রচিত রাযি বরযায়ে ইলাহী নামক নযম সু-মধুর কণ্ঠে ইমরান সাঈদ পরিবেশন করেন। তারপর হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) দিবসের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন মৌলবী মোজাফ্ফর আহমদ, জনাব এম আরিফুজ্জামান এবং মুরুব্বি সিলসিলাহ মওলানা জাফর আহমদ। এরপর মুসলেহ মাওউদ (রা.) র জীবনের উপর উপস্থিত সদস্যগণের বিভিন্ন প্রশ্নের উরর দেন স্থানীয় মুরুব্বি সিলসিলাহ। সবশেষে সভার সভাপতি ভারপ্রাপ্ত আমীর সাহেবের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য ও দোয়ার মাধ্যমে উক্ত দিবসের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। উল্লেখ্য যে অনুষ্ঠানে আগমনকারী অতিথীসহ সকলের খাবারের সু-ব্যবস্থা ছিল। উপস্থিতি সদস্য/সদস্যা সংখ্যা মোট=১২৫ জন।

খালিদ আহমদ সিরাজী
সেক্রেটারী ইশায়াত
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, চট্টগ্রাম

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, শালশিড়ী

গত ২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া শালশিড়ীর উদ্যোগে মুসলেহ মাওউদ দিবস পালিত হয়। এই অনুষ্ঠানে নায়েব কায়েদ জনাব সালেহ আহমদ সাহেবের সভাপতিত্বে প্রথমে কুরআন তেলাওয়াত করেন জিসান হুসেন। নযম পেশ করেন মুনিব আহমদ দেওয়ান সাহেব, পর্যায়ক্রমে বক্তৃতা রাখেন নাযেম তালীম হাফিজুল ইসলাম হাফিজ সাহেব, স্থানীয় মোয়াল্লেম মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির সাহেব, স্থানীয় প্রেসিডেন্ট মাওলানা ঈসরাঈল দেওয়ান সাহেব। মুসলেহ মাওউদ দিবসের তাৎপর্য ও গুরুত্ব সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন উপরোক্ত বক্তারা। পরিশেষে সভাপতি সাহেবের বক্তব্যের পর দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। এই মহতী অনুষ্ঠানে সর্বোমোট ৭৬ জন সদস্য/সদস্যা উপস্থিত ছিলেন।

হাফিজুল ইসলাম হাফিজ

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, খুলনা

গত ২০-০২-২০১৮ তারিখ বাদ মাগরীব স্থানীয় জামাতের মোহতরম আমীর জনাব এস এম আনসার উদ্দীন সাহেব এর সভাপতিত্বে বায়তুর রহমান মসজিদে মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভাতে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশের মোহতরম

সদর জনাব মুনাদিল ফাহাদ সাহেব উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা সভার শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব মোহাম্মদ ওমর আলী এবং নযম পাঠ করে শুনান জনাব তানভীর আহমেদ শোভন। অতঃপর জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য রাখেন জনাব শেখ মোহাম্মদ ওমর প্রিন্স, তার বক্তৃতার বিষয় ছিল, 'খোদা তা'লার সাহায্য ও হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এর বর্ণাঢ্য জীবন' এবং জনাব মাহমুদ বিন কাশেম সাহেব, তার বিষয় ছিল, 'বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এর ভূমিকা'। অতঃপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশের মোহতরম সদর জনাব মুনাদিল ফাহাদ সাহেব। তিনিও হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর কর্মময় জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। পরিশেষে সভাপতি স্থানীয় জামাতের মোহতরম আমীর জনাব এস এম আনসার উদ্দীন সাহেব মুসলেহ মাওউদ (রা.) জীবনের ওপর সংক্ষিপ্ত বক্তব্য প্রদান করেন। দোয়ার মাধ্যমে আলোচনা সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। উক্ত আলোচনা সভায় মোট ৪১ জন জন সদস্য সদস্যা উপস্থিত ছিলেন।

এন এ শাহীন আহমেদ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, কবিরপুর

গত বাদ জুমুআ আহমদীয়া মুসলিম জামাত, কবিরপুর এর উদ্যোগে মুসলেহ্ মাওউদ দিবস পালিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে জামাতের ৪০ জন খোদ্দাম, আনসার ও লাজনা অংশগ্রহণ করেন। জনাব তাহমিদুল হাসান সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বিশেষ অতিথি হিসাবে জনাব আব্দুল জলিল সাহেব উপস্থিত ছিলেন, আলহামদুলিল্লাহ।

মোহাম্মদ আবু বকর সিদ্দীক
জি. এস., কবিরপুর

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ফাজিলপুর

গত ২৩/০২/২০১৮ তারিখ নূর এলাহী জসিম-এর সভাপতিত্বে মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস উদযাপন করা হয়। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব মনসুর আহমদ, নযম পরিবেশন করেন নিসাত তাসনীম মুনা। মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এর জীবন ও পটভূমি আলোচনা করেন জনাব সাইফুল ইসলাম, সেক্রেটারী মাল। মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর কর্মময় জীবন নিয়ে আলোচনা করেন জনাব মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম মোয়াল্লেম। পরিশেষে সভাপতির মূল্যবান বক্তৃতা প্রদান ও দোয়ার মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, জামালপুর-হবিগঞ্জ

গত ২০/০২/২০১৮ তারিখ রোজ মঙ্গলবার বাদ মাগরিব আহমদীয়া মুসলিম জামাত, জামালপুর হবিগঞ্জ কর্তৃক আয়োজিত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব রফিক আহমদ চৌধুরী, ভাইস প্রেসিডেন্ট আ.মু.জা. জামালপুর হবিগঞ্জ।

শুরুতেই পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব রাফি আহমদ চৌধুরী। এরপর নযম পেশ করেন জনাব খুকন আহমদ চৌধুরী।

এরপর পর্যায়ক্রমে বক্তৃতা উপস্থাপন করেন জনাব রাফি আহমদ, জনাব মতিউর রহমান চৌধুরী, মাওলানা রুহুল আমীন রিওন ও মাওলানা জুনায়েদ ইসলাম। এতে মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর ইসলামের খেদমতে অসাধারণ অবদান ও আমাদের করণীয় কি, এছাড়াও মুসলেহ মাওউদ দিবসের প্রেক্ষাপট কি ও তাঁর (রা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

অনুষ্ঠান শেষে সভাপতির সংক্ষিপ্ত ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে ৪০ জন সদস্য সদস্যা উপস্থিত ছিলেন।

রফিক আহমদ চৌধুরী

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, গাজীপুর

গত ২০ ফেব্রুয়ারি বাদ মাগরিব হতে রাত ১০টা পর্যন্ত 'মুসলেহ মাওউদ (রা.) দিবস' উপলক্ষ্যে এক মনোজ্ঞ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট, জনাব মহিবুর রহমান সাহেব এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠান শুরু হয়। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব ডা: বি, কে, চৌধুরী সাহেব। নযম পরিবেশন করেন জনাব রাজু আহমদ।

বক্তৃতা করেন 'আহাদনামার ভিত্তিতে খোদ্দামুল আহমদীয়ার দায়িত্ব ও কর্তব্য' এ বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন জনাব ইকবাল আহমদ, কায়েদ গাজীপুর।

'আহাদনামার ভিত্তিতে আনসারদের দায়িত্ব ও কর্তব্য' এ বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন জনাব কবির আহমদ, জি, এস, গাজীপুর জামাত। 'মুসলেহ মাওউদ (রা.) দিবসের গুরুত্ব' সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য প্রদান করেন বিশেষ অতিথি জনাব কামরুল ইসলাম প্রধান, মোয়াল্লেম ওয়াকফে জাদীদ।

'মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এর খেলাফত কাল' এ বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন জনাব আতিকুর রহমান, যয়ীম, আনসারুল্লাহ্ গাজীপুর। 'মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবসের ওপর গুরুত্বপূর্ণ' বক্তব্য প্রদান করেন জনাব সভাপতি সাহেব, প্রেসিডেন্ট আ.মু.জা. গাজীপুর।

এরপর সভাপতি সাহেব ইজতেমায়ী দোয়া পড়ান এবং অনুষ্ঠনের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

কামরুল ইসলাম প্রধান

দোয়ার রীতিতে মহানবী (সা.)-এর সুন্নত জীবন্ত রাখতে হুযূর (আই.)-এর তাজা নির্দেশনা

নিম্নবর্ণিত আয়াত পাঠ এবং সূরাসমূহ প্রতিরাতে ঘুমানোর পূর্বে তিনবার পড়ে নিয়ে নিজ হাতের মুঠিতে ফুঁ দিয়ে সমস্ত শরীরে (যতটুকু হাত যায়) বুলিয়ে নিবেন কেননা আমাদের প্রিয় রসূলে করীম (সা.)-এর পছন্দনীয় প্রাত্যহিক রীতি ছিল এটি।

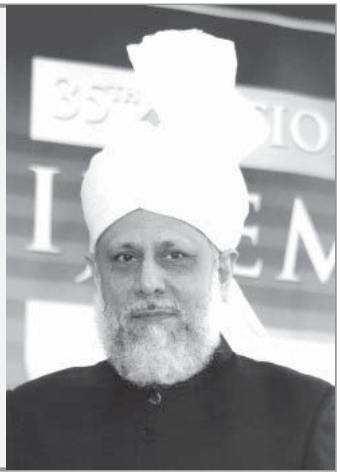

আয়াতুল কুরসী

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلۡحَیُّ الۡقَیُّوۡمُ ۚ لَا تَاۡخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوۡمٌ ؕ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الۡاَرۡضِ ؕ مَنۡ ذَا الَّذِیۡ یَشۡفَعُ عِنۡدَهٗۤ اِلَّا بِاِذۡنِهٖ ؕ یَعۡلَمُ مَا بَیۡنَ اَیۡدِیۡهِمۡ وَمَا خَلۡفَهُمۡ ۚ وَلَا یُحِیۡطُوۡنَ بِشَیۡءٍ مِّنۡ عِلۡمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ کُرۡسِیُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضَ ۚ وَلَا یَـُٔوۡدُهٗ حِفۡظُهُمَا ۚ وَهُوَ الۡعَلِیُّ الۡعَظِیۡمُ ﴿۲۵۶﴾

(তিনিই) আল্লাহ্, যিনি ছাড়া কোন উপাস্য নাই। তিনি চিরঞ্জীব-জীবনদাতা (ও) চিরস্থায়ী-স্থিতিদাতা। তন্দ্রা ও নিদ্রা তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। আকাশসমূহে যা আছে ও পৃথিবীতে যা আছে সব তাঁরই। কে আছে যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করতে পারে? তাদের সামনে যা আছে এবং তাদের পিছনে যা আছে (সবই) তিনি জানেন। তারা তাঁর জ্ঞানের কোন নাগালই পায় না তবে (এ ক্ষেত্রে) তিনি যতটুকু চান (শুধু ততটুকুই)। তাঁর সিংহাসন আকাশসমূহ ও পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত। এগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না। আর তিনি অতি উঁচু, মহামহিমান্বিত। (সূরা আল বাকারা: ২৫৬)

সূরাতুল ইখলাস

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ﴿۱﴾

قُلۡ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ﴿۲﴾ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ﴿۳﴾ لَمۡ یَلِدۡ ۬ۙ وَلَمۡ یُوۡلَدۡ ﴿۴﴾ وَلَمۡ یَکُنۡ لَّهٗ کُفُوًا اَحَدٌ ﴿۵﴾

১) আল্লাহ্‌র নামে যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী। ২) তুমি বল, তিনিই এক-অদ্বিতীয় আল্লাহ্। ৩) আল্লাহ্ স্বয়ংসম্পূর্ণ (ও) সর্বনির্ভরস্থল। ৪) তিনি কাউকে জন্ম দেন নি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয় নি। ৫) আর তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।

সূরাতুল ফালাক

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ﴿۱﴾

قُلۡ اَعُوۡذُ بِرَبِّ الۡفَلَقِ ۙ﴿۲﴾ مِنۡ شَرِّ مَا خَلَقَ ۙ﴿۳﴾ وَمِنۡ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۙ﴿۴﴾ وَمِنۡ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِی الۡعُقَدِ ۙ﴿۵﴾ وَمِنۡ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ﴿۶﴾

১) আল্লাহ্‌র নামে যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী। ২) তুমি বল, আমি বিদীর্ণকরণের মাধ্যমে (নতুন কিছু সৃষ্টিকারী) প্রভুর আশ্রয় চাই। ৩) (আমি আশ্রয় চাই) তিনি যা সৃষ্টি করেছেন এর অনিষ্ট থেকে। ৪) এবং অন্ধকার বিস্তারকারীর অনিষ্ট থেকে যখন তা ছেয়ে যায়। ৫) এবং সম্পর্ক-বন্ধনে (বিচ্ছেদ সৃষ্টির জন্য) ফুৎকারকারিনীদের অনিষ্ট থেকে। ৬) এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকেও যখন সে হিংসা করে।

সূরাতুল নাস

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ﴿۱﴾

قُلۡ اَعُوۡذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۙ﴿۲﴾ مَلِکِ النَّاسِ ۙ﴿۳﴾ اِلٰهِ النَّاسِ ۙ﴿۴﴾ مِنۡ شَرِّ الۡوَسۡوَاسِ ۙ الۡخَنَّاسِ ﴿۵﴾ الَّذِیۡ یُوَسۡوِسُ فِیۡ صُدُوۡرِ النَّاسِ ۙ﴿۶﴾ مِنَ الۡجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴿۷﴾

১) আল্লাহ্‌র নামে যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী। ২) তুমি বল, আমি মানুষের প্রভুপ্রতিপালকের কাছে আশ্রয় চাই, ৩) (যিনি) মানুষের অধিপতি ৪) (এবং) মানুষের উপাস্য। ৫) (আমি তাঁর আশ্রয় চাই) কুপ্ররোচনা সৃষ্টিকারীর অনিষ্ট থেকে, যে কুপ্ররোচনা দিয়ে সটকে পড়ে, ৬) (এবং) যে মানুষের অন্তরে কুপ্ররোচনা দেয়, ৭) সে জিনের (অর্থাৎ উঁচু শ্রেণীর মানুষের) মাঝ থেকেই হোক বা সাধারণ মানুষের মাঝ থেকেই হোক।

(জুমুআর খুতবা: ১৬ ফেব্রুয়ারী, ২০১৮)

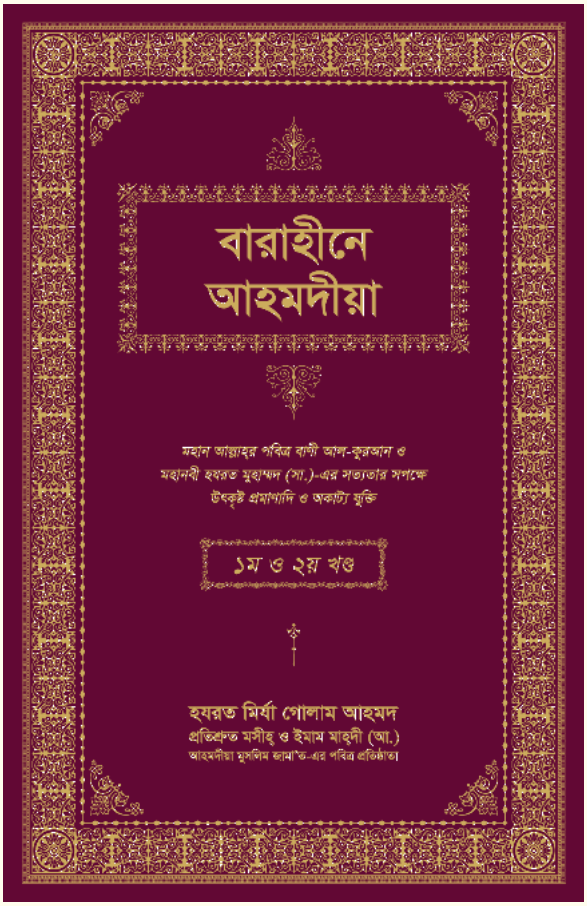

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের বিশেষ কৃপায় যুগান্তকারী ও অবিস্মরণীয় পুস্তক **'বারাহীনে আহমদীয়া'**র প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। আমরা আল্লাহ্ তা'লার দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, তিনি তাঁর নিজ কৃপায় এ অসাধারণ পুস্তকটির অনুবাদ প্রকাশ করার আমাদেরকে তৌফিক দান করেছেন। এর পুরো নাম **'আলবারাহীনুল আহমদীয়াহ্ আলা হাক্কীয়্যতে কিতাবিল্লাহীল কুরআনে ওয়ান্ নবুয়্যাতীল মুহাম্মদীয়াহ্'** অর্থাৎ আল্লাহর পবিত্র বাণী আল-কুরআন ও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সত্যতার সপক্ষে উৎকৃষ্ট প্রমাণাদি ও অকাট্য যুক্তি।

'বারাহীনে আহমদীয়া'র মোট পাঁচটি খণ্ড রয়েছে। ২৩ খণ্ডে প্রকাশিত রূহানী খাযায়েন-এর প্রথম খণ্ডে রয়েছে বারাহীনে আহমদীয়ার প্রথম চার খণ্ড আর পঞ্চম খণ্ডটি রয়েছে একুশতম খণ্ডে। এর প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দে প্রথমবার প্রকাশ হয়।

বহুল প্রতিক্ষিত এ পুস্তক, যা প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) তাঁর দাবির পূর্বেই রচনা করেছিলেন এবং যেই পুস্তক সম্পর্কে সেই যুগে ভারতবর্ষে বহু মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত এ সাক্ষ্য দিতে বাধ্য হয়েছেন যে, বিগত তেরশ' বছর যাবত ইসলামের সপক্ষে এমন অসাধারণ সেবা প্রদান কারো পক্ষে সম্ভব হয় নি, যা এ পুস্তকের মহান লেখক করে দেখিয়েছেন।

বইটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় মওলানা ফিরোজ আলম সাহেব, মুরব্বী সিলসিলাহ্। উক্ত বইটি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী থেকে সংগ্রহ করে জামা'তের সকল ভ্রাতা-ভগ্নিকে অধ্যয়ন করার আকুল আবেদন রইল।

Right Management Consultants

Software Developer & MIS Solution Provider

Md. Musleh Uddin
CEO & MIS Consultants
BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965

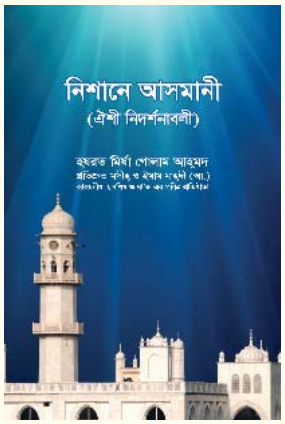

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী (আ.) **'নিশানে আসমানী'** গ্রন্থটি উর্দু ভাষায় ১৮৯৬ সালে প্রণয়ন করেন।

এ বইটির মধ্যে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ঐ সব বুযূর্গের মধ্য হতে দুইজন বুযূর্গ মজযুব গোলাব শাহ্ এবং নেয়ামতউল্লাহ্ ওলী'র সেসমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী উল্লেখ করেছেন যা ইমাম মাহ্দী আগমনের লক্ষণাবলী ও সত্যতা প্রকাশ করে।

বইটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় আলহাজ্জ মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক সাহেব, মুরব্বী সিলসিলাহ্ (অব.) উক্ত বইটি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী থেকে সংগ্রহ করে জামা'তের সকল ভ্রাতা-ভগ্নিকে অধ্যয়ন করার আকুল আবেদন রইল।

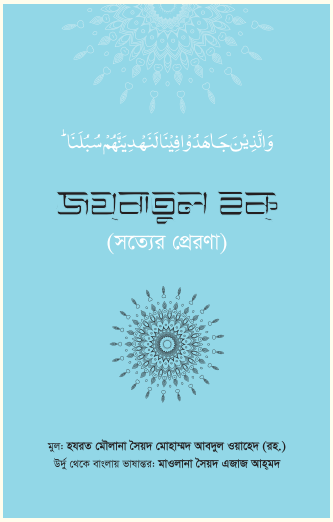

জয্বাতুল হক্ (সত্যের প্রেরণা) ব্রাহ্মণবাড়িয়ার প্রখ্যাত আলেম হযরত মৌলানা সৈয়দ মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহেদ (রহ.) সাহেবের আধ্যাত্মিকতার পথে মহাসংগ্রামের ধারাবাহিক বিবরণ। তিনি সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত হয়ে আত্মিক প্রশান্তির সাথে ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর প্রতিষ্ঠিত আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রথম খলীফার হাতে বয়আত গ্রহণ করেন। তার নিজের লেখা বইটি (মূল উর্দু) ছাপাখানায় থাকা অবস্থায় তিনি ইন্তেকাল করেন।

পরবর্তীতে তার সুযোগ্য সন্তান মাওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ সাহেব এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেন। চাহিদার প্রেক্ষিতে এখন তার উত্তরসূরিগণ পুনরায় যথাযথ অনুমোদন নিয়ে বইটি পুনঃপ্রকাশ করেছেন।

আমরা আশা করি যারা এই বইটি পড়বেন তারা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হেদায়াত লাভের প্রেরণা পাবেন। উক্ত বইটি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী থেকে সংগ্রহ করে জামা'তের সকল ভ্রাতা-ভগ্নিকে অধ্যয়ন করার আকুল আবেদন রইল। বইটির শুভেচ্ছা মূল্য ২০/- টাকা মাত্র।

New Vol. No. 80 | 17th Issue

The Ahmadi
Fortnightly
Since 1922

15th March, 2018 Tk. 20.00
Regd. No. D. A.-12

তোমরা যদি জান যে, আগামীকাল কেয়ামত হবে, তবে আজ হলেও একটি গাছ লাগিয়ে যাও– বৃক্ষ রোপণ সদকায়ে যারিয়া।

আল হাদীস

সুবংশে সুসন্তান শুধীজনে কয় সুবীজে সুফসল জানিবে নিশ্চয়

মোহাম্মদ মোস্তফা আলী
সাবেক ন্যাশনাল আমীর

ধানসিড়ি রেষ্টুরেন্ট
দোতলা
রোড নং-৪৫, প্লট-৩৩, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২
ফোন: ৯৮৮২১২৫
মোবাইল: ০১৭০০৮৩৩২৫২, ০১৯৩০২১৪২৮৪
আমাদের কোথাও কোন শাখা নেই

"জিসমী ইয়াতীরু ইলাইকা মিন শাওক্বিন 'আলা ইয়া লাইতা কানাত্ কুওওয়াতুত্ ত্বাইরানী"

তোমার পানে আমার দেহ উড়ে চলে যেতে যে চায়
থাকতো যদি সাধ্য আমার ভর করে সেই স্বপ্নডানায়
-হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)

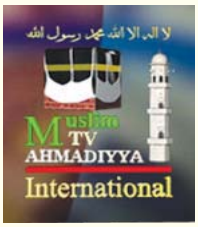

mta
INTERNATIONAL
এমটিএ দেখুন অবক্ষয়মুক্ত থাকুন!

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
০১৯১২-৭২৪৭৬৯

এমটিএ-তে সরাসরি হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবা শুনুন এবং নিজেকে আধ্যাত্মিকভাবে জীবিত রাখুন

এমটিএ-তে খুতবা প্রচারের সময়সূচি

(১) শুক্রবার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭.০০ সরাসরি সম্প্রচার। পুনঃপ্রচার রাত ১০.২০ মিনিট এবং ভোর-রাত ৪.০০।

(২) শনিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সকাল ৮.১০ এবং বিকাল ৫.০০।

(৩) রবিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭.০০।

(৪) বৃহস্পতিবার একই খুতবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় রাত ৮.০০।

Printed and Published by **Mahbub Hossain** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
www.ahmadiyyabangla.org, www.alislam.org, www.mta.tv
Phone: 57300808, 57300849, Fax: 0088-2-57300880, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com
www.theahmadi.org (Pakkhik Ahmadi web site live now)